জ্ঞান-রত্নমালা।

শ্রী প্রেমমোহন [illegible] মল্লিক প্রণীত।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যা বিনোদন সভ্যমণ্ডলী।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

একদিন [illegible] [illegible] [illegible] কিছু নাই।
[illegible] বলিয়া নিজ জনের, বন্ধু হোতে চাই॥
যদি এই গ্রন্থে বহু দোষ দেখা যায়।
তবে [illegible] [illegible], সাধ কিবা কথা তায়॥

কলিকাতা।

[illegible] প্রেস যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৬৮ সাল।

ভূমিকা।

গ্রীক দেশীয় এথেন্স নগরে কোন বীর মহা পুরুষ বাস করিতেন। তিনি স্বীয় শৌর্য্য ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে তত্রস্থ মহা মহা সম্রাট প্রভৃতিকে আশ্চর্য্য ও ত্রস্ত করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করাতে, তাঁহার দ্বারা দেশীয় লোকদিগের বিস্তর উপকার হইয়াছিল। তিনি মহত্ত্ব সম্পাদনে এথমত এতাধিক সচেষ্ট, উৎসুক, উদ্যোগী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, যে, রজনীতে ও প্রায় নিদ্রা যাইতেন না। এই মহোদয় একদা রাত্রি শেষে উক্ত নগরস্থ পরলোক প্রাপ্ত মহোদয়দিগের মনুমেণ্ট (অর্থাৎ স্মরণ স্তম্ভ) সমূহ মধ্যে চঞ্চল চিত্তে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে অকস্মাৎ কোন লোক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি আপনি এতরাত্রে যে একা এখানে? রাত্রিতেও কি নিদ্রা যান না,, তাহাতে প্রাগুক্ত বীর মহোদয় উত্তর করিলেন, "কি করিব, এই সকল অসাধারণ চিরস্মরণীয় চিহ্ন আমাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না।"

হে মহোদয়গণ! আমার পক্ষেও তদ্রূপ হইয়াছে। অর্থাৎ অনেকেই পুস্তক প্রচার করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিতেছেন, তাঁহাদিগের সেই সকল চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি আমাকে নিদ্রা যাইতে দিলনা বলিয়াই একখানি জ্ঞানগর্ভ পরিপূরিত পুস্তক প্রচার করিবার কল্পনা করিয়াছিলাম। এবং এক্ষণে তাহা রচনা পূর্ব্বক সাধারণ সমাজে প্রচার করিলাম, ইহাতে বহুবিধ নীতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি বর্ণিত বা লিখিত হইয়াছে। পাঠ করিলে নবীনযুবক হৃদয়ের চিত্ত-চকোর জ্ঞান শশাঙ্ক সুধা সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেক।

যদিও বর্ত্তমানে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বহুবিধ গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া বহুবিধ বিদ্যালয়কে ভূষিত, বঙ্গভূমিকে আলোকিত এবং বিদ্যাগারস্থ যুবকগণের অন্তঃকরণকে পুলকিত করিতেছে, তত্রাচ এবম্প্রকার জ্ঞানগর্ভ পরিপূরিত গ্রন্থাদির সংখ্যা দিন২ যতই বৃদ্ধি পাইবেক, ততই অস্মৎ মাতৃভূমি বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বলিত, শ্রীবৃদ্ধি বর্দ্ধিত ও তাঁহার হৃদয়াকাশে সৌ-

তাহা সূর্য্য উদিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার রাশিকে নিবারণ করিতে থাকিবেক। এক্ষণে অন্যান্য পণ্ডিত মহোদয়দিগের গ্রন্থাদির সহিত আমার এই যৎসামান্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি, যে, সমমূল্য-সমতুল্য এবং সাধারণ সমাজে সমাদরণীয় হইবেক, এমত ভরসা কোন মতেই করা যাইতে পারে না। যে হেতুক, তাঁহারা দূরদর্শী, আমি অদূরদর্শী। তাঁহারা অনেকানেক শাস্ত্রের পারদর্শী হইয়াছেন, আমি সকল শাস্ত্রেই অপারদর্শী। এজন্য আমার মনোমধ্যে সময়েং যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই সকল একত্রে সঙ্কলন পূর্ব্বক পুস্তকাকারে সাধারণের হস্তে সমর্পন করিয়া উৎসাহ প্রাপ্ত হইব, অত্যন্ত বাসনা, কিন্তু, এরূপে নূতন ব্রতী বলিয়া ততদূর সাহস হয় না। কি জানি, পাছে উপহাসাস্পদ হই। যাহাহউক, "চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই" এই প্রসিদ্ধ প্রবাদ স্মরণ হওয়াতেই এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম। ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি, যে, কোন এক মহাত্মা স্বদেশের স্বাধীনত্ব রক্ষার্থে কায় মনে প্রাণপণে জন্মিক

বারেবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং বার বারই তাহা নিষ্ফল হইয়াছিল। তাহাতে উক্ত মহাত্মা অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ ও অভিমানান্বিত হইয়া গুপ্ত ভাবে জনশূন্য বনাচ্ছন্ন এক অজ্ঞাত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষন্ন মনে গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন, যে, একটি মাকড়সা কড়ীস্থ জালে যাইবার নিমিত্ত ভিত্তি বাহিয়া উঠিয়া ছাতের গায়ে পা দিয়া গমন করিতে ২ ধরাতলে পড়িয়া গেল। পুনর্ব্বার উঠিবার মানসে যেমত ব্যস্তসমস্ত হইয়া যাইতেছিল, অমনি পড়িয়া গেল, আবার উঠিল, আবার পড়িল। এইরূপে তেরো বারের বার স্বীয় বহু চেষ্টায় উদ্দিষ্ট কড়ীস্থ জালে প্রাপ্ত হইল, তদ্দর্শনে ঐ মহাত্মা কহিলেন, "তবে বারং বার চেষ্টা নিষ্ফলা হইলেও তো তাহার পর সফলা হইতে পারে।"

হে বিলক্ষণ বিচক্ষণ মহোদয়গণ? আমার পক্ষেও সেইরূপ হইয়াছে। আমি ক্ষুদ্র উর্ণনাভি স্বরূপ হইয়া চিত্ত গৃহের আশারূপ কড়ীস্থ সাফল্য জালে প্রাপ্ত হওনে অত্যন্ত অভিলাষি

হইয়াছি। একারণ চিন্তারূপ কুড়া বাহিয়া উঠিয়া, দোষ গুণ মিশ্রিত ছাতের গায়ে পা দিয়া যাইতেছি, ফলে, কতবারই যে উঠিব এবং কতবারই যে পড়িব, তাহার নিশ্চয়তা নাই। "তবে বার বার চেষ্টা নিষ্ফলা হইলেও তো তাহার পর সফলা হইতে পারে।" এই কথাটির অনুবর্ত্তী অথবা এই আশারই আশ্রিত হইলাম। এক্ষণে যদিও এই গ্রন্থখানি, সাধারণের হস্তে করিবার যোগ্য নহে, তথাচ একবার আদ্যন্ত অবলোকন করিলে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইব, আপনাকে ধন্য মানিব এবং শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

যেইক্ষণমাত্রেই এই গ্রন্থখানির রচনা শেষ হইয়াছে, সেইক্ষণ মাত্রেই মুদ্রাঙ্কনারম্ভ করিয়াছি। সুতরাং কাহাকেও দেখানো যায় নাই, এবং কোন মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত ও হয় নাই। এতদ্ধেতুভাবের অথবা রচনার অনেকানেক স্থানে অনেকানেক দোষ থাকিতে পারে। অতএব গুণাকর পাঠক মহোদয়গণের নিকটে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, যে, এই ক্ষুদ্র

জনের ক্ষুদ্র বুদ্ধি হইতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রস্তুত হইল, ইহাতে আপনারা যদ্যপি কোন ভাবের বিলক্ষণতা দোষ দৃষ্টি করেন, সংশোধন পূর্ব্বক পত্রাদি লিখিয়া পাঠাইলে বা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিলে যথেষ্ট উপকৃত হইব, এবং বিহিত উপদেশ প্রাপ্তে যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ থাকিব।

মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি ১ টঙ্কা বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

কলিকাতা সিমুলিয়া।

সন ১২৬৫ সাল তাং ২ পৌষ।

শ্রীপ্রিয়মাধব বসু।

সূচিপত্র।

জ্ঞান রত্নমালা।

প্রথম খণ্ড।

গ্রন্থই প্রকৃত বন্ধু।

অন্য বন্ধু গুপ্ত কথা ব্যক্ত করি থাকে
এবন্ধুতে গুপ্ত কথা গুপ্ত করি রাখে॥
অন্য বন্ধু সম্পদের বিপদের নয়।
এবন্ধু উভয় সুখ দুঃখেতেই রয়॥
অন্য বন্ধু অর্থ লোভে কত যোটে আসি।
এবন্ধুর সহায়তা সুখ অভিলাষি॥
দুঃখের সময় অন্যে কোথায় সুধায়।
এই বন্ধু তোষে কত সুপদ সুধায়॥
অন্য বন্ধু দোষ দেখি করে না শোধন
এবন্ধু স্বভাবে তাই করয়ে মার্জ্জন॥
অন্য বন্ধু অসময়ে করে পলায়ন।
অবিচ্ছেদে এবন্ধুর আত্মীয়তা পণ॥

অন্য বন্ধু কপটতা করে প্রকাশন।
এবন্ধুতে কপটতা জানে না কেমন॥
অন্য বন্ধু নিন্দা পরে করে অতিশয়।
এবন্ধু নাহিক জানে নিন্দা কারে কয়॥
অন্য বন্ধু বাহ্যে স্বীয় মনে ভাবে পর।
এবন্ধু কি বাহ্য মনে থাকে একতর॥
অতএব যুবগণে মনে জেনো সার।
পুস্তক সমান বন্ধু মেলা অতি ভার॥
এক ভাবে এক ভাবে রয় সর্ব্বক্ষণে।
অপকার আলোচনা নাহি করে মনে॥
তাই বলি ভাই সব দেখ বিবেচিয়া।
কেমনে পাইবে হেন বন্ধু কোথা গিয়া॥
যদ্যপি এমিত্র লাভ করিবারে চাও।
বিদ্যালয়ে যাও সবে বিদ্যালয়ে যাও॥
নিয়মিত পাঠ লও শিক্ষকের স্থানে।
এক মনে রাখ সব শুনিবে যা কাণে॥
পাঠে রাখ আঁটি যাহে শেষ হবে ভাল।
মনের বাতিতে আলো জ্ঞানানল জ্বাল॥
যত সেই জ্ঞানবর্ত্তি প্রজ্বলিত রহে।
তত তব মন অন্ধকার ভার রবে।

তাই বলি এবন্ধুতে সন্তোষ অপার।
অন্য বন্ধু বন্ধু নয় নাম মাত্র সার॥
কেবল পুস্তক দেখ করিয়া বিচার।
এক মাত্র আছে পাত্র মিত্র বলিবার॥

বাল্যকাল।

যে প্রকার বসন্ত কালে বৃক্ষ সকল মুকুলপূর্ণ না হইলে শরৎ কালে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই রূপ মনুষ্যের যৌবন কালের সুখ দুঃখ বাল্যকালের উপর সমগ্র নির্ভর করে। এই কালে মনুষ্য জাতির মন অতিশয় নম্র ও কোমল থাকে। তাহা যে পথে সঞ্চালন করা যায়, সেই পথেই ধাবিত হয়, এবং যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই প্রকার শিক্ষাতেই শিক্ষিত হয়। যে প্রকার কোমল মৃত্তিকাতে যাদৃশ বৃক্ষের বীজ বপন করা যায়, তাদৃশ বৃক্ষই উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার মনুষ্যের মনঃস্বরূপ কোমল ভূমিতে যে প্রকার স্বভাব রূপ বৃক্ষের বীজ বপন করা যায়, তাদৃশ স্বভাবই জন্মে। এই বাল্য কালটী অতি সাবধ

ধ্যানে যাপন করা উচিত। যেহেতুক এই কালে বালকগণের মন ক্রীড়ার প্রতিই অতীব আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। এই কালে আলস্যকে হৃদয়মন্দিরে স্থান দেওয়া উচিত নহে। এই কালে, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি করা ও আপনাপন অভিপ্রায়ানুবর্ত্তি কর্ম্মে নিবৃত্ত বা ক্ষান্ত থাকিয়া তাঁহাদিগের অমৃতময় উপ-দেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তদনুরূপেই চলা উচিত।

দেখ, তোমরা সকলেই অল্প-বয়স্ক। স্বল্প কাল মাত্র এই পৃথিবীতে আসিয়াছ। ইদানী-ন্তন লোকদিগের রীতি, নীতি, চরিত্র, এবং প্র-কৃতির বিষয় তোমরা কিছু মাত্রই জ্ঞাত নহ। কে কেমন লোক, কাহার কি প্রকার মন, কে তোমাদিগের মিত্র এবং কেই বা তোমাদিগের শত্রু, তাহা কিছু মাত্রই জান না। এতদ্ধেতু জ্ঞানী ও বৃদ্ধগণের বাক্যে তোমাদিগের মনকে নিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য। যেহেতুক, তাঁহারা বহু কাল পর্য্যন্ত এই জগতে জীবিত থাকিয়া দর্শনে ও শ্রবণে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন।

তাঁহাদিগের কথা সকল হিতজনক। তাঁহারা যে বিষয়ের জন্য তোমাদিগকে উপদেশ দিবেন, তাহাই তোমাদিগের মঙ্গলের হেতু। অতএব তাঁহাদিগের বাক্য অবহেলা করিয়া আপনাদিগের মতকে কখনই প্রবল জানিও না। যেহেতুক তোমাদিগের মত সুমত নহে, এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিষয়ে তোমাদিগের অত্যল্প জ্ঞান আছে। এই বাল্য কালই বিদ্যোপার্জ্জনের নির্দ্দিষ্ট সময়। এই কালে বিদ্যা শিক্ষা না করিলে, যৌবন কালটী সুখ স্বচ্ছন্দে বিগত করা কঠিন। অতএব হে বালকগণ! তোমরা এই কালে বিদ্যার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ কর। দেখ, যে ব্যক্তি বিদ্যা ধনে বঞ্চিত হয়, তাহার দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাহার সহবাস হইতে পলায়ন করেন। তাহার মনে পারলৌকিক ভয় কখনই জাগরূক থাকে না। সে ব্যক্তি লোকের অপকার করিতে যেন একেবারেই মাতিয়া উঠে। পরধনাপহরণে তাহার মনে আনন্দ জন্মে। কুকর্ম্মানুষ্ঠানে ও পরানিষ্ট সাধনে তাহার চিত্তে হর্ষোৎ-

পন্তি হয়। এবং যে ব্যক্তি অপকর্ম্মে কিছু মা-ত্রই ঘৃণা প্রকাশ করে না। বিদ্যা-বিহীনের জীবনই বৃথা। অতএব মূর্খতা হইতে সাবধান হইয়া বিদ্যারত্নলাভে যত্ন প্রকাশ কর, অবশ্যই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেন। লোকে তোমাদিগের সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিবেক। সর্ব্বস্থানেই প্রতি-পন্ন হইবে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তোমাদিগের সংসর্গ লাভে ইচ্ছা ও চেষ্টা করিবেন। সৎকর্ম্মে মতি হইবে। অপকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও পরধনে লোভ থাকিবেক না। এবং তোমরা ইহকালে কথনা-তীত সুখ লাভ করত পরকালের পথস্থিত কণ্টক বৃক্ষ সকলকে উচ্ছেদন করণে সমর্থ হইবে। এবং মরণান্তে তোমাদিগের সুখ্যাতিরূপ কুসুম সৌরভ প্রবাহে পৃথিবী আমোদিতা হইবেন।

অতএব হে বালকগণ। বিদ্যাভ্যাসে যত্নবান হও। বিদ্যাই সর্ব্ব সুখের মূল। বিদ্যা ব্যতীত ধন, মান, গৌরব প্রভৃতি কিছুই থাকে না। এই বিদ্যা, অসারসংসারসম্ভূত অমূল্য ও অতুল্য রত্ন। এই রত্নে ভূষিত হইয়া অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হও। বিদ্যা কি স্বদেশে, কি বি-

দেশে সর্ব্বস্থানেই মাননীয়। বিদ্যা রূপ মহা-রত্ন অন্যান্য সকল রত্নাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেখ মনুষ্যেরা সাহস, ক্লেশও যত্নপূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিলেও কাল ক্রমে লক্ষ্মী তাঁহাকে বিমুখহয়েন, কিন্তু বিদ্যা, বিদ্বান লোককে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অতএব হে বালকগণ! আলস পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে বিদ্যানিধি অধিগম করিতে পার এমত যত্নকরহ ॥

বিদ্যাই অমূল্য ধন ॥

বিদ্যার তুলায় ধন ত্রিভুবনে নাই।
এ ধন গ্রহণে সদা চেষ্টা কর ভাই ॥
অন্য ধন অনর্থক চোরে চুরি করে।
এধনে কাহার সাধ্য চিত্তকোষ হরে ॥
অন্য ধন জলে পড়ি আগে মগ্ন হয়।
এধন জলেতে কভু ডুবিবার নয় ॥
অন্য ধন অনলেতে পুড়ে হয় ছাই।
এধন অনলে কভু পোড়ে নাহি ভাই ॥
অন্য ধন জ্ঞাতিগণে লয় বিভাগিয়া।
এধন কাহার সাধ্য লইবে বাঁটিয়া ॥

অন্য ধন দানে ক্ষয় এধন তা নয়।
বিতরিলে এই ধন বাড়ে অতিশয়॥
মন কোষে এই ধন সঞ্চিতে যে পারে।
তাহার অভাব নাই অখিল সংসারে॥
এই বিদ্যা বাল্যকালে পথ প্রদর্শক।
যৌবন, আসার আশা, মানস হর্ষক॥
দৈবাৎ মনুষ্যে পারে ধনী হইবারে।
এধনে তেমন ধনী, কে হইতে পারে?॥
একবার দেখ দেখি ভেবে সব ভাই।
বিদ্বানে সম্মান দান, কোন থানে নাই?।
দেখ দেখি ধনিগণে ধন উপার্জ্জনে।
কত দুঃখ পায় তবু সুখ নাই মনে॥
নষ্ট হলে কষ্ট পায় জন্মে তাপ কত।
সম্পত্তিতে মোহ প্রাপ্ত হয় অবিরত॥
কিন্তু দেখ বিদ্বানেরা বিদ্যা উপার্জ্জিতে
কিছু দুঃখ নাহি পায় শুদ্ধ সুখ চিত্তে॥
এধন ইতর তর নিধন না হয়।
চিরকাল এক ভাবে এক রূপে রয়॥
এই বিদ্যা বিভাকর মনের আকাশে।
উদয় হইলে মোহ অন্ধকার নাশে॥

সর্ব্বত্র পূজিতা বিদ্যা শাস্ত্রে হেন কয়।
যে করে অর্জ্জন সেই মহা মান্য হয়॥
অতএব ভাই সব করিয়া যতন।
উপার্জ্জিতে চেষ্টা কর এই মহাধন॥

মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব কি?

মহত যে হয় তার সাধু ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ॥

(সং প্রং)

মনুষ্যের যথার্থ মহত্ত্ব কি? এই বিষয়ের নিগূঢ় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে বিশিষ্ট রূপ জ্ঞান লাভ করাই মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব। কিন্তু কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্যেরা উক্ত অভিপ্রায় সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহার প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে প্রতীতি হয়, যে সকরুণ সৃষ্টিকর্ত্তার সংস্থাপিত নিয়মানুযায়ী হইয়া মানব যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই

এতদভিপ্রায় সম্পন্ন হয়। পরমেশ্বর, পৃথিবী মধ্যে মানব জাতির সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সম্যক উপায় অবধারিত করিয়া দিয়াছেন। মানবগণ তাহাই গ্রহণ করিলে সুখ মুখ সন্দর্শনে সক্ষম হয়েন। আর তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিলে, দুঃখ, ক্লেশ ও মনের ক্ষুণ্নতা প্রভৃতি বিপরীত ফলে আক্রান্ত হইতে হয়।

প্রথমতঃ পরমেশ্বর যেমন মনুষ্যগণের চিত্ত মধ্যে লোভ-বৃত্তি দিয়াছেন, তদ্রূপ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্যেরা সেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া উক্ত লোভ বৃত্তির কার্য্য পরিচালনা করিলে তদ্দ্বারা কোন প্রকার অনুপকার উপস্থিত না হইয়া বরং ক্রমশঃ আনন্দোন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ অগ্রাহ্য করত অশেষ রূপে লোভ বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলে ক্রমশঃ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যেমন এতদ্দেশীয় অনেকানেক লোকেরা রাজসম্পর্কীয় কার্য্যালয়ে অথবা কোন কোন ধনী মহোদয়ের ভবনে বৈষয়িক ব্যাপারে বিলিপ্ত থা-

কিম্বা প্রবৃত্তি বশতঃ স্বকর্ত্তব্যতায় বিস্মরণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ নিন্দিত কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু তৎকালে এরূপ বিবেচনা করেন না, যে দৈবাৎ তাঁহাদিগের ঐ দুষ্প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইলে সম্পূর্ণ মান হানি, লজ্জা, ও দণ্ড প্রভৃতি ক্লেশ ভোগ করিতে হইবেক; অতএব ইহাই স্থির হইতেছে যে, দুষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী [illegible] করাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব প্রতিপাদক।

দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বর মনুষ্যগণের মনোমধ্যে দয়া-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন! তদ্দ্বারা তাঁহারা উপায় বিহীন অসহায়গণের অন্তঃকরণকে আহ্লাদার্ণবে নিমজ্জিত রাখেন। মাতা পিতৃহীন বালকের প্রতি প্রীতি ও করুণা বারি বিতরণপূর্ব্বক তাহাদিগের দুঃখানলকে নির্ব্বাণ করেন। এবং বিপুল বিত্ত ব্যয় করিয়াও বিদ্যা বিহীন দীন হীন জনকে বিদ্যারত্নে অধিকারী করিতে চেষ্টিত থাকেন। আহা! দুঃখ নিবারক দয়াময় পরমেশ্বরের এই দয়াবৃত্তি সৃষ্টি করিবার কি আশ্চর্য্য অভিপ্রায়! এই

দয়া-বৃত্তি না থাকিলে মনুষ্যদিগের মহত্ত্বের কথাই প্রচলিত থাকিত না। সুতরাং তাহা-দিগকে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদানে করিতে লজ্জিত হইতে হইত। এই দয়া-বৃত্তি না থা-কিলে কি কখন তাঁহাদিগের মনে পরোপ-কার করণের প্রবৃত্তি জন্মিত কি কখন তাঁ-হারা অনাথার শোকানলদগ্ধ অন্তঃকরণে আ-নন্দ বারি বিতরণে অগ্রসর হইতেন? কি কখন তাঁহারা দারুণ দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ দূরী-করণার্থে এত অধিক আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেন? কি কখন মাতা-পিতা-হীন বাল-কেরা তাঁহাদিগের করুণা ধন লাভ করিতে পারিত? এবং কখন কি বিদ্যা বিহীন ব্য-ক্তিরা তাঁহাদিগের প্রণয়ভাজন বা প্রিয় পাত্র হইয়া অসাধারণ বিদ্যানিধি অধিগমে সমর্থ হইত? কখনই নহে। ফলতঃ দয়া-বৃত্তিই মহ-ত্ত্বতার সোপানারোহণের এক প্রধান উপায় ব-লিতে হইবেক। অতএব যদি মনুষ্যেরা দয়া-বৃত্তির অনুগামী হইয়া অপরাপর সৎপ্রবৃত্তি সং-যুতের পরিচালনাপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে কুপ্রবৃত্তি

হইতে নিবারণার্থ কায়মনোবাক্যে প্রযত্নাতিশয় প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়॥

আহা! দয়া-বৃত্তির কি আশ্চর্য্য বীর্য্য! এই বৃত্তিই মনুষ্যগণকে স্বদেশের হিতানুষ্ঠান ব্রতে ব্রতী করে। এই নিখিল ভূমণ্ডলে মানব দেহ ধারণ করিয়া স্বদেশের হিত সাধন অপেক্ষা মনুষ্য জাতির অসীম সুখ বা মহত্ত্বের কারণ কি আছে? যিনি অনবরত স্বদেশের শুভ সম্পাদনার্থ সাতিশয় ব্যগ্র থাকেন, তিনিই নির্ম্মল আনন্দ ও অনুপম সুখাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র মহান্ বলিয়া প্রখ্যাত হয়েন। আহা! এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট আমরা যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, যাঁহারা অভিমানকে পদ তলে পীড়ন, সুজনতাকে সুহৃৎ সম্বোধন এবং উপহাসকে অবহেলাপূর্ব্বক প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে স্বদেশের শুভ চেষ্টায় অবিরত রহিয়াছেন। এই পরম হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠানে যাঁহাদিগের উৎসাহ, উদ্যোগ, সাহস, পরিশ্রম ও চিত্তস্থৈর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁহাদিগকে সাধু

ও মহৎ বলিয়া শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতুক তাঁহারা আমাদিগের জন্ম ভূমির দুরবস্থা দূরীকরণার্থ প্রযত্নশীল রহিয়াছেন। জন্মভূমি যে মনুষ্যের সম্বন্ধে কি পর্য্যন্ত সুখদায়িনী ও মনোরমা, তাহা প্রবাসী ব্যতীত অন্য কেহই প্রায় বিবেচনা করিতে পারে না। কারণ, যৎকালীন স্বদেশ তাহাদিগের স্মরণপথে উপস্থিত হয়, তৎকালীন তাহাদিগের আনন্দের সীমার পরিসীমা থাকে না। অধিক কি কহিব? স্বদেশে তাহাদিগের এত অধিক প্রিয়তা জন্মে, যে তত্রত্য নদী, পর্ব্বত, মৃত্তিকা, বৃক্ষ ও অন্যান্য অতি নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র পদার্থও তাহাদিগের অন্তঃকরণকে প্রণয় রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিতে থাকে। আহা! স্বদেশ কি সুখপ্রদ; যে স্থানে আমরা শৈশবে স্নেহ-সম্বলিত প্রযত্নদ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছি, যে স্থানে বয়োবৃদ্ধি সহকারে মিত্র মণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে, যে স্থানে অচিন্তনীয় পূর্ব্বকালাবধি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের অবস্থান হইয়াছে, সেই পরম হিতকর জন্মস্থানের প্রতি

অবহেলা করা কি মনুষ্যদিগের মনুষ্যত্ব সাধক? কখনই না। হায়, কি পরিতাপের বিষয়! এতদ্দেশীয় অনেকানেক ব্যক্তি জন্মভূমি জননীর পুত্র মধ্যে গণ্য হইয়াও এক্ষণকার রাজকীয় অর্থকরী ভাষার কিঞ্চিৎ রস প্রাপ্তি মাত্রেই কহিয়া বসেন, যে "দেশ হইতে বঙ্গভাষার মূলোৎপাটন করিয়া তন্নিমিত্তে ইংরাজী ভাষা সম্যক্‌রূপে প্রচার করাই আমাদিগের পুরুষত্ব সাধক,,"। কিন্তু মনোমধ্যে একবার ভ্রমেও ভাবেন না, যে ইহাতে পুরুষত্বের সত্তামাত্রও নাই। এই মহোদয়গণ, এইরূপ বৃথা অনুশোচনা করিয়া আপনাদিগকে অত্যন্ত মহৎজ্ঞান করেন, ফলে, ইঁহারা যে, কি পর্য্যন্ত মহৎ তাহাই যথার্থ মহৎ লোকদিগের বিবেচনীয়।

এই সমস্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা স্বদেশের কোন উপকারই উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা নাই। এবং ইঁহাদিগের কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই উদ্যম নাই। যদিও স্বদেশের সৌভাগ্য বশতঃ প্রথমতঃ কিঞ্চিদুদ্যম দৃষ্ট হয়, কিঞ্চিৎক্ষণ পরে তাহার লেশ মাত্রও থাকে না। অর্থাৎ মহুকালীন

কোন স্বদেশ-মঙ্গল-জনক বিষয় ইঁহাদিগকে আহ্বান করে, তৎকালীন ইঁহারা সেই স্থানে সেই বিষয়ে প্রাণপণে উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু স্বদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ গৃহাগত হইয়াই তাহা বিস্মৃত হইয়া যান। এবং শৃগালের পরামর্শ তুল্য তাহা কার্য্যকারক হয় না।

কিন্তু, যাঁহারা স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের অবস্থার প্রতি সম্যক প্রকার দৃষ্টি রাখেন, এবং যাহাতে তাহারা উচ্চ পদবীতে পদার্পণ করে, এমত বিষয়ের উপায়ানুসন্ধানে নিয়ত তৎপর থাকেন। যাঁহারা এই ভারতভূমিকে জননী স্বরূপা বোধ করিয়া যথার্থ পুত্রের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এবং অন্য জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইলে সাহস পূর্ব্বক অস্ত্র ধারণ করিয়া বিপক্ষের হস্ত হইতে বিমুক্ত করণে সচেষ্টিত থাকেন, এবং যাঁহারা তাঁহাদিগের দেশীয় জনগণের মনকে বিদ্যা রত্নে বিভূষিত, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজন করণ হেতু প্রতিক্ষণ প্রযত্ন করেন, তাঁহারাই যথার্থ মহৎ।

তৃতীয়তঃ—মিথ্যাকে ঘৃণা করিয়া সত্য ধর্ম,

অবলম্বন করিলে মনুষ্যেরা সজ্জন সমাজে সম্মানের সহিত সমাদৃত হইয়া মহত্ত্ব লাভে চরিতার্থ হইতে পারেন। এই সত্য ধর্ম্মের সহিত অন্য কোন ধর্ম্মেরই সাদৃশ্য সম্ভবনীয় হয় না। ইহাই সর্ব্ব দেশীয় এবং সর্ব্ব জাতীয় লোকের নিয়মিত পালা। ইহাই আমাদিগের সর্ব্ব সুখের মূল। ইহার প্রভাবেই আমরা সর্ব্ব স্থানে প্রতিপন্ন ও বিশ্বাসী হই। সুকার্য্য-ময় স্বরূপ সুধাময় যে সাগর আছে, সত্যকে আশ্রয় করিলে সেই সাগরে সন্তরণ করিতে পারা যায়। অতএব সাধুদিগের উচিত, যে তাঁহারা অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে দূরীভূত করিয়া, মিথ্যাকে বিসর্জ্জন দিয়া এবং অসজ্জন সঙ্গ বিবর্জ্জিয়া, চিত্ত ক্ষেত্রে সত্য বৃক্ষের বীজ বপন করেন, যাহার মহত্ত্ব রূপ পুষ্প বিকসিত হইয়া মধুময় সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিতে থাকিবেক॥

চতুর্থতঃ—জনক জননীর সেবা করিলে, ও তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি রাখিলেই মনুষ্যদিগের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। কারণ, তাঁহাদিগের অনু-

[illegible] না থাকিলে পুত্রেরা কখনই এই সুদৃশ্য সুপ্রকাশ্য বিশ্ব বিরচনার আশ্চর্য্য কৌশল সকল সন্দর্শনে পারগ হইত না। বিশেষতঃ তাঁহারা যদ্যপি সেই কালে স্নেহ-মিশ্রিত যত্ন দ্বারা পুত্রদিগকে প্রতিপালন না করিতেন, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই ঐ পুত্রদিগকে কালের করাল কবলে পতিত হইতে হইত। কারণ সকলেই ক্ষীণ, উলঙ্গ, পরাধীন ও অকিঞ্চন হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, পরে পিতা মাতার কায়িক ও মানসিক প্রযত্নাতিশয়ে বলিষ্ঠ, বর্দ্ধিত ও বহুদর্শী হইয়া সর্ব্বজন সমাজে সমাদর প্রাপ্ত হয়। অতএব এতাদৃশ পরম হিতকারী অদ্বিতীয় বন্ধু পিতা মাতাকে ভক্তি ও সেবা করাই মনুষ্যদিগের মহত্ত্বের এক প্রধান কারণ বলিতে হইবেক॥

পঞ্চমতঃ—যাঁহাদিগের সহবাসে এবং সদালাপে মনুষ্যগণের মনোমধ্যে প্রবোধ শশধর উদিত হইয়া অসৎসঙ্গ, অনিষ্টাচার, অধর্ম্ম, অপকর্ম্ম ও অনভিজ্ঞতা রূপ অন্ধকার রাশিকে এককালীন দূরীভূত করে, তাঁহাদিগের সহবাসে অনায়াসেই মনুষ্যদিগের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

ষষ্ঠতঃ—মনুষ্যেরা যদ্যপি সদা উচ্চপদপ্রদ মোসাহেব মহোদয়দিগের বাক্যে বিশ্বাসিত বা পরিতুষ্ট না হইয়া, বুদ্ধি বৃত্তিকে সতর্ক রাখেন, এবং তাহাদিগের অলীক উপহাস বা কৌতুকাদিতে মনোনিবিষ্ট না করত অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাহাতেই তাঁহাদিগের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। কারণ, প্রাগুক্ত উচ্চপদপ্রদগণের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইলে, তাহারা ক্রমে ক্রমে আকাঙ্ক্ষিতে আনয়ন প্রদান করত সহজেই অলস রাজ্যের প্রজা করিয়া ফেলে। অতএব এবম্বিধ প্রতারক ব্যক্তির প্রতিপক্ষ না হইয়া বরং শাসন করা অথবা দোষ দূরীকরণার্থ উপদেশ দেওয়াই মনুষ্যদিগের যথার্থ মহত্ত্ব।

সপ্তমতঃ—স্বদেশীয় মনুষ্যগণকে ভ্রাতৃ তুল্য বোধ করা, তাহাদিগের উপর স্নেহ রাখা, তাহাদিগের দুঃখে দুঃখি ও সুখে সুখী হওয়া, এবং যাহাতে তাহাদিগের উপকার লব্ধ হয়, এমত বিষয়ের উপায়ানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকাই মনুষ্যদিগের যথার্থ মহত্ত্ব।

অষ্টমতঃ—পরস্পর সদালাপ, ধর্ম্ম বিষয়ের চিন্তা, দেশমাঙ্গলিক কার্য্য সিদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ, এবং দেশে সভ্যতার সোপানানুসন্ধান করাই মনুষ্যদিগের যথার্থ মহত্ত্ব ॥

নবমতঃ—মনুষ্যেরা যদ্যপি সন্তাপ নাশক, মনঃশ্রীপ্রদায়ক ধৈর্য্য গুণকে অবলম্বন করেন এবং কাম ক্রোধাদি অন্যান্য অনিষ্টকারক নিকৃষ্ট দুর্ব্বৃত্ত বৃত্তির অনুবর্ত্তী না হইয়া তাহাদিগকে দমনপূর্ব্বক স্বীয় আয়ত্তে রাখেন, তাহা হইলে, তাহাতেই তাঁহাদিগের যথার্থ মহত্ত্ব প্রকাশ পায় ॥

দীন জনে, ধন দানে, তোষে যেই জন ।
পর উপকারে যার, প্রফুল্লিত মন ॥
দেশে যার দ্বেষ নাই, সুধু হিতে রত ।
সুজনের সদালাপে মন যার নত ॥
পীযূষ পূরিত যার, মধুর বচন ।
সুবচনে, সুজনের, তোষে যেই মন ॥
সবাকারে সমভাবা, মানস যাঁহার ।
তারেই মহৎ বলি, মহৎ কে আর ? ॥

সবাকার উপকার, করিবার তরে।
জনম হয়েছে যার জগত ভিতরে॥
পরনিন্দে, পরদ্বন্দ্বে, নাহি হয় রত।
পরমেশ প্রতি, প্রীতি রাখে অবিরত॥
বিনয়েতে বন্ধুগণে সদা করে বশ।
ধরা মাঝে সকলেই গায় যার যশ॥
অন্তরেতে কুটিলতা, অন্তর যাহার।
তারেই মহৎ বলি, মহৎ কে আর?॥

নির্ম্মল অন্তর যার, নাহি জানে ছল।
ধৈর্য্যগুণ, হয় যার প্রধান সম্বল॥
পড়িলে দুঃখের করে, নাহি দুঃখ করে।
সদা যার ভাসে মন, সুখ রত্নাকরে॥
চিন্তার রজ্জুতে বদ্ধ, যে জন না হয়।
পর হিংসা পাপ যার কাছেও না রয়॥
ভেবেছে মাটির দেহ, মাটি হবে সার।
তারেই মহৎ বলি, মহৎ কে আর?॥

সামান্য জনার মত, আপনারে জানে।
পাতিয়া প্রণয় কল প্রিয়জনে টানে॥

না চায় সুন্দর হতে, নাহি চায় ধন।
শুদ্ধ করে শুদ্ধ চিত্তে, সত্যের সাধন॥
কুপথে যাহার মন, কদাচ না ধায়।
অনুক্ষণ হাস্যানন, যথায় তথায়॥
মিষ্ট বাক্যে শিষ্টে করে, তুষ্ট অনিবার।
তারেই মহৎ বলি মহৎ কে আর?॥

জনক জননী আদি যত গুরুজন।
সবাকার প্রতি ভক্তি করে প্রতিক্ষণ॥
প্রিয়তম পারিষদ সবাই যাহার।
প্রিয় কথা বই যার কথা নাই আর॥
অন্তর বাহির দুই একই সমান।
নাহি গর্ব্ব নাহি লোভ নাহি অভিমান॥
সত্যই প্রধান ধর্ম্ম জানিয়াছে সার।
তারেই মহৎ বলি মহৎ কে আর?॥

প্রিয় বাক্য হয় যার প্রধান আশ্রয়।
অনুগত হয়ে যার রিপু ছয় রয়॥
মানস যাহার গুরুজনের সেবন।
ধর্ম্ম কার্য্য অবধার্য্য করে অনুক্ষণ॥

বল যার অলৌকিক জ্ঞান হিতাহিত।
সুশীল সুধীর যেই সবাকার প্রীত॥
পর দুঃখ দূর হেতু হয় আগুসার।
তারেই মহৎ বলি মহৎ কে আর॥

বার্দ্ধক্য।

জীবনের শেষাবস্থাকে বার্দ্ধক্য কহে। ইহাকে দ্বিতীয় বাল্য কাল বলিলেই হয়। এই সময়ে মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি হ্রাস পায়। বুদ্ধি পলায়ন করে। বর্ণ মলিন হয়। শরীর দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতাকে পায়। দৃষ্টি রোধ হয়। এবং রোগ, শোক, চিন্তা প্রভৃতি মনো মন্দিরে ক্রীড়া করিতে থাকে। যে সকল রিপু, বাল্যকালে ভীম সদৃশ বল বিক্রম প্রকাশ করে, একালে তাহারা কালের হস্তে পতিত হয়। বাল্যকালে, যে মনুষ্য অত্যন্ত আহারী থাকে, একালে তাহার সে আহারের নাম মাত্র থাকে না। বৃদ্ধকালে মনুষ্যদিগের সকল বিষয়েই ভ্রান্তি জন্মে। অর্থাৎ এই মাত্র যাহা

করিল, কিছুক্ষণ পরে, আর তাহার কিছু মাত্রই স্মরণ থাকে না। মনুষ্যেরা, যৌবন কালে যে সকল বিষয়ে আহ্লাদ প্রকাশ করে, এ কালে, সে সকল বিষয়ে একেবারেই ঘৃণা জন্মে। সঙ্ক্ষেপতঃ এই কালে পৃথিবীস্থ কোন বস্তুতেই মনুষ্যকে আনন্দার্পিতে, অথবা মো[হি]ত করিতে পারে না। যেহেতু, এই কালে, তিনি, সেই সমস্ত আনন্দ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কালে মনুষ্যেরা ধন মান, যশ, প্রভৃতি কিছুরই আকিঞ্চন করে না। কেবল ধর্ম্মপথেই চিত্তকে স্থির রাখিয়া আনন্দের সহিত জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি যৌবন কালে, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্যাদি অবধারণ করে, বার্দ্ধক্যে, সেই সমস্ত স্মরণে আসিয় তাহার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হয়। সে ব্যক্তি আহারীয় দ্রব্যের কিছুই আস্বাদন পায় না। তাহার উত্তমরূপে নিদ্রা হয় না। এব[ং] সে ব্যক্তি বন্ধুদিগের সহিত কথোপকথনে সুখলাভ করে না। যেহেতুক, পূর্ব্বকৃত ত[ৎ]কর্ম্ম সমূহ প্রজ্বলিত অনল শিখার প্রায় ত[াহার]

হার অন্তঃকরণকে দগ্ধ করিতে থাকে। এবং এজন্য মৃত্যুতে তাহার অত্যন্ত ভয় জন্মে। কিন্তু তদ্বিপরীতে, যৎকালীন এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তি তৎসমক্ষে তাহার বিগত কার্য্যাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বলেন, যে তুমি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কর্ত্তব্য কার্য্যাদিই সম্পাদন করিয়াছ, তাহা হইলে তৎকালীন তিনি নিশ্চিন্ত মনে উত্তর প্রদান করেন, যে, মৃত্যুকে আর আমার ভয় কি? দেহ পতন হইলেই উৎকৃষ্ট ধামে যাত্রা করিব॥

সৎসংসর্গ॥

পৃথিবীস্থ সমস্ত মানবগণ মধ্যে যাঁহারা সাধুতা গুণ ধারণ জন্য এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সংসর্গে বাস করা আমাদিগের অত্যাবশ্যক। কারণ নিরন্তর একান্তরে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়া তাঁহাদিগের নির্ম্মল ও উত্তমোত্তম উপদেশের অধীন হইলে, নানা সদ্গুণে ভূষিত হইবার সম্ভাবনা আছে। যে সমস্ত

গুণ জন্য তাঁহারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই গুণ সমূহ আমাদিগের অবশ্যই বর্ত্তিবে।

বিশেষতঃ যদ্যপি আমরা ঈশ্বর কৃপায় মানবজীবন ধারণ করিয়া কুপথে ভ্রমিয়া ও কুচিন্তায় রত হইয়া কাল যাপন করি, তাহা হইলে আমাদিগের লোকান্তর গমনানন্তর প্রেতাকর পুত্র দ্বারা দুঃসহ যন্ত্রণায় পতিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমরা যদ্যপি নিয়ত নির্ম্মলান্তঃকরণে সৎসংসর্গী হই ও তাঁহাদিগের আদেশানুসারে সারাৎসার পরমেশ্বরের প্রতি মন সমর্পণ করি, তাহা হইলে মরণান্তে আমরা অশেষ সুখের ভাগী হইব সন্দেহ নাই, এই হলাহলময় সংসার বৃক্ষেতে সাধুসঙ্গই কেবল এক মাত্র সুফল আছে। ইহাই মনুষ্যদিগের সুখ ও সম্মান বর্দ্ধক। ইহা ব্যতীত যাগ, যজ্ঞ, পুণ্য কর্ম্মাদিতে, যে ফলের সম্ভাবনা, তাহা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। সাধু সঙ্গ ব্যতীত মানবগণের উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। যথা

নলিনী দলগত জলবত্তরলং।
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং॥
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

অর্থাৎ মনুষ্যদিগের জীবন, পঙ্কজ পত্রস্থিত সলিলের ন্যায় নিঃত চাঞ্চল্যাবস্থায় অবস্থিতি করে, অতএব এই সংসার সাগর পার হই-বার তরণিই কেবল এক মাত্র সাধু সঙ্গ। মনুষ্যদিগের, দান, ধ্যান, পরোপকার এবং দেশমাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সৎ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিবার মূল কারণই সাধু সঙ্গ। সাধু ব্যক্তিরা যে স্থানে অবস্থান করেন, তথায় কলহ, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা ও ইতর বাক্যের চর্চ্চা প্রভৃতি কিছুই থাকে না। সংক্ষেপতঃ তাঁহারা যদ্যাপ উপদেশ প্রদান নাও করেন, তথাচ সহবাস করিলে তাঁহাদিগের রীতি চরিত্র এবং প্রকৃতি দর্শনে সংখ্যাতীত ফল লাভ করা যাইতে পারে।

বিলম্বই সময় হারক।

যে কর্ম্ম করিতে তব মনে ইচ্ছা হয়।
বিলম্ব বিধেয় তার পক্ষে কভু নয়॥
যখন যা হবে মনে তখন তা কর।
বিলম্ব করিলে ঘটে বিপদ বিস্তর॥
তার সাক্ষ্য দেখ লঙ্কাধিপ দশানন।
করিতে স্বর্গের সিঁড়ি ছিল যার মন॥
করিলে তখনি সেই পারিত করিতে।
কিন্তু দেখ বিলম্বেতে হইল মরিতে॥
দশরথ সুত সহ ঘটিল সমর।
সে জন সে আশা সহ গেল যম ঘর॥
"বিলম্বেতে কার্য্য সিদ্ধি„ লোকে বটে কয়
ফলে সে কথার কথা মিথ্যা সমুদয়॥
যে কর্ম্ম এখনি তুমি পার করিবারে।
আলস্য করিলে তাহা হবে কি প্রকারে?॥
এক পলে যা হতো তা ছ মাসে না হবে।
বিলম্বেতে কার্য্য সিদ্ধি কিসে কবে তবে॥
আজ নয় কাল হবে এরূপ বচন।
এনোনা মুখেতে ভাই এনোনা কখন॥

বিলম্বেতে কার্য্য নাশ দেখ সর্ব্ব স্থলে।
চতুর যে হয় সেই এই মতে চলে॥

রিপুদিগকে অধীনে রাখ॥

রিপুগণে আপন অধীনে রাখ ভাই।
ইহাদের সম আর শত্রু কেহ নাই॥
বাড়ালে বাৎসল্যভাবে ঘাড়ে চড়ি বসে।
শাসিলেই পুনরায় আপনার বশে॥
যদিও ইহারা বটে বন্ধু অতিশয়।
বহুবিধ উপকারে বহু মতে রয়॥
কিন্তু আতিশয্য গুণে শত্রুর প্রধান।
বিনাশে সন্তোষ স্বাস্থ্য সুখ আর মান॥
এদের অধীন হলে ভদ্রতা না রয়।
জ্ঞানবান যত জন জ্ঞানহীন হয়॥
সুবিজ্ঞ মানুষে করে পশুর সমান।
বল বুদ্ধি সব নাশে কি জানে সন্ধান॥
নিরত সন্তোষে ভাসে যে জনার মন।
দুঃখের সাগরে তারে করায় মগন॥
যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম, জাতি, কুল, মান।
সকলি রিপুর হস্তে রসাতল যান॥

দেখ কামে মত্ত হয়ে রাজা দশানন।
সবংশে শ্রীরাম হস্তে হইল নিধন॥
ক্রোধে মত্ত হয়ে দেখ কত শত নরে।
আপনি আপন মৃত্যু আনিয়াছে করে॥
রাজ্য লোভে দেখ রাজা দুর্য্যোধন যিনি।
সসৈন্যে পাণ্ডব হস্তে মরিলেন তিনি॥
মোহে মুগ্ধ হয়ে ধীর দুষ্মন্ত নৃপতি।
দেখ কি করিয়াছিল শকুন্তলা প্রতি॥
বিনা অপরাধে তারে করিল বর্জ্জন।
শেষেতে হতাশ হয়ে করেন রোদন॥
অতেব অধীনে রাখ যত রিপুগণে।
সন্তোষে কাটাবে কাল সুখ পাবে মনে॥

কাম রিপু॥

এই রিপুর সৃষ্টি না হইলে অত্যল্প দিবস মধ্যেই এই মেদিনী জীব কদম্বের আধার হইতে রহিত হইয়া শ্রীভ্রষ্টা হইত। এই কারণ বশতঃ বিশ্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বর সর্ব্বজীবকেই স্ত্রী ও পুরুষ জাতিদ্বয়ে প্রভেদ করিয়া কাম রিপু বিশিষ্ট করিয়াছেন। যদ্দ্বারা তাহারা

নিয়মিত কালে সন্তানাদির উৎপত্তি করিয়া পৃথিবী সতীকে শোভনীয়া করে। এই কাম রিপু না থাকিলে, পৃথিবী অরণ্যসদৃশ হইত। জীব জন্তুর নাম মাত্রও থাকিত না। এবং জগদীশ্বরের মহিমা পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইত না। অতএব এই রিপু যে আমাদিগের উপকারের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবেক তাহার সন্দেহ কি?

কিন্তু আতিশয্য গুণে এই কাম রিপু, বিষম দুর্জ্জয় রিপুর ন্যায় ব্যবহার করে। তৎকালে ইহাকে শাসন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। তৎ-প্রমাণে কত শত মহাত্মা তত্ত্বপরায়ণ হইয়াও এই রিপুর বশতাপন্ন হইয়াছেন, এবং তাহাতে তপস্যাভঙ্গ রূপ ফল লাভও করিয়াছেন। যথা, বিশ্বামিত্র ঋষি, কন্ব মুনির আশ্রম সন্নি-হিত মনোমোহিতকারী এক সুরম্য কাননে নিবিষ্টমতি হইয়া পঞ্চতপা প্রভৃতি ঘোরতর তপস্যা করিতেছিলেন, সেই উৎকট তপস্যা সন্দর্শনে সহস্রাক্ষ সুর-রাজ উৎকণ্ঠিত হইয়া এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে যদ্যপি এ

তপস্বী বসুর রূপে ইন্দ্র পদের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা হইলে আমার পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব “মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে তৎসমীপে প্রেরণ করিয়া কোন প্রকার কৌশলে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করাই উচিত, তাহা হইলে আমার কোন আশঙ্কাই থাকিবেক না”। এই রূপ সঙ্কল্প করণানন্তর মেনকাকে প্রেরণ করিলেন। মেনকা স্বর্গাধিপতির অনুমতির প্রতি সম্যক প্রকারে মনোযোগী হইয়া উক্ত ঋষিবরের সন্নিধানে উপস্থিতা হইল। এবং হাব ভাব ভঙ্গিতে তাঁহার মনোহরণপূর্ব্বক কাম রিপুর সহায়তায় অভীষ্ট সিদ্ধিরূপ ফল লাভ করিল। তাহাতে সেই গর্ব্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। অতএব এতৎপ্রসঙ্গে কাম রিপুর অতীব অনুপকারিতা প্রদর্শিত হইল।

জগদীশ্বরের নিয়মাতিক্রম করিলে, যে সমস্ত ফল ফলিয়া থাকে, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। যথা, যে ব্যক্তি কাম সম্ভোগে অহরহ আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে

শারীরিক ও মানসিক প্রচুর ক্লেশ ভোগ করিয়া ঐহিক সুখে বঞ্চিত হওত মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হয়। কি আশ্চর্য্য! যে, মনুষ্য জাতি জ্ঞান বিশিষ্ট বলিয়াই অন্যান্য জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে অভিমান মদে উন্মত্ত হইয়া রহিলেন। কিন্তু, কয় ব্যক্তিকে তদনুরূপ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ এক্ষণকার কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই প্রায় অবারিত বারমহিলাগণের ভবনে গমন জন্য আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা যদ্যপি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এতন্নগরের রাজমার্গে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করি, তাহা হইলে, দেখিতে পাই, যে কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রকাশার্থে সুবেশে সুশোভিত হইয়া কেহ কেহ যানে, কেহ কেহ শকট বাহনে, কেহ কেহ পদব্রজে তিন চারি জন একত্রে মিলিত হইয়া মহানন্দে বারবালা ভবনে গমন করিতেছেন। তদন্তে আমরা যদ্যপি অবৈতনিক চিকিৎসাগারে গমন করি, তাহা হইলে, অসংখ্য পীড়িত ব্যক্তিগণের মধ্যে পারদারিক

রোগাক্রান্ত অধিকাংশই বিলোকিত হয়। এই সমস্ত ব্যক্তিগণের উদরান্নের সংস্থান মাত্রও নাই। ডাক্তার অবৈতনিক চিকিৎসাগার আছে তাহাতেই ইহারা রক্ষা পায়। নতুবা এ সামান্য রোগ নহে, যে বিনা ব্যয়ে আরোগ্য লাভ হইবেক। পশ্চাৎ বিষয়াপন্ন মহাপুরুষগণের সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইলে, এবং বিক্রয়ালয়ের বিল দর্শন করিলেই বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়। এই কাম রিপু হইতে কোন রোগেরই অভাব থাকে না। ইহাতে মহাব্যাধি পর্য্যন্ত রোগেও আক্রান্ত হইতে হয়। অতএব এই রিপুকে অধীনে রাখিয়া ইহার প্রতি পরিমিত ব্যবহার করা, এবং ইহার আতিশয্য হইতে সাবধান হওয়াই উচিত॥

যাহার মন ভাল নয়, তাহার কিছুই

ভাল নয়॥

মাকাল ফলের সম স্বভাব যাহার।
বাহিরেতে এক রূপ ভিতরেতে আর॥

লোক মাঝে করে বেশ মিষ্ট আলাপন।
মনে মনে কিন্তু করে বিষ বরিষণ॥
এ প্রকার যেই নর দুই ভাব ধরে।
কভু নাহি সুখী সেই দুঃখে কাল হরে॥
তার সহ প্রেমে কিম্বা বাক্য আলাপনে।
তৃপ্তি বোধ নাহি করে বিজ্ঞবর জনে॥
মুখ দেখে জ্বলে উঠে অনলের প্রায়।
বলে এটা কোথা থেকে আইল হেথায়॥
এই রূপ কেহ তারে ভাল নাহি বাসে।
আপনি সে মারা পড়ে আপনার ফাঁসে॥
কিন্তু যার ভানু সম অকলঙ্ক মন।
সম রূপে সবাকারে প্রদানে কিরণ॥
কি ধনী, কি দীন, কিবা শত্রু র সহিত।
সম রূপ আলাপনে মনে পায় প্রীত॥
শত্রু, মিত্র, ভদ্রাভদ্র, নাহি বিবেচনা।
এক রূপ সবা সহ যেমন যে জনা॥
যদি কেহ শত্রু হয়ে মন্দ আচরায়।
সে তাহারে মিত্র ভাবে তোষে মুকথায়॥
হেন রূপ নিষ্কলঙ্ক মন যেই জনার।
সেই মাত্র স্বর্গ সুখ পায় অনিবার॥

অতএব তাঁরি সব ধরহ বচন।
নির্ম্মল গঙ্গার জল শুদ্ধ কর মন।

মৃত্যু।

মৃত্যুর ঔষধ নাই। ইহা অত্যন্ত ভয়ানক বিশেষতঃ প্রতঃকালীন মণ্ডলের সুচারু শোভা কর বস্তু সকল পরিত্যাগ করণানন্তর আমরা কোন্ সময়ে, যে, তাঁহার কন্কাল কবলে প-তিত হইব, তাঁহার নিশ্চয়তা না থাকাতে, ইহা আর অধিক ভয়ানকের হেতু হইয়াছে। যৎকালীন আমাদিগের মনোমধ্যে এই মৃত্যু বিষয়ক ভাবের উদয় হয়, অর্থাৎ যৎকালীন আমরা বিবেচনা করি, যে, যে সময়ে জনক জননীর প্রিয়তম স্নেহাত্মক ক্রোড় হইতে, দু-রাত্মা কাল আসিয়া আমাদিগকে লইয়া গমন করিবে, যে সময়ে দুর্জ্জয় কৃতান্ত, কঙ্কাল গ্রাস রূপ কার বজ্র উত্তোলন করতঃ আমাদিগের স্বশরীরার্দ্ধ সীমন্তিনী এবং কপটতা রহিত প্রেম পবিত্র মিত্র মণ্ডলীর প্রণয় রজ্জুর দৃঢ় বন্ধন উচ্ছেদনপূর্ব্বক আমাদিগকে লইয়া প্রস্থিত হই-

বেক, যে সময় আমাদের এই ক্ষুদ্র দেহ, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইবে, যে সময় আমাদিগের বিরহে আত্ম পরিজনগণ দুঃখ-শীর্ণ-কলেবর, মলিন বদন ও বাষ্প-বিগলিত-লোচন হইয়া, " হা কোথায় ? ", বলিয়া ধরণীতলে পতিত হইবেন ; সেই সময় অত্যন্ত নিকট। তৎকালীন ভয় ও দুঃখ আসিয়া আমাদিগের বদনোপরি বিরাজমান থাকে। হৃদয় কম্পান্বিত হয়, এবং মনে সুখের লেশ মাত্রও থাকে না।

যে ব্যক্তি মৃত্যু কালে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া, ও ভয়ার্ত্ত না হইয়া, দৃঢ়তর সাহসের প্রমাণ দর্শায়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য। আহা ! এক্ষণে এই সংসারে জীবিত থাকিয়া আমরা যে সকল পদার্থকে পরম প্রিয়তম বোধে, আমারই বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, মৃত্যু আসিলে তাহার কিছুই আমাদের হইতে দিবেক না। যে গৃহকে আমরা পরিপাটীরূপে নির্ম্মাণ করিয়া নানাবিধ চিত্র বিচিত্রাদির দ্বারা সুসজ্জীভূত করিতেছি, যাহার শোভা বর্দ্ধনার্থে আমরা বহুবিধ মনোহর দর্শন দ্রব্যাদিতে উত্তমরূপে সা-

জাইয়া রাখিতেছি, এবং যাহাতে যাবজ্জীবন নির্ব্বিঘ্নে অধিবাস করিতেছি, মৃত্যু আসিলে, সে গৃহ ও আমাদিগকে লইয়া যাইতে দিবেক না। অধিক কি কহিব, মৃত্যু কাহাকেও ক্ষমা করে না। মৃত্যুই সর্ব্ব-দর্প-চূর্ণকারী। ইহার কাছে, রাজা, প্রজা, ধনী, দীন, পুন্যবান, পাপী কেহই নিস্তার পায় না। অতএব মৃত্যু যদিও অত্যন্ত ভয়ানক বটে, তথাচ তাহাতে আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। যেহেতুক ইহা আমাদিগের উপকারের নিমিত্তেই হইয়াছে। কারণ মনুষ্য গণের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ রিপুর অধীন। যদ্যপি অধিক দিন জীবিত থাকা যায় তাহা হইলে, সেই সঙ্গে কেবল পাপেরই বৃদ্ধি হইতে থাকে। এক্ষণে মৃত্যু থাকিতেই, যৎকালীন মনুষ্যেরা ঘৃণিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, এতাধিক ক্লেশ ভোগ করিতেছে, তৎকালীন মৃত্যু না থাকিলে, পৃথিবী, যে, কত পাপে, আচ্ছন্ন হইতেন, তাহা বলা যায় না। অতএব মৃত্যুকে, যে, আমাদের উপকারের নিমিত্ত বলিতে হইবেক সন্দেহ কি?

অনেকে এরূপ বিবেচনা করিতে পারেন, যে মৃত্যুর সময় যদ্যপি নিরূপিত থাকিত, অথবা, আমরা কোন্ দিবস কোন্ সময়ে মৃত্যুর হস্তে পতিত হইব, ইহা যদি জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে, অনেক উপকার লব্ধ হইত। কিন্তু এই বিষয়োপরি সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিতে হইলে, ইহার বিপরীত অভিপ্রায় দৃষ্ট হইবেক। মৃত্যুর সময় জানিতে পারিলে, পৃথিবী, কেবল রোদন ও উদ্বেগেরই স্থল হইত। যথা পিতা মাতা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট কাল বিদিত হইলে, শোকাতুর হইয়া কেবল হা হতোস্মি বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। অবলা অখলা কামিনীরা স্ব২ স্বামীর পরলোক-গমন-কাল জানিতে পারিলে অগ্রেই মৃতবৎ হইয়া ক্ষিতিতলে পতিতা থাকিত। প্রাণ- সম প্রণয়- ভাজন প্রিয়বান্ধবের প্রাণ-বিয়োগের সময় জ্ঞাত হইলে চৈতন্য রহিত ও স্পন্দ-বিহীন হইয়া, বন্ধুরা নয়ন-জল দ্বারা বদন প্লাবিত করিত। সঙ্ক্ষেপতঃ এই প্রকার যদ্যপি আমাদের সাধারণ সকলেই সকল-

কার পঞ্চত্ব-কাল অবগত হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবী, যে কিরূপ দুঃখ শোকের আস্পদ হইত তাহা বলা যায় না। অতএব জীবনের এপ্রকার অস্থায়িত্ব দৃষ্টি করিয়া সকলেরই ধর্ম্মপথে মন সমর্পণ পূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিয়ম কলাপ পালন করা উচিত। কিন্তু, মনুষ্যেরা এবিষয়ে, ভ্রান্ত হইয়া কেবল অসৎ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়। পশ্চাৎ, যৎকালীন অন্তিম-কাল উপস্থিত হয়, এবং অন্ধকার আসিয়া নয়নে বড়জাল বিস্তার করে, সেই সময়ে সে ব্যক্তিরা এই রূপ মনে মনে বিবেচনা করে, যে "হায়! কেনই বা পূর্ব্বে এ প্রকার কুকর্ম্মাদিতে উন্মত্ত ছিলাম, সেই নিমিত্ত এক্ষণে বিধাতা তাহার সমুচিত শাস্তি দিতেছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যদি পুনরায় সেই সকল বিগত সময় প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে, এবার পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে অত্যুত্তম রূপে ব্যবহার করিব,, কিন্তু, ইহা শ্রবণে মৃত্যু কেবল হাস্যই করিতে থাকেন। এই প্রকারে সমুদয় ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আইসে, জ্ঞানাচ্ছন্ন হইতে থাকে,

কর্ণ শ্রবণ-শক্তি রহিত হয়, চক্ষু তমোময় ও অ-নির্ম্মল হইয়া পড়ে, এবং কাল সর্ব্ব শেষে রাহু স্বরূপ হইয়া প্রাণ রূপ চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলে। অতএব হে বন্ধুগণ! তোমরা যে সময়ে যে কোন কার্য্য করণে ইচ্ছুক হও, অগ্রে এই সময়টিকে স্মরণ করিও।

আশ্রিত-ব্যক্তিকে রক্ষা কর।

যেমন পাদপচয় মধ্যাহ্ন সময়।
যদিও প্রখর রৌদ্রে দগ্ধীভূত হয়॥
তথাচ তাদের পত্র হিতে হেন মন।
প্রাণপণে এই তাপ করয়ে সহন॥
সানন্দেতে শাখা বাহু করি প্রসারণ।
আশ্রিত পান্থের শ্রান্তি করে নিবারণ॥
সেই রূপ ভাই সব হিত কথা ধর।
প্রাণ দিয়া, প্রাণপণে, পরহিত কর॥
যে জন আসিয়া তব লইবে আশ্রয়।
তারে রক্ষা কর হবে পুণ্য অতিশয়॥
যদিও সে করে তব অনিষ্ট সাধন।
তবু তার হিতে কভু হবে না কৃপণ॥

জলদ পর্ব্বতে বারি দেয় অকাতরে।
যদিও প্রবেশ নাহি করয়ে প্রস্তরে॥

পরিশ্রম।

পরিশ্রমই আমাদিগের আনন্দ লাভের প্রধান উপায় স্বরূপ। এই পরিশ্রমের দ্বারা আমরা সীমা শূন্য উপকার ও ফল লাভ করিতে পারি। ইহা দ্বারা, বিবিধ প্রকার বিদ্যা ও বস্তু সমূহের প্রকৃত গুণ বিশেষরূপে জানিতে পারগ হই। ইহা ব্যতীত জগদীশ্বরের অসীমকৌশল,আশ্চর্য্য জ্ঞান, এবং অনির্ব্বচনীয় শক্তির কিছুই নিরূপণ করা যাইতে পারে না। ইহার দ্বারা আমরা পৃথিবীকে সুলজ্জীভূতা এবং ইহার উৎপাদিকা শক্তিকে আমাদিগের কার্য্যে আনয়ন অর্থাৎ ভূম্যাদিকর্ষণ করত স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ হেতু সম্যক্ উপায়াধারণ করিতে পারি এবং এই পরিশ্রমের দ্বারাই আমরা মনোমধ্যস্থিত সং প্রবৃত্তি সমূহকে উত্তেজিত করণে সক্ষম হই।

এইপরিশ্রমের দ্বারা পৃথিবীতে দিনদিন কত কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কৌশল সমূহ প্রকাশ

পাইতেছে। তৎপ্রমাণে, ইংরাজ জাতিরা পূর্ব্বে অতিশয় অসভ্য ছিলেন। তাঁহারা বৃক্ষের বল্কলাদি পরিধানানন্তর বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেন। এবং উত্তমোত্তম উপাদেয় আহারাভাবে বৃক্ষের ফল মূলাদি ভক্ষণ দ্বারা ক্ষুধাকে নিবারণ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইতেন। কিন্তু, এক্ষণে, সেই ইংরাজ মহোদয়েরা পরিশ্রমের দ্বারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সীমা-শূন্য সাগরকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র সরোবর জ্ঞানে এবং বহুবিঘ্ন সঙ্কটকে স্বর্ণালঙ্কার বোধে, সহ্য হয়ে এই ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া একেবারেই ইহার অধিরাজ হইয়া বসিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশই আপনাদিগের অধীনে আনয়ন করিয়াছেন বলিলেও হয়। এক্ষণে তাঁহারা কেবল এই পরিশ্রমের দ্বারাই সভ্যতার প্রধান সোপানে আরূঢ় হইয়াছেন। এবং এতদ্ধেতু তাঁহাদিগের ভাষাও, সর্ব্বজাতীয় ভাষাপেক্ষা উন্নতাবস্থা প্রাপ্তা হইয়াছে, তাঁহারা এই পরিশ্রমকে অবলম্বন করিয়াই স্বদেশের সৌভাগ্য বর্দ্ধন, ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। এবং তাঁ

দ্বারা যে সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কৌশল সমূহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদিগের যে, এক বিচিত্র অলৌকিক শক্তি আছে, তাহাই প্রতীতি হয়। ইংরাজ জাতির এই সমস্ত কার্য্য দর্শনে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি, যে, মনুষ্যের সাধ্যের অতীত কার্য্য প্রায়ই নাই। তাঁহারা পরিশ্রমের দ্বারা সকল বিষয়েই সাফল্য লাভ করিতে পারেন। এই পরিশ্রমের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকেও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। তদ্দৃষ্টান্তে, পীপিলিকাগণ যদিও অতিশয় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ কীট বটে, তথাচ তাহারা পরিশ্রমে, সমস্ত গ্রীষ্মকালটী নিযুক্ত থাকিয়া, শীতকালের জন্য খাদ্য দ্রব্যাদি সঞ্চয় করত অনায়াসেই সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহাতে, পরিশ্রমের ক্ষমতার কি এক চমৎকার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে!

পরিশ্রম দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। প্রথমতঃ শারীরিক পরিশ্রম আমাদিগের সদা সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়। এবং ইহার দ্বারা আমাদিগের শরীরে রোগ অথবা ব্যাধি, কিছুই

থাকে না। তৎপ্রমাণে, যদ্যপি আমরা কখন কোন রোগে রুগ্ন হই, অথবা আমাদিগের শরীরে কোনব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ডাক্তার মহোদয়েরা অগ্রেই কহেন যে তোমরা প্রত্যহ প্রত্যুষে বায়ু সেবনার্থ রাজপথে পরিভ্রমণ করিও। তাহা হইলে অতি শীঘ্রই তোমাদিগের পীড়ার উপশম হইবেক। এক্ষণে এই বিবেচনা করা উচিত, যে এই পরিভ্রমণকে কি পরিশ্রম বলা যাইবেক না? ইহার দ্বারা কি আমাদিগের শরীরে পরিশ্রম বোধ করিতে হয় না? অবশ্যই। অতএব শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা যে বহুবিধ উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা যাইতে পারে, বলিতে হইবেক সন্দেহ কি?

মহা মহা অলস ধনী মহোদয়গণেরা উত্তমোত্তম উপাদেয় দ্রব্যাদি আহার করিয়া ও উত্তম শয্যায় শয়ন করিয়া, যাদৃশ সুখানুভব না করেন, দীন ব্যক্তিরা সমস্ত দিবস পরিশ্রমপূর্ব্বক শাকান্ন আহার ও অধম শয্যায় শয়ন করিয়া তদপেক্ষা সহস্র গুণে সুখ লাভ করে। এই শারীরিক পরিশ্রমই আমাদিগের সমাজকে

উন্নতাবস্থায় আনন্দের এক উৎকৃষ্ট আশ্রয় স্বরূপ। ইহার যে, কত ফল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সঙ্ক্ষেপতঃ সচরাচর যে সমস্ত বস্তু, আমাদিগের নয়নগোচর হয়, তাহাতে শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যই প্রায় অধিক প্রতীক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মানসিক শক্তির দ্বারাই মনুষ্যেরা ধনা ধন্য শব্দে সম্বোধিত হইয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদিগের সর্ব্ব জ্ঞানের আকর স্বরূপ। ইহার দ্বারা অত্যন্ত অসভ্য ব্যক্তিও এক জন প্রধান সভ্য ও প্রধান পুরুষ মধ্যে পরিগণনীয় হইতে পারে। যাহার মনের অধিকার নাই, সে ব্যক্তি সর্ব্বজীবাপেক্ষা অস্বাস্থাবস্থায় অসন্তোষে সময় সম্বরণ করে।

একতা।

একতার ক্ষমতার সীমা নাই ভাই।
সকলে একতামতে থাকহ সদাই॥
দেখ কিবা সাগরের শৈল বালুকার।
দেখাইছে অপরূপ সাক্ষ্য একতার॥

বিবেচনা করি সবে দেখ একবার।
যে বালুকা, উড়ে যায় পেয়ে ফুৎকার॥
সেই সব একতায় মহা বল ধরি।
সাগরের মাঝে থাকে হইয়া শিখরী॥
প্রবল তরঙ্গ, সব রঙ্গ করি কত।
ভেঙ্গে গিয়ে ধাক্কা মেরে, হেরে আসে যত॥
যদিও সাগর কভু উঠে উথলিয়া।
লঙ্ঘিবারে নারে, তারে, কোন পথ দিয়া॥
এই রূপ ক্ষুদ্র বালুকার একতায়।
পৃথিবী রক্ষিতা হন সাগরের দায়॥
এই একতায় করে মিত্রতা আহ্বান।
দেশের অহিত নষ্ট হিত আগুয়ান॥
এই একতায় রাম দশরথ সুত।
দেখ কি করেয়াছিল কার্য্য অদভুত॥
বনের বানর সাথে মনের মিলনে।
সাগর বাঁধিল আর বধিল রাবণে॥
অতএব ভাই সব কি বলিব আর।
একতার মতে থাক সুখ পাবে সার॥

মিত্রতা।

হিতকর কেহ নাই মিত্রের মতন।
তুল্য তার কোথা পাব অমূল্য রতন॥
সুখে সুখী দুঃখে দুখী কেআছে এমন।
জীবনে জীবন আর মরনে মরন॥

(সং প্রঃ)

এই মিত্রতাকে প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যেরা দুঃখের মস্তকে পদার্পণ করত সুখের মুখাবলোকনে সক্ষম হয়েন। আলাপী ব্যক্তি অনেক পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু সে পরিমাণে বন্ধুলাভ করা কঠিন। এপ্রযুক্ত যদাপি কোন ব্যক্তি অন্য কাহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপনে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে আদৌ উক্ত ব্যক্তির রীতি নীতি চরিত্র এবং প্রকৃতি বিষয়ের পরিচয় লওয়া উচিত। কিন্তু, বিশ্বাসী বন্ধু বিবেচনায় একেবারেই তাহার হস্তে সমুদয় জীবন সমর্পণ করা বিধেয় নহে। যেহেতুক এরূপ বহু সংখ্যক ব্যক্তি প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় যাহারা কেবল স্বার্থলাভের নিমিত্তই মিত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে কিন্তু ক্লেশের দিন উপস্থিত হইলে ফিরিয়াও চাহে না।

এই বিষয়ে ইংলণ্ড দেশীয় কোন গ্রন্থকার কহিয়া গিয়াছেন, যে, "তোমরা অরি হইতে অন্তর হও এবং সুহৃৎ সমুহের সাবধান লও।" বিশ্বাসী বন্ধুই বলবান আশ্রয়। যিনি ইহা লাভ করিতে পারিয়াছেন তিনি এক অমূল্য রত্ন তাহার পাইয়াছেন। বিশ্বাসী বন্ধুর সহিত অন্য কাহার বা কিছুরই তুল্য হয় না যে হেতুক ইহাদিগের উত্তমতার মূল্য নাই। বিশ্বাসী বন্ধুর জীবনের ঔষধ স্বরূপ। অর্থাৎ আমরা সংসারীয় দুঃখ, চিন্তা, ক্লেশ প্রভৃতি বিষমতর মানসিক রোগে রুগ্ন হই, তৎকালীন ঐ উপযুক্ত মহৌষধ ভক্তি পূর্ব্বক সেবন না করিলে, কোন মতেই আরোগ্যের আশাবলোকনে প্রাপ্ত হইতে পারি না। যে ব্যক্তি, তাহার মিত্রের প্রতি অসদ্ভাব প্রকাশ করে সেব্যক্তি, মিত্রতা রূপ রত্নোপভোগে একেবারেই বঞ্চিত হয়। এবং তাহার চিত্ত নিয়তই চঞ্চল থাকে। অহঙ্কার, ভর্ৎসনা, গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করা, এবং বিশ্বাস-ঘাতিতা প্রভৃতি কর্ম্ম করিলে, প্রত্যেক অনুষঙ্গেরাই

প্রণয় রসে ভঙ্গ দিয়া, উক্ত সঙ্গ বিবর্জ্জিয়া, অন্তর হইতে অন্তর হয়েন।

এজন্য জ্ঞানি ব্যক্তিরা কহিয়া গিয়াছেন যে বন্ধুর প্রতি প্রেম কর, এবং তাঁহার নিকটে বিশ্বাসী হও। কিন্তু, তাঁহার গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিলে, আর তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেনা। যে হেতুক, মনুষ্যেরা, যে প্রকার শত্রুকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও তদ্দ্বারা তোমার প্রণয়ভাজনের প্রণয় রত্নকে বিনাশ করিবে। যে প্রকার হস্তস্থিত পক্ষিকে একবার স্বাধীনতা সমর্পণ করিলে, পুনরায় তাহাকে ধৃত করা দুষ্কর হইয়া উঠে সেইরূপ হস্ত-স্থিত বান্ধবের সহিত একবার মনের অসদ্ভাব উপস্থিত অথবা তাহার সহিত প্রণয়ান্তর হইলে, পুনরায় তাহার সহিত কখনই মনের মিল হয় না। যে হেতুক হরিণী একবার ব্যাধের হস্ত-স্থিত জাল হইতে পলায়ন করিলে, আর তাহাকে ধরে কাহার সাধ্য? তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেও সে দর্শন পথে

পতিত হয় না। স্থিরতা এবং বিশ্বাসই বন্ধুতার মূল। এই দুইটী থাকিলে বন্ধুতা অতি সুখের কারণ হয়। মিত্রতার পথে প্রথম প্রবেশ করণ কালীন এপ্রকার অনেক ব্যক্তির সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়, যাহারা সম্মুখে প্রকাশে মিষ্ট বাক্য উক্তি করে বটে, কিন্তু পশ্চাতে গোপনে বিষম শত্রুতার কার্য্য করিয়া থাকে। পরিশেষে নিরানন্দের কারণ ও দুর্নাম হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের এই উচিত, যে তাঁহারা এপ্রকার ব্যক্তিদিগকে স্বীয় সম্প্রদায় হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। যে হেতুক ইহাদিগের মনের স্থিরতা নাই। সময়ের ন্যায় অনবরতই ইহাদিগের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যথার্থ বন্ধুকে প্রাপ্ত হইলে, মনে দ্বিগুণ আহ্লাদের উদয় হইতে থাকে, অন্তর, অপার আনন্দ সাগরে ভাসমান হয় এবং দুঃখ দুঃখ পাইয়া মনোরাজ্য হইতে প্রস্থান করে। যে ব্যক্তি, সৌভাগ্যের সময় সুহৃদের সহিত সুখের অংশ না করি-

য়া দৌর্ভাগ্য কালীন দুঃখের অংশের অংশী করিতে চাহে, সেব্যক্তি, বন্ধুতা রূপ অমৃতময় ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারেনা। মিত্রতারূপ রত্ন অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। একারণ ইংলণ্ড দেশীয় কোন কবি কহিয়া গিয়াছেন, মিত্রতা, যথার্থ এক বস্তু কিনা, অথবা কেবল কথা মাত্র, ইহাই আমাদিগের মনে সন্দেহ হয়। যে প্রকার ভূতের গল্প বিষয়ে, অনেকেই অনেক রূপ কথোপকথন করিয়া থাকেন, কিন্তু, ভূত যে কিরূপ, ইহার আকারই বা কেমন, তাহা অদ্যাবধি ও কোন ব্যক্তির নয়ন-গোচর হয় নাই; সেইরূপ বন্ধু বন্ধু বলিয়া সকলেই সুখ-কল্পনা [illegible] করিয়া থাকেন বটে, ফলে, [illegible] সর্ব্বা, প্রায় কেহই জানিতে পারেন [illegible] এই মিত্রতা রত্ন লাভ করা কঠিন, [illegible] মহাত্মারা একক থাকিতে [illegible], যদিও তাহারা, ইহার সার মাত্র গ্রহণ করিতে পারেনা, তত্রাপি, ইহার ছায়ার [illegible] করিয়া পরিশেষ প্রতারিত হয়। [illegible] চরিত্র

সূর্য্যের আলোক স্বরূপ। অর্থাৎ, যদ্রূপ সূর্য্যের আলোকে ভূলোকের সমস্ত স্থানেরই অন্ধকার নাশ পায়, তদ্রূপ তাঁহার চরিত্র রূপ আলোকের দ্বারা অন্যান্য কুলোকের অন্তরের সন্দেহ রূপ তিমির রাশিকে বিনাশ করে।

স্বার্থী, মন্দাচারি, অথবা অজ্ঞানি ব্যক্তিরা কথনই বন্ধু হইতে পারে না। যেহেতুক, তাহারা আমাদিগের মনকে অসৎপ্রবৃত্তিতে লওয়ায়। ইহারা কেবল স্বাভীষ্টপূরণ জন্যই আত্মীয়তার আতিশয্য প্রকাশ করে, ইহারা কেবল সৌভাগ্যের সুহৃদ, দুরবস্থাতে ডাকিয়াও সুধায় না, এবং ইহাদিগের বন্ধুত্ব কেবল, ভাগ্যের উপরেই নির্ভর করে।

একরূপ ব্যক্তিরা মিত্র রূপ ছদ্মবেশধারী অরি বিশেষ। এই মিত্র মহোদয়েরা মক্ষিকা স্বরূপ। অর্থাৎ যে প্রকার গাত্রে মধুলেপন করিলে মক্ষিকার অভাব থাকেনা, সেই রূপ যত দিবস ঐশ্বর্য্যের সুপ্রতুল থাকে ততদিবসই তাঁহারা বন্ধু। কিন্তু, ঐশ্বর্য্যের অভাব হইলেই বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া বন্ধুতার উচ্ছেদ করে। যেব্যক্তিরা

সুহৃদ গুণমাত্রকে প্রকাশ করিয়া দোষকে গোপন রাখে, যেব্যক্তিরা দুষ্কর্ম্মে প্ররোচন ও সাহায্য করিয়া মিত্রশব্দে উক্ত হয়, যাহারা স্ব স্ব লাভের নিমিত্তই সৌহার্দ্দ প্রকাশ করে এবং যে ব্যক্তিরা বিপদের সময় বন্ধুকে ফেলিয়া প্রস্থিত হয়, তাহাদিগকে মিত্র বলিয়া গণ্য করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহারা দুর্ভিক্ষে, দেশোপদ্রবে, উৎসবে, জীবনে, কাননে, আগুণে, ব্যসনে, শ্মশানে, রাজসদনে, এবং গিরি গুহাদি সঙ্কট-স্থানে সহায়তা করেন, ও বিপত্তারণে, সম্পাদ সম্পাদনে সর্ব্বদাই সচেষ্টিত থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ সুহৃদ।

অনেকে কেবল নামে সুহৃদ হইয়া কার্য্যে শত্রুর মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদিগের সহিত মিত্রতা পথে, সাবধানে চলিতে হয়। বন্ধুর পরীক্ষাই বিপদ কাল। যথা “সবন্ধুর্য্যো বিপন্না নামাপদুদ্ধরণ ক্ষম,, অর্থাৎ যে-ব্যক্তি বিপদে থাকে সেই ব্যক্তিই বন্ধু। দোষ-শোধক, গুণ-গ্রাহক ব্যক্তিই মিত্র হইতে পারে। অপার নানা শাস্ত্র পারদর্শী সুবিজ্ঞ গুণজ্ঞ বিল-

ক্ষণ বিচক্ষণ, পণ্ডিত মহোদয়েরা কহিয়া গিয়াছেন যে, সতে সতে যে সৌহার্দ্দ, সে কেবল উভয়েরই সন্তোষার্থ এবং তাহা যাবজ্জীবন স্থায়ী; যে হেতুক, উভয়েই, উভয়ের গুণ গ্রাহক, উভয়েই উভয়ের দোষ-সংশোধক, এবং উভয়েই ধর্ম্মের উদাসী। কিন্তু শঠের যে কপট মিত্রতা কি শত্রুতা সে কেবল স্বার্থসিদ্ধি সাধনের হেতু এবং কালে বিকার ও বিনাশ পায়। যে হেতুক তাহাদিগের উভয়েরই কুটিল প্রকৃতি এবং রীতি নীতি প্রভৃতি সমুদয়ই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এবং উভয়েই উভয়কে আপনার প্রাণে কৃতাবলম্বন করে। সুতরাং তাহাতে কমল তন্তুরূপ কোমল প্রেম তন্তু, কতক্ষণ অচ্ছিন্ন থাকে! এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইল, সে. সতের সংসর্গ-শঠের শঠ ব্যতীত ঐক্য হয় না।

মিত্রতা পরম নিধি, সুখময় ধন।
সহজে না হয় লব্ধ, বিহনে যতন॥
সকলে সবারে বটে, মিত্র বলি কয়।
ফলে সে কথায় মিত্র অন্তরের নয়॥

সুখে তোষে এক রূপ কাযে বিপর্য্যয়।
এরূপ বান্ধব যেই বান্ধব সে নয়॥
যেজন সুখের সুখী দুঃখে নাহি রয়।
বান্ধব সে নয় কভু বান্ধব সে নয়॥
স্বার্থ লাভ হেতু যার কেবল প্রণয়।
বান্ধব সে নয় কভু বান্ধব সে নয়॥
সুহৃদের হিতে যেই না রাখে আশয়।
বান্ধব সে নয় কভু বান্ধব সে নয়॥
গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে যেই দুরাশয়।
বান্ধব সে নয় কভু বান্ধব সে নয়॥
মন [illegible] দুইরূপ এক রূপ নয়।
বান্ধব সে নয় কভু বান্ধব সে নয়॥
এসব জানিয়া তাই হোয়ে সাবধান।
মিত্রতা করিতে সবে হও যত্নবান॥
না জেনে প্রকৃতি তার রীতি আর মন।
কোনমতে সঁপিওনা আপন জীবন॥
সঁপিলে তাহার ফল হাতে হাতে পাবে।
ভাসায়ে দুঃখের সিন্ধু ডোবাবে ডোবাবে
না পাইবে কুল আর না থাকিবে বল।
যতই পাইবে চেষ্টা হইবে বিফল॥

মনুষ্য ও পশু।

এই পৃথিবী মধ্যে কেবল মনুষ্যেরাই জ্ঞানী ও ধীশক্তিসম্পন্ন। কিন্তু কি চমৎকার! এ-বিষয়ে কত কত ব্যক্তি কত কত রূপ কথা উপস্থিত করেন। যথা, কেহ কহেন যে, জ্ঞান এবং বুদ্ধি কেবল মনুষ্যদিগেরই ভূষণ। অপরে কহিয়া গিয়াছেন, এতদুভয় স্বর্গীয় তুষার বিন্দুর ন্যায় পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবোপরিই পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন অংশে অধিক, কোন অংশে অল্প। কিন্তু, পশ্বাদির মানসিক কার্য্য বিষয়ে বিচার করা অথবা অবগত হওয়া আমাদিগের পক্ষে অতিশয় অসম্ভব। যে হেতুক, তাহারা বাক্‌শক্তি বিরহিত। সুতরাং মনোভাব প্রকাশ করিতে পারগ নহে। তবে, তাহাদিগের বিষয়ে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া, কেবল, তাহাদিগের কার্য্য দর্শনে এবং আমাদিগের সহিত তাহাদিগের যে রূপ সম্বন্ধ আছে ইহা দেখিয়াই মাত্র। যৎকালীন দৃষ্ট হইতেছে যে, মনুষ্যেরা প্রায় সমস্ত জীবকেই আপনাদিগের অধীনে আন-

করিয়া, এই সমস্ত বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। পশুদের মত অস্ত্র ও দেন নাই, বস্ত্র ও দেন নাই। কিন্তু এসমস্ত দ্রব্যাপেক্ষা সর্ব্ব প্রকারে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ এক অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন। এই রত্নটীর নাম জ্ঞান। ইহাই মনুষ্যদিগের শক্তি, ইহাই তাঁহাদিগের বস্ত্র এবং ইহাই তাঁহাদিগের জীবন রক্ষার অস্ত্র। ইহা দ্বারাই তাঁহারা আপনাদিগের সমুদয় অভাবকে পূরণ করেন। যথা এই সমস্ত মেষ ভল্লুক হইতে লোম ও পশম প্রভৃতি লইয়া বস্ত্র নির্ম্মাণ করত তাঁহারা, আপনাদিগের ব্যবহারে আনয়ন করেন। এবং এই নিমিত্তেই মনুষ্য, পৃথিবীস্থ আর আর সকল জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছেন। মনুষ্যের বুদ্ধির সীমা নির্ণয় করা দুর্ল্লভ। তিনি প্রয়োজনীয় পশুদিগকে নিকটে রাখিয়াছেন, এবং হিংস্র ও ভয়ঙ্কর ভীমাকার পশুদিগকে স্বীয় সমাজ হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া গভীর নির্জ্জন অরণ্যানীতে প্রেরণ করিয়াছেন। মনুষ্যের পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রখরতা সন্দর্শনে পৃথিবী সতী

প্রশংসা করেন। মনুষ্যেরা বুদ্ধির দ্বারা দিন দিন যে সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কৌশল সকল প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র, সকলেই প্রায় প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতএব পশু অপেক্ষা মনুষ্য যে সর্ব্ব প্রকারেই শ্রেষ্ঠ তাহার সন্দেহ নাই।

বিশ্বাসঘাতিতা কর্ম্মে রত হইওনা।

বন্ধুতা রাখিতে যদি, থাকয়ে বাসনা।
বিশ্বাসঘাতিতা কর্ম্মে, প্রবৃত্ত হওনা॥
যে তোমারে বন্ধু বলি, করয়ে বিশ্বাস।
ঘটাওনা, কোন মতে তার অবিশ্বাস॥
মন খুলে, যে তোমারে, গুপ্ত কথা কয়।
তার গুহ্য ব্যক্ত করা, যুক্তি যুক্ত নয়॥
করিলে এমন কর্ম্ম, নাপাইবে তায়।
প্রেমের উচ্ছেদ হবে, বিচ্ছেদ আশায়॥
যেমন ব্যাধের হস্ত হৈতে একবার।
পলাইলে মৃগ, তারে ধরে শক্তি কার॥
পশ্চাৎ পশ্চাৎ তার গেলেও তখন।
নাহি হয়, কোন মতে, অভীষ্ট পূরণ॥

সেইরূপ বন্ধু প্রতি যদি কোন জন।
বিশ্বাসঘাতিতা কার্য্য করয়ে কখন॥
তাহা হইলে, সেই মিত্র, প্রেম ফাঁদ হতে।
প্রয়াণ করিতে যদি পারে কোনমতে॥
আর তারে, ধরে কেবা কার হেন বল।
যতই পশ্চাৎ যাবে ততই বিফল॥
তাই বলি হেন কর্ম্ম যদি কর ভাই।
প্রাণের প্রেমের মিত্র আর পাবে নাই॥
যেমন বিহঙ্গ এক ধরিয়া যতনে।
স্বাধীনতা তারে যদি দেও সেই ক্ষণে॥
কোথা পাখি উড়ে যাবে, কে ধরিবে তায়।
লাভেতে নিরাশ হবে আপন আশায়॥

ক্রোধ।

এই রিপু স্বভাবতঃ জীব মাত্রেরই আছে, সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে ইহা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা যে সমস্ত অনিষ্ট জন্মে, সেই সমস্ত কারণ জন্য বিশ্বনিয়ন্তার

অপ্রামাণ্য গুণ কল্পনা করা কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু, তিনি পূর্ণ করুণাময়। অতএব এ রিপুর সৃষ্টি করিবার অবশ্যই তাঁহার কোন উৎকৃষ্ট অভিপ্রায় থাকিবেক। তদ্বিষয়ে যথা যুক্তিযুক্ত উক্তি করিতে হইলে, প্রথমতঃ বিপরীত ক্রোধের ফল, দ্বিতীয়তঃ ক্রোধ নিষ্প্রয়োজনীয় কি না? ইহা ব্যক্ত করিলে সহজেই অবগত হওয়া যাইতে পারিবেক।

প্রথমতঃ বিপরীত ক্রোধকে এক প্রকার উন্মত্ততা বলিতে হইবেক। যেহেতুক, ইহা সকল রিপু অপেক্ষা অত্যন্ত অপকারোৎপাদক। ইহা যে কালে, যে মনুষ্যের শরীরে আশ্রয়াবলম্বন করে, সে কালে, সে মনুষ্যের সদসৎ বিবেচনা শশাঙ্ক কলঙ্ক অঙ্কে অঙ্কিত হয়। বুদ্ধি দীপ নির্ব্বাণ হয়, শাস্ত্রজ্ঞানে সমাদর থাকে না, লোকালাপ কার্য্যকারক বোধ হয় না, হিতাহিত জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়, দূরদর্শিতা কিছুই থাকেনা, এবং পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুতর ব্যক্তির হিতকর উপদেশ সমূহ ক্ষণ কালের নিমিত্তেও কর্ণ কুহরে অবস্থান ক-

রিতে সমর্থ হয় না। এই সমস্ত লক্ষণ ক্রোধি ব্যক্তির বদন বিলোকন করিলেই প্রতীয়মান হইতে থাকে। যে সময়ে, এই মানসিক প্রবল বৃত্তি ক্রোধ মনকে দগ্ধ করে, সে সময়ে, মনুষ্যের অত্যন্ত ভয়াবহ দৃশ্য উপলব্ধি হয়। মুখখানি আগ্নেয় রক্ত বর্ণে চিত্রিত হয়, শরীরের কিছুমাত্রই শোভা থাকে না, অক্ষি হইতে অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আভা এবং বদনহইতে বিরুদ্ধ কথার বেগবান প্রবাহ নির্গত হইতে থাকে। মনুষ্যদিগের সেই কালের ভয়াবহ প্রতিরূপ প্রতীক্ষণ করিলে, সকল ব্যক্তিরই মনে, অসন্তোষ জন্মে। এই অবস্থায় স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি দর্পণে প্রতিবিম্ব করিলে, আপনা আপনিই আতঙ্ক পাইতে হয়।

আমরা যে সমস্ত কার্য্যাদিতে নিয়ত নিবিষ্ট হইয়া নিযুক্ত থাকিলে অপর্য্যাপ্ত আনন্দানুভব ও সুখ লাভ করি, ক্রোধ উপস্থিত হইলে সে সমস্ত সুখ ও আনন্দ কিছুই থাকে না। মনুষ্যদিগের এমত ক্ষমতা নাই, যে, তাঁহারা মন রূপ ঝড়ময় সাগরের ক্রোধময় প্রবাহকে

সহজে নিবৃত্তি করিতে পারেন। কোপন প্রকৃতি ব্যক্তির সহিত মিত্রতা পথে পরিভ্রমণ করিতে হইলে সাতিশয় সঙ্কট সংঘটিত হইয়া থাকে। কারণ ক্রোধ কি মিত্র কি শত্রু কাহাকেও ক্ষমা করে না। ইহা সামাজিক সম্বন্ধকে একেবারেই বিনাশ করে। ক্রোধি ব্যক্তি দিগের আত্মীয় এবং জ্ঞাতি গণেরা তাঁহাদিগের অধিকারে অসুখী হয়। ক্রোধপরায়ণ নিদারুণ ব্যক্তিরা সর্ব্বগুণ সত্ত্বেও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। ক্রোধাক্রান্ত ব্যক্তি দিগের মধ্যে গুরু ভেদ জ্ঞান কিছুই থাকে না। ক্রোধি ব্যক্তিরা বিপুল বিভবাধিকারী হইলেও অকিঞ্চন দুঃখি থাকে। ক্রোধান্ধ হইলে মনুষ্যদিগের হিতাহিত জ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা, মান, অপমান, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা কিছুই বোধ থাকেনা। ক্রোধি ব্যক্তির মন, উন্মাদের ন্যায় সদা সর্ব্বক্ষণই অস্থির থাকে। ক্রোধ দ্বারাই মনুষ্যেরা জন সমাজে অপযশের অংশ গ্রহণ করেন। ক্রোধ দ্বারাই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্থানে সঙ্কট উপস্থিত হয়। ক্রোধ দ্বারাই প্রাণিগণের প্রতিপক্ষ রূপ পক্ষি

কুল প্রতিহিংসা রূপ পক্ষ প্রসারণ করত, তাহাদিগের প্রাণরূপ প্রদীপের প্রভাকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন রাখে। অতএব সদাসর্ব্বক্ষণ ক্রোধাক্রান্ত থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যে হেতু ইহার দ্বারা আকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং সৌষ্ঠবের লাঘব জন্মে। এই পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যিনি রোষ পরবশ হইয়া পাপ কর্ম্ম না করেন; অতএব এরূপ স্বাভাবিক বৃত্তিকে উৎসাহার্পণ করা অযৌক্তিক। ক্রোধি-প্রকৃতি ব্যক্তিরা কোন অনুপযুক্ত কার্য্যাবলোকন করিলে, তাহাতে কোপ প্রকাশ না করিয়া শান্ত থাকিতে পারে না। ক্রোধোদয় হইলে মনোমধ্যে চৈতন্যের এবং সাহসের লেশমাত্রও থাকে না। ক্রোধান্ধ ব্যক্তিরা বোধরহিত হইয়া অপ্রিয় বাক্যের অনুসূচনা করত প্রিয়জনের অপ্রিয় পাত্র হয়। ক্রোধ-পরবশ ব্যক্তিরা আপনাদিগের অপরাধকে অপরাধ বলিয়াই গণ্য করে না। সুতরাং ইহাতে তাহারা অপরের নিকটে আরো অধিক অপরাধের অংশী হইয়া থাকে।

যিনি প্রতি নিয়তই ক্রোধপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, তিনি সুশৃঙ্খল এবং অনপেক্ষিত রূপে বিচার করিতে পারেন না। সাধারণ ব্যক্তির মনে প্রবল ক্রোধ বৃত্তি উপস্থিত হইলে, অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সে আপনার অপকারের অক্ষমতা প্রযুক্ত স্বীয় মনোনীত পুত্র, প্রেমাস্পদ কলত্র এবং সদৃশ চরিত্র মিত্র মণ্ডলীর সহিত বিরোধোপস্থিত করে, এবং স্বগৃহে প্রবেশ করণানন্তর বস্ত্রাদির দ্রব্যাদি সমূহ ভগ্ন করিয়া আপনাকে প্রধান-পুরুষ মধ্যে গণ্য করত কহে যে "যাহার শরীরে ক্রোধ নাই, সে কি পুরুষ? তাহাকে কাপুরুষ মধ্যে গণ্য করা," পরে গতকালীন চৈতন্য প্রাপ্ত হয়, তৎকালীন সকলেরই আশ্চর্য্য হইয়া বসে, ও মনঃপীড়া প্রাপ্তে দুঃখ করিতে থাকে; অপিচ ক্রোধি-প্রকৃতি পুরুষেরা ক্রোধানলে দগ্ধীভূত হইয়া, যে কেবল আপনারাই দুঃখ প্রাপ্ত হয় এমত নহে, তদ্দ্বারা অপরাপর সকলেই যন্ত্রণা জালে জড়িত হইয়া, ক্লেশানুভব করিতে থাকে। অধিকন্তু ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা ক্রোধা

সক্ত হইলে, অপরের অধিক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহারা স্বল্পাপরাধে, অপমান বোধে, নিতান্ত ক্ষুব্ধান্ত সদৃশ হইয়া, এতাধিক ক্রোধাক্রান্ত হইয়া উঠে, যে, তাহাদিগকে শান্ত করা কঠিন হইয়া পড়ে। তন্নিদর্শনে দুর্বৃত্ত দুরাশয় নিষ্ঠুর রাজগণ কর্তৃক কত দেশ না ছারখার হইয়া গিয়াছিল? এবং তাহারা অকারণে কত মনুষ্যের জীবনরত্ন হরণ করণ না যত্ন করিয়া ছিল? বিশেষতঃ ধনাধিপতি ও ভূম্যধিপতি মহোদয়গণে তুচ্ছাপরাধে, পরস্পরের অথবা প্রজাপুঞ্জের বিবাদ বিসম্বাদে কি পর্য্যন্ত না অনিষ্ট করেন। তাঁহারা কাহারই অনুরোধের অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহারা স্ব স্ব মতানুযায়িক কার্য্যে সংলগ্ন থাকিয়া প্রাণিগণের প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কি পরিতাপ! ইহাঁরা একবার ভ্রমেও ভাবেন না যে, যে পরিমাণে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তদনুরূপ সৎকার্য্যে সংশ্লিষ্ট থাকিলে, সর্ব্বস্থানে সম্মানের সহিত সমাদৃত হইবেন?

ইহাতে কি তাঁহারা কখন সুখ স্বচ্ছন্দে সমস্ত সংক্ষেপণ করিতে পারেন? কখনই না। ঈদৃশ মহোদয়দিগের মন, কেবল দুষ্ট চিন্তাতেই বিগত হয়। সুতরাং তাঁহারা পরিশেষে দুঃখের ভাগী হয়েন।

দ্বিতীয়তঃ ক্রোধ নিষ্প্রয়োজনীয় কি না, এতদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইলে স্পষ্টই বোধ হয় যে সম্যক প্রকারে ক্রোধশূন্য থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যে হেতুক, ইহা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মানস বিরুদ্ধ, কারণ ক্রোধের পরিমিতাচার করিতে পারিলে অনেক ইষ্ট সাধন হইতে পারে। একান্ত অক্রোধি হইয়া থাকিলে, আমাদিগকে বহুবিধ সৎকার্য্যোপক্রমে বিরত থাকিতে হয়। কিন্তু অদ্যাবধিও এরূপ ব্যক্তি আমাদিগের নয়ন পথের পথিক হয়েন নাই, যিনি, এককালীন ক্রোধ রিপুকে দমন করিয়া স্বীয় আয়ত্তে রাখিয়াছেন। যদ্যপি অকারণে কোন অনাথা উপায়হীনা অঙ্গনার প্রতি কোন দুর্ব্বৃত্ত দুরাশয় নির্দয় হৃদয় ব্যক্তি অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত হয়,

তাহা হইলে, কোন্ সদয়হৃদয় ব্যক্তি না তদপরাধে ক্রোধে জ্বলিতাঙ্গ হইয়া, উক্ত দুরাচারীর প্রতি দণ্ড বিধানে অগ্রসর হইবেন? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা ঐ অবলা অগলা বালাকে উক্ত আপদ হইতে উদ্ধার করণে উদ্যোগী না হইবেন? এই সৎকর্ম্ম ক্রোধ ব্যতীত অন্য কোন উপায় দ্বারা সম্পাদন করা যাইতে পারে না। এই ক্রোধ বৃত্তি ব্যতীত বৈরনির্য্যাতন ও আততায়ি নিবারণ হয় না। ক্রোধই অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের মহৎ উপায় স্বরূপ। অতএব পরস্পরের হিতানুষ্ঠান, ও আত্মরক্ষার হেতু পরিমিত ক্রোধ আবশ্যকীয়। মৃদু ব্যক্তিকে সকলেই অভিভব করিতে পারে। এপ্রযুক্ত ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যের দেহ ধারণ করা উচিত। কিন্তু ইহা বলিয়াই যে, তাঁহারা অহোরাত্র ক্রোধপরতন্ত্র থাকিবেন এমত নহে। ক্রোধাদি রিপু সকলকে সংযত রাখিতে হয়, প্রদীপ্ত থাকিলে, অশেষ প্রকার অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। হৃদয়ে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে, তাহার মোহকর

ধূম রেখায় আত্মা মলিনতা প্রাপ্ত হন, তাপে হিতাহিত বিবেচনা শক্তি প্রস্থিত হয়, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ক্ষণকালের নিমিত্তেও অবস্থিত করিতে শক্ত হয় না। তাহার বিয়োগময় তমে, নয়নদ্বয় আবৃত হওয়াতে, সৎ পথ সন্দর্শনে সমর্থ হয় না। স্নেহ, ক্ষমা, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য প্রভৃতি অসামান্য গুণাবলী ক্রমশঃ পরিশুষ্ক হইতে থাকে। ইহাতে মনুষ্যগণের যে রূপ প্রকৃতি উপস্থিত হয়, তাহা বাক্‌পথাতীত। ক্রোধি ব্যক্তিরা স্ত্রী পুত্রদিগকে অনায়াসেই বিনাশ করিতে পারে। তাহাদিগের অকার্য্য কিছুই নাই। কত কত ব্যক্তি অসামান্য ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বীয় করে শাণিত তরবার ধারণ করত আপনিই আপনকার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এই ক্রোধ দ্বারাই ক্রোধি প্রকৃতি পুরুষদিগকে বিবিধ যন্ত্রণানলে দগ্ধীভূত হইতে হয়। অতএব ইহাপেক্ষা আর পরম শত্রু কে? কিন্তু জগদীশ্বর কি পূর্ণ করুণাকর! তিনি এই ভয়ানক রিপুকে উপযুক্ত শাসনে রাখিবার নিমিত্ত আমারদিগকে জ্ঞানরূপ এক অমূল্য রত্ন

প্রদান করিয়া অন্তঃকরণ স্থিত সিংহাসনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যদ্যপি রাজা বল-বিহীন হয়েন, তাহা হইলে রিপু-প্রজারা বল পূর্ব্বক রাজ বিরুদ্ধে অসি ধারণ করত মনোরাজ্যকে স্বীয় অধীনে আনয়ন করে। কিন্তু রাজা যদ্যপি সবল হয়েন, তাহা হইলে প্রজাদিগের দ্বারা বহুবিধ মঙ্গলজনক কার্য্য সিদ্ধির উপায় নির্দ্ধারিত হইতে পারে, এবং মনোরাজ্যেরও সমূহ মঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব জ্ঞানের আশ্রয়াবলম্বন পূর্ব্বক রিপুদিগকে বশীভূত করাই উচিত।

নীতি।

পদ্য।

মহতে মধুরবাক্যে তোষে ত্রিসংসার।
নীচে উচ্চ কথা কয়, স্বভাব তাহার॥
কাম ক্রোধ আদি রিপু, অধীন যাহার।
সে হয় পুরুষ ধন্য, মান্য সবাকার॥
রসনাগ্রে সুধা যার, বিষ ভরা মন।
তাহার সহিত প্রেম, করোনা কখন॥

ক্রীড়া কৌতুক।

ক্রীড়া কৌতুকাদি বৃথা আমোদ হইতে ক্ষান্ত না বিরত থাকা উচিত। যুবাব্যক্তিরা এই আমোদে অতিশয় আসক্তি প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারদিগের সেই আসক্তিকে নিবারণ অথবা সেই স্বাভাবিক অভিলাষকে দমন করা কর্ত্তব্য, কেননা এই অভিলাষকে প্রশ্রয় প্রদান করিলে ভাবি মঙ্গলের পক্ষে অনেক ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। ক্রীড়া কৌতুককে নিতান্তই দোষ দেওয়া যায় না, যেহেতুক ইহা এক্ষণকার এক প্রকার প্রণালী স্বরূপ হইয়া গিয়াছে।

মনুষ্যগণ এই বিষয়ের কিছুমাত্র জ্ঞানলাভ না করিলে সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। এই ক্রীড়া দুই প্রকার, সৎ এবং অসৎ। প্রথমতঃ—সৎক্রীড়া, অর্থাৎ যাহার দ্বারা মনুষ্যেরা নানাবিধ নীতিলাভ করিয়া স্ব স্ব অন্তঃকরণকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মগ্ন করিতে থাকেন। যথা—সতরঞ্চ ক্রীড়া, ইহা বহুকাল পর্য্যন্ত বহু বহু দেশে প্রচলিত আছে। পুরাকালে সকল জাতিরাই এই ক্রীড়ার প্রতি অ-

সক্তি প্রকাশ করিত। কোন্ সময়ে কোন্ দেশে যে ইহার উৎপত্তি হয়, তাহার কিছুই নিরূপণ নাই এবং ইতিহাসেও অবগত হওয়া দুষ্কর। এই ক্রীড়া বহু দিবসাবধি আসিয়া, পারস্য, ভারতবর্ষ এবং চীন প্রভৃতি দেশীয় সভ্য মহোদয়গণের আমোদের কারণরূপে প্রচলিত আছে। এই ক্রীড়া ইউরোপখণ্ডে প্রায় ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর হইবেক প্রচলিত আছে। পরে ইহা আমেরিকাখণ্ডস্থ ইস্পেন দেশীয় ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের দেশে প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তদনন্তর সমস্ত দেশেই প্রকাশ পায়। এই ক্রীড়াটী অতিশয় লাভজনক। ইহাতে মনুষ্যদিগের কিছুমাত্রই ক্ষতি জন্মে না, একারণ বশতঃ যে সমস্ত লোকদিগের ক্রীড়া করিবার অবকাশ থাকে তাঁহারা যেন এই ক্রীড়াকে দোষরহিত ক্রীড়া বলিয়া গণ্য করেন। এই ক্রীড়া দ্বারা মনুষ্যদিগের মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এবং এই ক্রীড়া দ্বারাই বহুবিধ নীতি রত্নে বিভূষিত হওয়া যায়। যথা—আমাদিগের কার্য্যের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে অবস্থা অবলোকন

করিয়া তাহাতে নিরুৎসাহী হওয়া উচিত নহে, পুনরায় উৎকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইব, এবং সদুপায় সমূহ প্রাপ্ত হওন কারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিব। অতএব যাঁহাদিগের ক্রীড়ার প্রতি সাতিশয় আসক্তি থাকে, তাঁহারা যেন এই ক্রীড়ারই অনুসরণ করেন, যেহেতুক ইহার দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতি না হইয়া আমোদ ও লাভ উভয়ই হইতে থাকে। দেখুন, অন্য ক্রীড়াতে এক জনের উপকার, এবং অপরের অপকার ঘটনা হয়, কিন্তু ইহাতে তাহা নয়, ইহা দ্বারা উভয়েরি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ—অসৎক্রীড়া, অর্থাৎ যাহার দ্বারা অসংখ্যক অপকার ও ক্ষতি জন্মিবার সম্ভাবনা। যথা—ধন লইয়া ক্রীড়া করণে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ জুয়াখেলা করা এক বিষম অপকারোৎপাদক। এইরূপ খেলায় মন সমর্পণ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ের নিমিত্ত কেহ অনুরোধ করিলেও সে অনুরোধের অপেক্ষা রাখা অকর্ত্তব্য, যেহেতুক এ বিষয়ে জয় পরাজয়ের কিছুমাত্রই স্থিরতা থাকে না,

টাকাই এই খেলার প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং ইহাতে মনুষ্যদিগের প্রকৃতি যে লোভী হই-বেক তাহার সন্দেহ কি? এই খেলার বশবর্ত্তী হইলে ইহার পরিতোষার্থে আমারদিগের ধন, মান, সুখ, স্বচ্ছন্দতাদি সমস্তই বিনষ্ট হয়, এবং আমারদিগের বন্ধু বান্ধব ও আলাপি ব্যক্তিদিগের প্রতি অশিষ্টাচার এবং অসভ্যতার সহিত ব্যবহার করণে অস্মদাদির মনে প্রবৃত্তি জন্মায়। এই ক্রীড়া অত্যন্ত মনমোহিতকারী স্বভাবযুক্ত। যে সমস্ত ব্যক্তি একবার সৌভাগ্য গুণে এই ক্রীড়া দ্বারা বিপুল বিভব লাভ করেন তাঁহারা পুনরায় দ্বিগুণ উৎসুক হইয়া অধিক টাকা বাজী রাখিয়া ঐ ক্রীড়ায় মত্ত হয়েন কিন্তু জয় পরাজয়ের বিষয় ভ্রমেও ভাবেন না। কিঞ্চিৎ লাভ হইলেই এই ক্রীড়ার প্রতি তাঁহার-দিগের প্রগাঢ় আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই ক্রীড়া দ্বারা মনুষ্যদিগকে, কি দিবা কি নিশা সর্ব্ব সময়েই উন্মত্তের ন্যায় রাখে। ইহাতে একবার মোহ উপস্থিত হইলে আর কোন মতেই তাঁহারদিগকে সুস্থ করা যায় না। ইহা-

তে যে ব্যক্তি দৌর্ভাগ্য গুণে স্বীয় বিষয় বিভবা-
দি সমস্তই ক্ষয় করিয়া ফেলে, সে ব্যক্তি ও ঐ
ক্রীড়ায় ক্ষান্ত থাকিয়া কথিত স্থান হইতে প্রস্থা-
ন করিতে ইচ্ছুক হয় না, বরং আরও তাহার
সেই সমস্ত প্রভবাদি পুনঃ প্রাপণের আশা
বৃদ্ধি পাইয়া উৎসাহকে উত্তেজিত করিতে
থাকে। পরিশেষে তাহারদিগের সুখ মান
প্রভৃতি সমুদয়ই অপরিচিত হইয়া যায়, তাহা-
তে তাহারা মনোদুঃখে ভাবিয়া ভাবিয়া পর-
মায়ুঃ থাকিতেও অকালে কাল কবলে পতিত
হয়, এবং কেহ২ বা অপমানে আপনিই আপন-
কার মৃত্যুর কারণ হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি এই
খেলায় পরিপক্ক হওন আশয়ে বিষয়াদি লইয়া
গমন করেন, তাঁহারদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হওন
পূর্ব্বেই সেই সমস্ত বিষয়াদি ধ্বংস পায়। এমতে
পূর্ব্বে যাহা আমোদ বলিয়া গ্রহণ করা হয়,
পরিশেষে তাহা ব্যবসায়ে পরিবর্ত্ত হইয়া নিরা-
নন্দের হেতু হয়। এই খেলাতে নীচ, উচ্চ,
ভদ্রাভদ্র কিছুই বিবেচনা থাকে না, সুতরাং
এই খেলা দ্বারা আমারদিগকে অসৎ সঙ্গেও

জড়িত হইতে হয়। এই ক্রীড়া মৃত্যুর ন্যায় সমস্ত ব্যক্তিরই মর্য্যাদাকে সমান করে। অতএব এবম্প্রকার অসৎ ক্রীড়া হইতে যুবাব্যক্তিদিগের সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

মনের স্থিরতা।

জীবনের সাম্প্রদায়িক অকস্মাৎ ঘটনাদি দ্বারা যে মন চঞ্চল অথবা ভাবিত না হয়, সেই মনকেই স্থির মন কহা যায়। পৃথিবীতে যে মনুষ্যের মনের স্থিরতা আছে, সেই মনুষ্যই সুখী। যে ব্যক্তি একবার একটি সৎ বৃক্ষ বৃক্ষের সুখ ফলের আস্বাদ গ্রহণে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তি ভ্রমেও অন্য সুখাভিমুখে গমন করে না। যে প্রকার দিনমণি চিরকালই এক স্থানে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী লক্ষ লক্ষবার তাঁহার চারি ভিতে পরিবেষ্টন করিয়াও তাঁহাকে স্বস্থান হইতে অন্তঃকরণে অক্ষম নহেন। সেই প্রকার দিনমণির ন্যায় যে ব্যক্তির মন স্থিরভাব অবলম্বন করে সেই ব্যক্তিই শুদ্ধ এই বিশুদ্ধ পৃথিবীমণ্ডলে

নির্ম্মল আনন্দ সুখ উপভোগ করণে সক্ষম হয়।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে জীবন যাপন করে, সেই ব্যক্তিই মনের স্থিরতার অধিকারী হয়, যেহেতু মানসীক, ব্যথা, ভাবনা এবং ভয় তাহার মন-কে কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। যে প্রকার প্রশান্ত সাগরের প্রবল তরঙ্গদল বজ্রস্বরে অতি বেগে পর্ব্বতকে আঘাত করিয়াও কিছুই করিতে পারে না, বরং আপনারাই পরিশেষে কল কল কল কল রবে ফিরিয়া আইসে, সেইরূপ সে ব্যক্তির মনোরূপ পর্ব্বতে সংখ্যাতীত বিপদ রূপ তরঙ্গ সমূহ তর্জ্জন গর্জ্জন দ্বারা আঘাত করিয়া আপনারাই আঘাত পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই ব্যক্তি জীবনের সমুদয় সুখ লাভেই পারগ হয়।

দরিদ্রতা এবং অপ্রশস্ত অবস্থায় এই স্থিরতাকে প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। মনুষ্যেরা যে সমস্ত সদুপায় দ্বারা মনুষ্য শ্রেণীর ও সন্ত্রমের উপযুক্ত হয়েন, এই অবস্থায় সেই সমস্ত সদুপায়ে একবারেই বঞ্চিত হইতে হয়, কারণ দৈনিক

আহারোপযোগী দ্রব্যাদির আয়োজন হেতু প্রতিক্ষণই ব্যস্তসমস্ত থাকিতে হয় এবং পরিবারদিগের দুঃখের নিবেদনাদি শ্রবণ করিতে করিতে মনকে একেবারেই পঙ্কজপত্র দলগত জীবনের ন্যায় চঞ্চল করিয়া ফেলে, সুতরাং তদবস্থায় মনের স্থিরতা প্রস্থিত হয়। বহুবিধ ব্যক্তি এরূপ বোধ করিয়া থাকেন যে শুদ্ধ ধন দ্বারাই মনের স্থিরতা হয়, কিন্তু তাঁহারা এক-বার ভ্রমক্রমেও ভাবিয়া দেখেন না যে ধনই বিরক্তির হেতু, এবং অস্থিরতার এক নিদান, এবং ইহার দ্বারাই জীবনের সামান্য উপদ্রবে পতিত হইতে হয়। অতএব মনের স্থিরতা ধন হইতে যে অনেক অন্তরে অবস্থিতি করে বলি-তে হইবেক সন্দেহ কি? এই পৃথিবীতে মনু-ষ্যেরা যে পরিমাণে উচ্চ পদবীতে পদার্পণ করিতে থাকেন, সেই পরিমাণে তাঁহারদিগের ক্ষমতা এবং মর্য্যাদাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু স্থিরতা রূপ রত্ন সিংহাসনে তাঁহারা কোনমতেই উপ-বেশন করিতে পারেন না। অতএব এ স্থলে বহুকালীন স্পষ্টই প্রতীত হইল যে ধন দ্বারা

মনের স্থিরতা প্রাপ্ত হওয়া অতিশয় দুষ্কর, তৎকালীন আমারদিগের এরূপ কতকগুলীন উপায়ানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য; যদ্দ্বারা স্থিরতা এবং স্বচ্ছন্দতা অনায়াসেই লব্ধ হইতে পারে।

প্রথমতঃ—এই বলা যাইতে পারে, যে, যে ব্যক্তি নির্ম্মল সুস্পষ্ট হিতাহিত জ্ঞানের অধিকারী, ধর্ম্ম সংক্রান্ত কার্য্যের অনুবর্ত্তী, এবং অনিষ্ট রহিত ও দোষবর্জ্জিত বিষয়ে নিয়তই স্থিত, সেই ব্যক্তিই কেবল এই মনের স্থিরতাকে প্রাপ্ত হয়। মানববর্গের উপরে ওই হিতাহিত জ্ঞানের ক্ষমতা এতাধিক আশ্চর্য্য পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে তাঁহারা যে সমস্ত কুকার্য্যাদি অবধারণ করেন, সেই সকল সময়ে এতাধিক ভয়ঙ্কররূপে স্মৃতিপথে আইসে বোধ হয়, যেন, অমাবস্যাপেক্ষাও ঘোরান্ধকারাত্মক ভয়াবহ কৃষ্ণবর্ণ একটি দীর্ঘ প্রতিমূর্ত্তি হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ জন্য আগমন করিতেছে, সুতরাং ইহাতে তাঁহারদিগের মন অস্থির হয়।

আর যে ব্যক্তি আলস্য দ্বারা বৃথা কাল নষ্ট করে, তাহাকেও এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইতে

হয়; অতএব যে ব্যক্তি যথার্থ মনের স্থিরতাধিগমে বাঞ্ছা করেন তাঁহার এমন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, যদ্দ্বারা লাঞ্ছনা আসিয়া অঙ্গকে স্পর্শমাত্র করিতেও না পারে।

দ্বিতীয়তঃ—জগদীশ্বরের অনুগ্রহোপরি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিলেই মনের স্থিরতা হয়, কিন্তু তাঁহাকে যে, ভবিষ্যৎ বিচার কর্ত্তা বলিয়াই জানিতে হইবেক এমত নহে, জীবগণের কার্য্যাদির পক্ষে বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা বলিয়াও স্বীকার করা উচিত, কারণ পৃথিবীস্থ সমস্ত সুখ সম্ভোগাদির স্থায়িত্ব বিষয়ে এত অনিশ্চয়তা দৃষ্ট হয়, ও সেই সমস্ত এত ক্ষণভঙ্গুর বোধ হয়, যে যে ব্যক্তি না তাঁহাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সে ব্যক্তি তাঁহার দ্বারা এককালীনই মনের স্থিরতায় বঞ্চিত হইয়া চিন্তারূপ অকূলপাথারে পতিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবনের সামুদায়িক ঘটনাতে বা সময় পরিবর্ত্তনে বিশ্বাধিপতির প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখে সেই ব্যক্তিই শুদ্ধ মনের স্থিরতা লাভ করিতে পারে, যেহেতুক ঈশ্বরেতে অন্তঃকরণ স্থির হইয়া অন্য কোন জন

বিষয়ে বা কুসংস্কারাদিতে তাঁহার মন চঞ্চল বা ভীত হইবেনা, অতএব এক্ষণে এই স্থির হইল যে ধর্ম্ম আচরণ উত্তম মনোবৃত্তি এবং পবিত্র স্বভাবই মনের স্থিরতার আবশ্যকীয় মূল।

তৃতীয়তঃ—মনোরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে জ্ঞানরূপ সুবীজ বপন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত্। যে সমস্ত মনুষ্য সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপনে উৎসুক হইবেন, তাঁহারদিগের সাধ্যানুসারে দর্শন, পঠন এবং প্রতিবিম্ব করণ দ্বারা স্বীয় মানস মন্দিরকে নানাপ্রকার ভাব অথবা বোধরূপ পুষ্পে সুসজ্জীভূত করা উচিত। যে ব্যক্তির মনে এই সমুদয়ের কিছুমাত্রই নাই, সে ব্যক্তির মনে স্থিরতাকে কদাচিৎ হইয়া থাকে। জ্ঞান শূন্য মনে অসাধ্বিক্রিয়া ও দুরাত্মা রিপু সকলা আসিয়াই অধিবাস করে, কিন্তু জ্ঞানি ব্যক্তির মন সর্ব্বদাই স্থির থাকে, তিনি তাঁহার বিরক্ত বা বিমর্ষ সময়ে এরূপ সদুপায়াদি অবলোকন করেন, যদাশ্রয়ে তিনি অনায়াসেই স্থিরতাকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং নিয়তই স্থির মনে, অসীম আনন্দ, অপার সন্তোষ এবং নির্ম্মল সুখ লাভ করিয়া আহ্লাদে জীবন যাপন করেন।

চতুর্থতঃ—সময়ের প্রতি যথার্থ ব্যবহার করণ জন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত। নিয়মিত কর্ম্ম এবং পরিশ্রমাদি মনের স্থিরতার পক্ষে অতিশয় আবশ্যকীয়, এবং ইহার জন্য প্রখর বা অতিশয় চেষ্টা হইতে বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যদাপি এই বিশ্রামটা বিরূপতা ও বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সংপূর্ণরূপে অলসতায় মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে স্থিরতা দূরে প্রস্থান করে। মনুষ্যেরা স্বাস্থ্য স্বভাব দ্বারা অধিক এবং অল্প পরিমাণে কার্য্যোপযুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তির মন কোন কার্য্যেরই নয়, তথায় আমোদভাবে শুদ্ধ নিত্য বিরক্তি এবং দুঃখ আসিয়া প্রভুত্ব করে। মনুষ্যের জীবন এই অবস্থায় পুষ্করিণী অথবা ডোবা স্থিত জীবনের ন্যায় প্রবাহশূন্য থাকে। অতএব তাঁহাদিগের উচিত যে তাঁহারা আপনাপন মনকে কার্য্যে আসক্ত করত সময়ের শূন্যতাকে পূর্ণ করেন, কারণ মনের পক্ষে সর্ব্বদা শূন্যস্থলে ভাসমান হওনাপেক্ষা কোন নির্দ্ধারিত বা স্থিরীকৃত বিষয়ে ধাবিত হওয়া বিধেয়।

পঞ্চমতঃ—মনের স্থিরতার জন্য রিপুকদম্ব

কে শাসন করণে বা তাহাদিগকে আয়ত্তে রাখনে শিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য, যেহেতুক ইহারাই আমাদিগের মনকে পুনঃ পুনঃ পরিত্যক্ত করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতাদি বিনষ্ট করে। যদিও ইহারা সময়ানুক্রমে অতীব আবশ্যকীয় এবং উপকারক, তথাচ জ্ঞানের বশতায় না রাখিলে অত্যন্ত অনিষ্টের হেতু হয়। যে সময়ে এই রিপুদল সপ্রবল হইয়া মনকে অধিকার করে, সে সময়ে মনের সমুদয় ক্ষমতা একেবারেই সমতা পায়, এবং স্থিরতা রূপ জলদাঙ্গে চঞ্চলতা রূপ চঞ্চলা চিকুর প্রতি নিয়তই ক্রীড়া করিতে থাকে। এতদ্ধেতু যে সমস্ত ব্যক্তি যথার্থ স্থিরতা লাভে উৎসুক হইবেন, পরিমিতাচার এবং স্বাধ্যক্ষতা করাই তাঁহারদিগের পক্ষে অত্যন্ত কর্ত্তব্য, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসেই রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। স্বাধ্যক্ষতা, অর্থাৎ আপনিই আপনকার উপর অধ্যক্ষতা করিলে রিপুগণে মনকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং পরিমিতাচারে সকল প্রকারে অসংখ্যক উৎকৃষ্ট ফল লাভ করণে

সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু তদ্বিপরীতে রিপুগণ স্বাধীনতা পাইলে একেবারেই মনকে অপরিমিতাচারে ছিন্ন বিছিন্ন, লণ্ড ভণ্ড, হতবল এবং চঞ্চল করিয়া ফেলিয়া দেহরাজ্যে বিপরীত দোষ, পাপ, তাপ, রোগ, শোক, এবং চিন্তা ক্লেশ প্রভৃতিকে আহ্বান করে। যে মহোদয়েরা শান্ত অবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারদের স্বভাবরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে স্থিরতা এবং কোমলতা রূপ বীজ বপন করা উচিত। আমরা প্রায় এরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে জানি, যাঁহারা প্রকাশ্য সমাজে বা যথাবিধ সমভিব্যাহারিতায় বাক্যের মধুরতা, নম্রতা এবং কোমলতার সহিত দৃষ্ট হয়েন বটে, কিন্তু গৃহে বা নৈকট্য সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদিগের উপরি স্বাধীনতার সহিত অত্যন্ত কঠোর, কর্কশ এবং অসঙ্গত বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। এবম্বিধ ব্যক্তি স্বপ্নেও স্বচ্ছন্দসুখ সম্ভোগ করিতে পারে না। কার্য্যা কারণে যখন কোন মনুষ্য অত্যন্ত নৈকট্য হয়, তৎকালে পরস্পরে যদ্যপি সমান সংযোগে ক্ষাৎ না হইয়া অসদ্ভাবাদি প্রকাশ করা হয়,

তাহা হইলে উভয়েরই মনোভাব উভয়ের পক্ষে অনিষ্টকর, ঘৃণাজনক এবং অসন্তোষদায়ক হইতে থাকে। যে ব্যক্তিরা রিপুগণের অধীন, তাহারা অন্যান্য ইতরামোদে বা ধনামোদে প্রমোদিত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু মনামোদে বা স্থিরতা রূপ সুখামোদে একেবারেই বঞ্চিত হয়েন।

ষষ্ঠমতঃ—পৃথিবী হইতে অধিক আশা করা অকর্ত্তব্য, যেহেতুক উচ্চ আশাই মনের স্থিরতার প্রধান শত্রু। যে সময়ে ইহাকে মনের মধ্যে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সে সময়ে শুদ্ধ আমাদিগকে নিরাশই করিতে থাকে, এবং অসন্তোষের কারণ হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি অসন্তোষ সে কখনই সুখী হইতে পারে না, একারণ আমাদিগের আশাকে নিয়মিত মতে রাখা উচিত, এবং অপর ব্যক্তির ন্যায় "সমুদ্র যাত্রা করিলেই অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইব," এরূপ আশাকে নিরাশাকূপে নিক্ষেপ করিয়া জীবনযাত্রা যাপন করা উচিত। পৃথিবীতে আমাদিগের যেরূপ পদ সম্ভ্রম, তদুপযুক্ত

আশা রাখাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তদূর্দ্ধে উঠিলেই বিপরীত ফলোৎপন্ন হয়।

যে আমোদে অচেতন করিতে না পারে, এমত আমোদে আমোদী হওয় এবং তৎপ্রতি অভিরুচি রাখা কর্ত্তব্য। যদিও অতিশয় উচ্চ আমোদে না থাকা যায়, তথাচ ক্লেশ হইতে মুক্ত হইলেই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা শ্রেয়। যে পথ দিয়া সচরাচর গমনাগমন করা যায়, যদিও তাহাতে মনোহর সুন্দর সুগন্ধ সংযুক্ত পুষ্প সমূহ বিস্তারিত না থাকে, তথাচ সহজ এবং সোমান হইলে তাহাতেই সন্তোষিত ও আনন্দযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। মনুষ্য-জীবনে সুখ কখনই চিরস্থায়ী নহে। কিয়দ্দিন পরে দুঃখ আসিয়া তাহার আবাস স্থান অধিকার করিয়া ফেলে।

মধ্যবিত্ত অবস্থাই স্থিরতার বাসস্থান, অর্থাৎ যে অবস্থাতে আমরা গগন মণ্ডলাপেক্ষা উচ্চতেও না উঠি, এবং মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিতও না হই, অথবা যে অবস্থায় আমরা অতিশয় ধনিও না হই, এবং অতিশয় দরিদ্রও

না হই, সেই অবস্থাতেই স্থিরতাকে দৃষ্ট হয়। ধনি-ব্যক্তিরা উক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, করুক না কেন? ক্ষতি কি? এবং তন্নিমিত্তই কি আমরা তাহাদিগের ন্যায় অবস্থাধিগম জন্য আশা করিব? কখনই না। আমরা যেরূপ অব-স্থাতে আছি তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করা বিধেয়, এবং তাহা হইলেই স্থিরতাকে প্রাপ্ত হইব।

সর্ব্বশেষে বন্ধুদিগের নিকট হইতে সন্তোষ লাভ করিতে সচেষ্টিত হওয়া অর্থাৎ তাঁহাদিগের যদ্যপি কোন দোষ বা কোন বিষয়ের অসম্পূর্ণ-তা থাকে, তাহাই তাঁহাদিগের সমক্ষে প্রকাশ করা আমাদিগের উচিত, যদ্দ্বারা তাঁহারা উহার সংশোধন বা সম্পূরণ করণে যত্নশীল হইবেন, যেহেতু সকল মনুষ্যেরই কোন না কোন বিষয়ে দোষ বা অসম্পূর্ণতা আছে, সুতরাং আমরা যদ্য-পি আমাদিগের বন্ধুগণের দোষ বা অসম্পূর্ণতার অন্বেষণ লই, তাহা হইলে তাঁহারাও আমাদি-গের এতদুভয় বিষয়ের অনুসন্ধান না লইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না, সুতরাং এইরূপে

পরস্পরের দোষ পরস্পরের দ্বারা সংশোধিত হয়। অতএব এইরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা স্থাপন করাই উচিত। সংক্ষেপতঃ—পৃথিবীতে থাকিয়া যতই উত্তম বিষয়ে ধাবিত হওয়া যায় ততই স্থিরতাশিখরী শিখরে উঠিবার সোপান সন্দর্শিত হইতে থাকে।

কবিতা।

কবিতা রস মাধুর্য্যং কবির্ব্বেত্তি ন তৎকবি।
ভবানী ভ্রূকুটিভঙ্গীং ভব বেত্তি ন ভূধর॥

কবিতার মধুরতা ও রসভাব কবিতা কর্ত্তা বুঝিতে পারেন না, অন্য কবিরাই তাহার প্রাকৃতিক মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, যেমন ভবানীর জন্মদাতা পর্ব্বত তাঁহার অপার ভঙ্গিমা বোধ করিতে পারেন না, কিন্তু মহাদেব সেই রস অনুভাব করিয়া মহামোদী হয়েন।

"কবিতা„ যদি শব্দে পণ্ডিতকে বুঝাইয়া থাকে। কবির ভাব অথবা কবি সমূহ এই অর্থে কবি শব্দের পরে "তা„ ভাব বাচক প্রত্যয় হয়। যাহা হউক, যখন কোন কবি কোন কবি-

তা রচনা করেন, তখন সেই কবি সেই কবিতার প্রকৃত মর্ম্ম অবশ্যই উৎপ্রেক্ষা করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবানী ভ্রূকুটী ভঙ্গির উপমা এ পক্ষে কোন পক্ষেই উপলক্ষ হইতে পারে না। যাহারা এমত দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে তাহারা প্রকৃত কবি নয়। সেক্সপিয়ার, হোমার, মিল্টন, কালিদাস ও বেদব্যাস প্রভৃতি অসাধারণ কবিগণ যে সমস্ত কবিতাদি প্ররচন করিয়া সর্ব্ব সাধারণের নেত্রপথে প্রকাশিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা তৎকালীন সেই সমস্ত কবিতা যে শুদ্ধ লিখিয়াই গিয়াছিলেন এমত নহে, তাহার ভাব ও মর্ম্ম সমূহ সর্ব্বাগ্রে মনোমধ্যে আলোচনা ও অনুধাবন করত পরিশেষে তাহা সাধারণে সমর্পিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে দেখুন, সেই সমস্ত সুধারসে পরিপূরিতা কবিতার মধুরতা, ভাবের রসিকতা এবং পদের লালিত্যে সমস্ত ব্যক্তিরই চিত্ত অপার সন্তোষাকুপারে ভাসমান রহিয়াছে। এরূপ বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রায়ই সচরাচর দেখা যায়, যাঁহাদিগের মনোভৃঙ্গ লোলুপ হইয়া কবিতা

কমল মধুপানে প্রতিনিয়তই রত থাকে, এবং যাঁহারা কেবল এই কবিতারই নিমিত্ত নিয়মিত সময়ে আহার বিহারাদিতেও বিরত থাকেন।

আহা! এই মনপ্রফুল্লকরী কবিতা শব্দটী কি রমণীয়! ইহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে না হইতেই মনোমধ্যে কি এক বিবরণাতীত সুখ-করী নবভাবের আবির্ভাব হয়! জ্ঞান হয়, যেন স্বর্গীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া দেববর্গের উপর আধিপত্য করিতেছি। আহা! এক্ষণে কবিতা, এই অক্ষর ত্রয়টী লেখনী সহায়তায় লিখিতে না লিখিতেই মনোমধ্যে যে কি পর্য্যন্ত সুখানুভব করিলাম তাহা মনেই স্থির করিতে পারিলাম না, সুতরাং লেখনী দ্বারা লিখিয়া কি প্রকারে প্রকাশ করণে পারগ হইব। আহা! দিবসের মধ্যে কবিগণের মনে কত প্রকারই নব ভাবের উদয় হইতে থাকে। যথা—প্রথমতঃ যামিনী প্রভাতা সময়ে, যৎকালীন কুমুদিনী স্বীয় কান্ত কান্তকে লুক্কায়িত হইতে বিলোকন করিয়া ম্লানমুখী হইতে থাকে। যৎকালীন শারী শুক, কোকিল প্রভৃতি দ্বিজদলে নিজ নিজ

গলদেশ নিঃসৃত সুধামিশ্রিত মনোনীত স্বরে সঙ্গীতারম্ভ করিয়া মনের আনন্দ ও স্ফুর্ত্তি প্রকাশ করিতে থাকে। যৎকালীন পরিধিগণ্ডলে পূর্ব্ব দিকে প্রভাকর প্রভাকরের আস্য বিলোকনে সরসী পূর্ণিত প্রস্ফুটিত অমল কমলদল আনন্দভরে থর থর আন্দোলায়মান হইতে থাকে। যৎকালীন বিহঙ্গচয়ে রঙ্গভরে স্ব স্ব প্রেয়সীকুলেরসন্দ্যোজাত মধুপান প্রয়াসে চারি দিকে গুণ গুণ রবে গান করে। যৎকালীন নদ নদী সমূহ সুনির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ এবং কাদম্বিনী রূপধারী নীরে মরাল সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গমদলে কুতূহলে নৃত্য করিতে থাকে। যৎকালীন বন উপবন প্রভৃতি সমুদয় স্থলই প্রফুল্লিত, তরুগণ ফলফুল পল্লবাদিতে সুশোভিত, এবং মন্দ মন্দ গন্ধবহ অহরহই বাহিত হইতে থাকে। যৎকালীন চন্দ্রবদনা নবীনাঙ্গনা শয়ন সদনাপগামী প্রোথিত শয়ন পার্শ্বস্থ স্বামিকে গমনাবলোকনে মনের ক্ষিপ্রতা প্রকাশ করে। এবং যৎকালীন দুগ্ধপোষ্য শিশু

সমূহে অস্ফুটিত ও অমিয় বাক্যে "স্তন্যাদি দেহি দেহি ,, বলিয়া জননীর অঙ্কে রোদন করিতে থাকে। আহা, এই সমস্ত সন্দর্শনে কবিগণে সুস্থমনে কতই আনন্দ প্রবাহে সন্তরণ করিতে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ—মধ্যাহ্ন সময়ে, যৎকালীন চতুর্দ্দিক প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে মণ্ডিত হইতে থাকে। যৎকালীন কঠোর প্রভাকর করে কমলিনী-কুল আকুলা হয়। যৎকালীন নিকুঞ্জ স্থিত পক্ষি সমূহে নিজ নিজ নীড়ে নিঃশব্দ হইয়া উপবেশন করিয়া থাকে। যৎকালীন মহিষ, শার্দ্দূল, বরাহ প্রভৃতি বিকট দৃশ্য ভয়াবহ ভীমতর পশু সমূহে ঈসম্মিলিত লোচনে বারি নিমগ্ন হইতে থাকে। যৎকালীন পথিক গণ গমন শ্রান্ত ও আতপ তাপে পরিক্লান্ত ও পিপাসান্বিত হইয়া ঘর্ম্মার্দ্র কলেবরে পাদপতল ছায়ায় উপবেশন করিতে থাকে। এবং যৎকালীন বন উপবন প্রভৃতি সকল স্থানই বিরস ভাবে আপন্না—তরুগণ পরিশুষ্কা এবং অনিল

বহনে অনল সদৃশ অনুভব হইতে থাকে। আহা, এই সমস্ত দর্শনে কবিগণের মনে কত কত প্রকারই ভাবের উদয় হইতে থাকে।

তৃতীয়তঃ—রজনীর আগমনে, যৎকালীন নিশাকর মনস্নিগ্ধকর নির্ম্মল কোমল কর দ্বারা দুঃখিব্যক্তির অন্তরেও সুখ প্রদান করিতে থাকে। যৎকালীন স্বীপ কান্ত কান্তের কান্ত কান্তি বিলোকনে কুমুদিনী আমোদে প্রমোদিনী হইতে থাকে। যৎকালীন বিরহিণী কামিনী গণে পতি বক্ত্র বিলোকনাভাবে ব্যাকুলা হইয়া দুঃখ প্রকাশ করে। যৎকালীন প্রবলোন্মত্ত মারুতগণ দ্বারা চারি দিক আন্দোলিত হয়। যৎকালীন বক্রগামিনী বিদ্যুল্লতা সকল ক্ষণে ক্ষণে চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ করত এক চমৎকার শোভার আভা প্রকাশ করিতে থাকে। যৎকালীন নিবিড় গাঢ় তিমির দ্বারা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীকে আচ্ছন্না করিতে থাকে : যৎকালীন নলিনী শান্তা ও কুমুদিনীর সৌগন্ধে মেদিনীকে আমোদিনী করিতে থাকে। যৎকালীন নক্ষত্র সমূহ বেষ্টিত জালমালা ব্যাপ্তা যামিনী সকল-

কার নেত্র তৃপ্তিকারিণী হইতে থাকে। যৎকালীন থাকিয়া থাকিয়া চক্রবাক ও চকোর দিগের ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। এবং যৎকালীন নায়কগণে স্ব স্ব নায়িকা সন্নিধানে গমন করিয়া প্রেমালাপন দ্বারা সুখ সন্তোষে সময় যাপন করিতে থাকে। আহা, এই সমস্ত সুস্নিগ্ধকর শোভা ও আনন্দাবেশ প্রতীক্ষণে কবিগণের মন কি প্রফুল্ল হয়! কবিগণের মন দর্পণের স্বরূপ, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে কি তুচ্ছ কি উচ্চ, যে কোন বস্তুই হউক না কেন, সমুদয়েরই প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়! যথা— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা সমূহ প্রায় সমস্ত ব্যক্তিরই নেত্রপথে পতিত হয়, কিন্তু ইহার বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যকই বিবেচনা করিয়া থাকেন। কবিরা কহেন যে প্রকৃতরূপে প্রকৃতি বিবেচনা করিতে হইলে পিপীলিকারা মনুষ্য অপেক্ষাও পরিশ্রমি, যেহেতুক মনুষ্যেরা সচরাচর কখনই পরিশ্রম করেন না, তাঁহারা কখন বন্ধুদিগের সহিত সদালাপে থাকেন, কখন পরিশ্রম করেন, এবং কখন বা নিদ্রায়ও

অভিভূত হয়েন। কিন্তু পিপীলিকারা কি দিবা, কি নিশা, প্রতিনিয়তই বা সকল সময়েই পরিশ্রমের পথে পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

এক্ষণে পৃথিবী মধ্যে যে যে বিদ্যা দ্বারা মনুষ্যগণের প্রকৃতিকে পরিষ্কৃত, পরিতোষিত, নির্ম্মল এবং স্বচ্ছন্দযুক্ত রাখিতে পারগ হয়, তন্মধ্যে কবিতা বিদ্যাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণনা করিতে হইবেক। এই কবিতা স্বীয় প্রদীপ্ত ও প্রতিভান্বিতা শক্তির সহিত মনুষ্যগণের অন্তঃকরণস্থিত সৎপ্রবৃত্তি সমূহকে উত্তেজিত, মনকে উৎসাহিত, প্রফুল্লিত ও মোহিত, ধর্ম্ম বিরহিত কার্য্যে রহিত, সমস্ত বস্তুতেই প্রীত, এবং সময়ে সময়ে মনোমধ্যে কত কত প্রকার নব নব ভাবের আবির্ভূতী করাইতে থাকে। ইহার দ্বারা মনুষ্যেরা অতি সহজ উপায়ে বিদ্যার রসাস্বাদনে সমর্থ হয়েন। ইহার দ্বারাই মনুষ্যগণের স্নেহবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। ইহার দ্বারাই মনুষ্যেরা হিংসাকে শাসনাধীন করে। ইহার দ্বারাই মনুষ্যদিগের চরিত্রকে পবিত্র রাখে। এবং বৎকালীন মনুষ্যদিগের

মন অনিষ্টকারক রিপুগণের হস্তে পতিত হয়, তৎকালীন ইহার দ্বারাই তাঁহাদিগের মনকে সুস্থ রাখে। যে প্রকার রমণের সুখসীমা সুলোচনা, শ্রবণের সুখসীমা পরব্রহ্ম গুণ বর্ণনা, পতিব্রতা সতীর সুখসীমা পতি সেবা, এবং ভয়ের সুখসীমা মৃত্যু, সেই প্রকার বিদ্যার সুখসীমা কবিতা। যে প্রকার সাধুব্যক্তিরা জ্ঞানতীর্থে—যোগিব্যক্তিরা যোগতীর্থে—কুল-যুবতীরা লজ্জাতীর্থে—ধার্ম্মিক ব্যক্তির ধর্ম্মতীর্থে—মানিরা মানতীর্থে, সেইরূপ বিদ্যাতীর্থে কবিতা।

যে প্রকার সবিতার দ্বারা জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরূপ কবিতার দ্বারা জগতীয় ব্যক্তির মানসান্ধকার নাশ পায়। আহা এই সুখবর্দ্ধিতা কবিতা কি মনঃ পবিতা! ও কত কত নব ভাবেরই ভবিতা! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সৎপথেও কণ্টক, ইউটেলিটেরিয়ান ফিলোজফার মহোদয়েরা কহিয়া থাকেন যে "আমরা কবিতা দ্বারা কোন আবশ্যকীয় বস্তু অথবা সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি না, বরং তদ্বৈপরীত্যে ইহার দ্বারা যুবকগণের মনকে অস্থির

কাল্পনিক ও অনাবশ্যকীয় বস্তুতেই অতিশীঘ্র কৃতাকর্ষণ করে ,, এই মহোদয়গণে যে কি নিমিত্ত এমত সর্ব্বসুখদাত্রী মনমোহনকারী কবিতা নিদার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন তাহা মনো মধ্যে বিবেচনা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তবে শুদ্ধ ইহাই বলিতে পারি যে সমুদয় ব্যক্তিরই মন একরূপ নহে; বোধ করি ইঁহারা কবিতা যে কি মন প্রফুল্লকরী, ও ইহার যে কি ভাব, কি রসিকতা, কি মধুরতা এবং কি সুন্দরতা, তাহার কিছুমাত্রই বুঝিতে পারেন না, সুতরাং নানা প্রকার কথার অনুসূচনা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পঙ্কজকে পঙ্ক বলিলে তাহার সৌগন্ধ্যের ও সৌন্দর্য্যের কখনই লাঘব হয় না। মহাকবি কালিদাস এক স্থলে কবিতাকে সম্বোধন করত কহিয়া গিয়াছেন, যথা।—

কবিতে কুজন সমীক্ষং পতিতে, ভব তাপিনী মা ভূঃ।
আনন্দয়তি কিমন্ধং মধুগতি রিন্দীবরাক্ষীপাং॥

অর্থাৎ হে কবিতে! তুমি কুজনের নয়ন পথে পতিতা হইয়াছ বলিয়া অনুতাপিনী হইও

না, যেহেতু ইন্দীবর নয়না গজেন্দ্র-গমনা কামিনীর মৃদুগতি সন্দর্শনে অন্ধ জনের মনে কি কখন আনন্দের উদ্রেক হইতে পারে?

ডাক্তর সেমুএল জন্সন সাহেব কহিয়া গিয়াছেন যে ইউটেলিটেরিয়ানদিগের মত গ্রহণ করিতে হইলে (A pebble that paves the road is itself more useful than the diamond upon a lady's finger.) "একজন সুরূপা যুবতীর অঙ্গুলীস্থিত হীরকাপেক্ষাও একখানি পথের প্রস্তর অধিক আবশ্যকীয়"। এস্থলে জগদীশ্বর যাঁহাদিগকে এমত এক অমূল্য অতুল্য ও মনপ্রফুল্লকরী কবিতা বিদ্যাতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন তাঁহাদিগের বিষয়ে কথা কহাই অযৌক্তিক। যাঁহারা প্রকৃতির অনুসরণ করেন না, তাঁহারা প্রকৃত কবি নহেন, কারণ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বস্তু বিষয়ে কল্পনা করিয়া কখনই আনন্দ লাভ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত স্বীয় মনোভাবকে মিলিত করিয়া কবিতা রচনা করেন, তাঁহারাই যথার্থ কবি।

আমরা কখন কখন নগরীয় ছাত্রগণাপে-

ন্য পল্লীগ্রামস্থ কৃষকগণের কার্য্য দর্শনে সাতি-শয় আনন্দ লাভ করি, কারণ তাহারা মুদ্রিত পুস্তক পাঠ দ্বারা আপনাদিগের চিত্তকোষে অমূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত করণে বিন্দু মাত্রও অবকাশ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং তাহাদিগের নেত্রপথে প্রকৃতি-সতীর, যে পরম পরিতৃপ্তকরী পুস্তক চিরকাল স্পষ্টরূপে সনতানে প্রকাশ-মান থাকে, তৎপাঠেই জ্ঞান লাভ করে। যে সমস্ত ছাত্র শুদ্ধ পুস্তক পঠিত অনুক-রণ বিদ্যাতেই নিপুণ, তাহাদিগের অপেক্ষা ইঁহাদিগের কথা সকল অতিশয় সুশ্রাব্য ও সুমধুর, ইঁহারাই প্রাকৃতিক কবি। প্রাকৃতিক কবিগণের পক্ষে চতুর্দ্দিকে বৃক্ষাকীর্ণ নির্জ্জন অরণ্যানী,—যে স্থলে প্রকাণ্ড প্রান্তর, শুদ্ধ আ-কাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হয় না,—যথায় শস্যোৎপাদক ক্ষেত্রে, শস্য বৃক্ষ সকল বায়ু হিল্লোলে তরঙ্গের ন্যায় ক্রীড়া করিতে থাকে,—নদী সকল শিখরোপরি হই-তে পতিতা হইয়া কল কল, কল কল রবে বালুকার উপর দিয়া গমনাগমন করে,—চারি

ভিতে ফলবান বৃক্ষে বেষ্টিত নদীর ধারে এক-খানি কুটীর,—পূর্ণিমার রজনী, পূর্ণচন্দ্রের কিরণ নদীতে পতিত,—গাভী, মেষ প্রভৃতি চতুষ্পদযুক্ত পশু সমূহে হাম্বা হাম্বা ও ম্যা ম্যা রবে হরিৎবর্ণ প্রান্তরে ক্রীড়া করিতে থাকে,—বহু দিবসান্তে নায়ক ও নায়িকা পরস্পর সাক্ষাৎকার,—বালকগণের বাল্যকালের আনন্দ সমূহ,—আকাশের বহুবিধ সুচারু ও সুবর্ণে চিত্রিত ছায়া নদীতে পতিত,—উচ্চ উচ্চ শিখরী,—ভয়াবহ প্রচণ্ড বায়ু এবং প্রকাণ্ড সাগরের প্রবল তরঙ্গে শব্দ,—এই সমস্ত এবং পল্লীগ্রামস্থিত অন্যান্য সহস্র সহস্রগুণ সুদৃশ্য শোভা সমূহ তাঁহাদিগের মনকে অপর্য্যাপ্ত আনন্দ-সুখ বিতরণ করিতে থাকে। তাঁহারা নগরীয় কোলাহলে পরিত্যক্ত হয়েন। রাজাদিগের রাজবাটী দর্শনেও সন্তোষ লাভ করেন না। এবং উত্তম বস্ত্র পরিধানেও ইচ্ছুক হয়েন না। যেমন কোন ইংলণ্ড দেশীয় কবি প্রকৃতি দর্শন করিয়া কহিয়া গিয়াছেন

What! if we wear the richest vest!
Peacocks and flies are better drest.

অস্যার্থ।

যদিও সুবস্ত্র মোরা, করি পরিধান।
ময়ূর মক্ষিকা সহ, নহি তুল্যমান॥

যে সমস্ত ব্যক্তি পল্লীগ্রামস্থ শোভা সকল সন্দর্শিয়া অতিশয় সুখ বোধ করেন, তাঁহারা সহরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছুক হয়েন না। পল্লীগ্রামস্থ এই সমস্ত শোভা অথবা গ্রাম্য কাব্য বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞবর ইঙ্গ্‌লিস্ কবি ক্রেব্ সাহেবের নাম লেখাই উচিত। তিনি যে মনোমোহিত-কারী সুদৃশ্য স্থানে অবস্থান করিতেন, তাহার চতুর্দ্দিক শুষ্ক পাহাড়, মাঠবিল, নদী, গোষ্ঠ এবং জলার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তিনি তাঁহার কল্পনাকে এতাধিক প্রশস্তরূপে প্রসারিত করিয়াছিলেন যে যদিও তাঁহার দৈনিক পরিশ্রম সমূহ অতিশয় দুরূহ এবং শ্রমজনক ছিল, তথাপিও তিনি তাঁহার সেই সমস্ত দারিদ্রতা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি এক

জন কৃষি-নন্দন মাত্র। যৎকালীন তাঁহার হস্ত লাঙ্গল ধারণ করিত, তৎকালীন তাঁহার মন দূর এবং প্রশস্তরূপে পরিভ্রমিতে থাকিত। তাঁহার বিপদকাল উপস্থিত হইলে তিনি বিমূঢ় না হইয়া বরং গৌরবান্বিতই থাকিতেন, এবং তাঁহার দৈনিক দুঃসহ পরিশ্রমোপরি আপনা আপনি আনন্দান্তরে হাস্য করিতেন। তাঁহার কবিতা সমূহ এতাধিক মধুরতা ও রসিকতায় পরিপূরিতা ছিল যে তাহা একবার যাঁহাদিগের নেত্রপথে পতিত হইত, তাঁহারা ভ্রমেও তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। আহা! এমত চিত্তানন্দ-প্রদায়িনী কবিতায় যিনি বঞ্চিত, অব-নীতে তাঁহার জীবন ধারণ করাই বৃথা।

কবিতা-বিদ্যাই সকল বিদ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; ইহাই স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ স্বরূপ, অর্থাৎ ইহার দ্বারাই মনুষ্যেরা ঈশ্বর জ্ঞানিত হয়েন। কিন্তু এই এক চমৎকার বোধ হইতেছে যে প্রায় সকল দেশেই পুরাকালিক কবি মহোদয়-গণকে সকলে সচারাচর সাধুবাদ প্রদান করে-ন, ও তাঁহাদিগের কবিতাকেই সকলে প্রশংসা

করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। ফলে ইহার কারণ কিছুমাত্রই বুঝিয়া স্থির করিতে পারি না, বোধ করি, এইরূপ হইতে পারে যে অন্যান্য বিদ্যা যত্ন দ্বারা ক্রমে ক্রমে উপার্জ্জন করা যায়, কিন্তু এ বিদ্যা তাহা নয়, ইহা একেবারেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়, অথবা এমতও হইতে পারে যে প্রত্যেক জাতির প্রথম কবিতা সৃষ্টি সন্দর্শনে সকলকারই মনে আশ্চর্য্য জন্মে, এই হেতু প্রথমে তাঁহারা যে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অদ্যাবধিও সেই সুখ্যাতি এই ক্ষিতিমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে, কিম্বা বোধ হয় যে কবিতা শুদ্ধ প্রকৃতি এবং রিপুগণ বিষয়ে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত মাত্র, তাহা সর্ব্বকালেই এক রূপ, সুতরাং সেই সমস্ত প্রাচীন কবি মহা মহোপাধ্যায় এই সমস্ত বিষয় ভাবালঙ্কারে ভূষিত করিয়া এমত আশ্চর্য্যরূপে রচিয়া গিয়াছেন যে এক্ষণকার নব্য কবি মহাশয়েরা নূতন বলিয়া যাহা রচনা করেন তাহাই তাঁহাদিগের ভাবের অনুবর্ত্তী হয় মাত্র; যাহা হউক, ইহা পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইতেছে যে পুরাতন কবি

মহাশয়েরা প্রকৃতির অনুকর্ত্তী হইতেন, এবং তাঁহাদিগের অনুসারিরা শিল্পবিদ্যার অনুসরণ করেন।

প্রাচীন কবি মহোপাধ্যায়গণ শক্তি এবং রচনায় বর্দ্ধিত ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তিরা সুন্দরতা এবং নির্ম্মলতায় পটু আছেন; কিন্তু অনুকরণ দ্বারা কেহই কখন মহৎ এবং প্রধান কবি মধ্যে পরিগণিত হইয়া সুখ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হয়েন নাই, এজন্যই পুরাকালিক কবিগণকে সকলে সাধুবাদ দিয়া ও প্রশংসা করিয়া থাকেন। যথার্থ কবিদিগের প্রকৃতিই প্রসঙ্গ এবং মনুষ্যেরাই শ্রোতা; তাঁহারা প্রত্যেক বস্তুই নূতন অভিপ্রায়ে অবলোকন করেন, ইহাতে তাঁহাদিগের মনোযোগের রাজ্য ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া উঠে। কবিরা কখনই কোন বিষয়ের জ্ঞানকে তাচ্ছীল্য করেন না; যথার্থ কবিরা পর্ব্বত, অরণ্য প্রভৃতি বহুবিধ গোপনীয় স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির কোষ হইতে ভাবরূপ অমূল্য রত্ন সমূহকে সংগ্রহ করেন, এবং সেই সমস্ত অমূল্য রত্নদ্বারাই

কবিতার সৌন্দর্য্যের আর পরিসীমা থাকে না। কবিরা কখন খালের আবর্ত্ত স্থানে পরিভ্রমণ করেন, এবং কখন বা গ্রীষ্ম কালের বারিধি হইতে বারি বর্ষণ হইবার আশয়ে উপর দিকে প্রতীক্ষিয়া ভাব সঞ্চয় করিতে থাকেন। যথার্থ কবিগণের পক্ষে কিছুই অব্যবহার্য্য নাই। কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র, কি সুরূপ, কি বিরূপ, কি ভয়ানক সমুদয়ই তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির আত্মীয়। উপবন স্থিত বৃক্ষ সমূহ, অরণ্য স্থিত জীব সমূহ, পৃথিবী স্থিত ধাতু সমূহ এবং আকাশ স্থিত উল্কা পিণ্ড প্রভৃতির দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগের চিত্তকোষ মধ্যে নানা প্রকার অক্ষয় ও অমূল্য রত্ন সঞ্চয় করেন, এবং সেই সমস্ত রত্ন দ্বারাই কবিতার সুন্দরতার সীমার আর পরিসীমা থাকে না।

কবিরা প্রকৃতির সর্ব্ব দিকেই সাবধান ও মনোযোগ পূর্ব্বক প্রতীক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে সময়ে যে যে স্থানে ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে সেই সেই স্থান হইতেই আপনাদিগের কবিশক্তিতে কিছু না কিছু ভাব অব-

শ্যই লাভ করিতে পারেন। যথা—মুর নামক এক জন সাহেব সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদা রজনীযোগে তাঁহার মনোমধ্যে এই এক চমৎকার ভাবের উদয় হইয়াছিল।

[ইংরাজী হইতে অনুবাদ।]

"দেখ কিবা মনোহর চন্দ্রিকার নীচে।
দুর্ব্বল তরঙ্গ স্বীয় অঙ্গ ফুলাইছে॥
ক্ষণিক করিয়া তথা তর্জ্জন গর্জ্জন।
পরিশেষ হল ওই জলেতে মগন॥
সেইরূপ নর, চিন্তা অনুচর,
সময় সাগরে উঠি।
কিছুদিন তথা, করি প্রবলতা,
শেষে হয় কুটি কুটি॥"

কবিরা সমাজ ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তি বিষয়ে কখনই উৎপেক্ষা করেন না। প্রকৃতি কোষ হইতে ভাব সঞ্চয় করাই কবিদিগের অর্দ্ধেক কার্য্য, এবং মনুষ্যদিগের রীতি নীতি, চরিত্র এবং প্রকৃতি বিষয় হইতে যে ভাব সংগ্রহ করা, তাহাই অপরার্দ্ধেক। কবিরা প্রত্যেক অবস্থার সুখ এবং দুঃখ বিষয়ে বিবেচনা আলোচিয়া

ভাব সমাহার করেন, অর্থাৎ কোন্ কোন্ অবস্থার ব্যক্তিরা কি কি প্রকার সুখে এবং দুঃখে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাই উৎপেক্ষা করেন, এবং তাঁহারা দেশাচারের বশীভূত না হইয়া আপনা আপনিই উৎকর্ষাপকর্ষ অনুধাবনা করিয়া থাকেন।

কবি এবং চিত্রকর উভয়েই প্রায় এক রূপ, যথা—ইংলণ্ডদেশীয় কোন কবি এক স্থলে অপরাহ্ণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদ।)

প্রভাকর পরিশ্রমে, গগন মণ্ডল ভ্রমে,
অস্তগিরি আসি উপনীত।
মরি মরি এ সময়, নভ কিবা শোভাময়,
রক্তমাখা এমনি শোভিত॥
গোঠে থেকে গাভী সব, প্রকাশিয়া নিজ রব,
আসিতেছে গৃহে যত ফিরি।
কৃষকেরা একে দীন, শ্রম করি সারাদিন,
হোয়ে ক্ষীণ আসে ধিরি ধিরি॥

এই কবি মহোদয়, এই কয়েক পঙ্‌ক্তি যে-রূপ সুরূপে বিচিত্রিত করিয়াছেন, একজন

উত্তম চিত্রকরেরাও সেইরূপ প্রকৃতরূপে ঐ[illegible] অনুকরণ করত বহুবিধ চিত্র বিচিত্রাদি ত্রিত করণে সক্ষম হয়েন। তিনি এই রূপ এমত উত্তমরূপে চিত্র করিতে পারেন যে দৃষ্টি মাত্রেই দর্শকদিগের মনে যথার্থ অপরাহ্ণ কাল অনুভব হইতে থাকিবেক। যথা, গাভী ও গোপাল সমূহ গৃহের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। পশ্চিম দিকে প্রভাকর অস্তশিখরী শিখর অবলম্বন করিতেছেন। এবং কৃষকেরা তাহাদিগের দৈনিক শ্রম হইতে গৃহে আগমন করিতেছে। কবি এবং চিত্রকরের মধ্যে উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থোপরি কার্য্য করিয়া থাকেন কিন্তু উভয়েই প্রাণপণে প্রকৃতরূপে প্রকৃতি দর্শাইতে যত্ন প্রকাশ করেন, এককারণ এক জন উত্তম চিত্রকরকেও কবিতাবা চিত্রকর বলা যাইতে পারে।

এই পৃথিবী মধ্যে কবিতা এবং বনিতাই কেবল আনন্দদায়িনী। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা কহেন যে,

"বনাদাকৃষ্য মানাচেৎ, সরসা বিরসা ভবেৎ।"

অর্থাৎ এই দুই সহজে হইলে সুখের বিষয় বটে, কিন্তু বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে সরস-যুক্ত হইয়াও বিরস ভাবে আপন্ন হয়। এক্ষণে বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবিত্ব গুণ বর্ণনে মন অতিশয় প্রফুল্ল হইতেছে, এজন্য তৎকিঞ্চিৎ না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। যথা—প্রথমতঃ অন্নদামঙ্গল নামক গ্রন্থে—

সিদ্ধি ঘোঁটা হৈল হর হাসেন হরিষে।
বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাঁকিবেন কিসে॥
হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল।
ভারত কহিছে আর ছাঁকিয়া কি ফল॥

অর্থাৎ সিদ্ধি ঘোটনান্তে বস্ত্র দিয়া ছাঁকিয়া সকলেই অগ্রে মহামায়াকে নিবেদন করিয়া থাকেন, একারণ কবি উৎপ্রেক্ষা সম্বোধন দ্বারা এই বলিলেন যে যাঁহাকে নিবেদন করিবেন তাঁহারই আস্যদেশে বস্ত্র রহিয়াছে, সুতরাং আর ছাঁকিয়া আবশ্যক কি? আহা, এস্থলে ভারতচন্দ্রের কি চমৎকার কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে!

ঐ উপরোক্ত গ্রন্থের অন্য এক স্থলে কহি-য়া গিয়াছেন। যথা—

অন্নমান হইল গুঁড়া, না মিলিল খুদ কুঁড়া,
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভাতে যদ্যপি যায়, সাগর শুকায়ে যায়,
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মী ছাড়া॥

অর্থাৎ সকলেই যে লক্ষ্মীকে লক্ষ্মীর নিমিত্ত প্রার্থনা করে, সেই লক্ষ্মীই লক্ষ্মী ছাড়া হইলেন। অন্নাভাবে সদাশিবকে অন্ন দিতে পারিলেন না। কবির এই ভাব। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যা সুন্দর নামক গ্রন্থে—

তীর, তারা, উল্কা, বায়ু, শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা॥

অর্থাৎ যৎকালীন সুন্দর অশ্বারোহণে কাঞ্চিপুর হইতে বর্দ্ধমানে আগমন করিতেছিলেন ভারতচন্দ্র মহাশয় সেই অশ্বের দ্রুতগতির বিষয়ে তীর, তারা, উল্কা এবং বায়ু প্রভৃতিকে সম্বোধন করত এই বর্ণনা করিয়াছেন যে তোমরা কে বেগ শিক্ষার্থে গমন করিবা আইস, সুন্দরের অশ্বের দ্রুতগতি সন্দর্শন কর।

ঐ গ্রন্থে বিদ্যার রূপ বর্ণনায়—

কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥

অর্থাৎ বিদ্যা স্বীয় নয়ন ভঙ্গিমায় মৃগের অহঙ্কার হরণ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত কলঙ্কী শশধর স্বীয় অঙ্কে মৃগকে লইয়া ক্রন্দন করিতেছে। আহা, এস্থলে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবিতার কি চমৎকার ভাব ও মধুরতা!

কবিতাই সর্ব্ব মনোহরণীয়। যথা—কোন কবি কহিয়াছেন যে—

তয়া কবিতয়া কিম্বা তয়া বনিতয়া যয়া।
যস্য পদ বিন্যাস মাত্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া॥

অর্থাৎ সে কবিতা কবিতাই নহে, এবং সে বনিতা বনিতাই নহে, যাহার পদ বিন্যাস মাত্রেই মনকে অপহরণ করণে সমর্থ না হয়।

কবিতাই স্বাভাবিক সুখ প্রদায়িকা। এই কবিতার প্রতি যাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে স্বাভাবিক সুখ কখনই উৎপন্ন হয় না, যেমন মরুভূমিতে বীজ

বপন করিলে অঙ্কুরিত হয় না, প্রত্যুত বপন কর্ত্তারই পরিশ্রমমাত্র সার হয়, তেমনি কবিতা রসাস্বাদ বিহীন লোকের অন্তঃকরণ নিয়ত বিরস ভাবে অভিভূত থাকে মাত্র। অতএব যে মনুষ্য নির্ম্মল সুখের অনুভাব প্রার্থনা করেন, তিনি এই সর্ব্ব মনোহারিণী, সর্ব্ব সুখদায়িনী কবিতার সুমধুর রসাস্বাদে অনুরাগী হউন।

পদ্য।

যদি সদা সুখ চাও কবিতার ভক্ত।
ললিতা মধুর রসে একেবারে মত্ত॥
বনিতা কি সুখ দেয় কবিতার কাছে।
কবি জানে কবিতার কত ভার আছে॥
এ রস মধুর রস পেটে নাই যার।
অসার সংসার মাঝে বৃথা জন্ম তার॥
কি ফল বিফল জন্ম রসহীন মন।
মানুষ-তো নয় সেই পশুর মতন॥
কবিতার কত ভার না হয় বর্ণন।
কবি তার গুণ জানি করয়ে রতন॥
কবি কয়, কবি হয়, কবির মানস।

একবির চিত্ত যেন হয় মহানন্দ॥
সভ্য ভাব নাহি পায় স্বভাব না জানে।
অভাবে কোথায় কারে কেবা বল মানে॥

সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া
কখনই উক্তি করিও না।

মনে যাহা, সত্য কথা, জানহ নিশ্চয়।
মিথ্যা বলি, মিথ্যাকে, তার পরিচয়॥
পঙ্কজে বলিলে পঙ্ক নিশ্চয় যেমন।
সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ তার না যায় কখন॥
সেইরূপ সত্যে যদি মিথ্যা কেহ কয়।
সত্যের মাহাত্ম্য তার নাহি হয় ক্ষয়॥
মিছামিছি কোরে লোকে মিথ্যাবাদী কয়।
বাহে দেখে, কত লোকে, কত কথা কয়॥
অতএব তাই সব অনর্থ বচন।
সত্য ধনে, মিথ্যা বলে, কওনা কখন॥
মিথ্যারে বলিয়া সত্য উক্তি যদি কর।
সত্যরূপে তাহে নাহি পাবে সমাদর॥
মলেরে বিমল যদি বলে কোন জন।
তা হোলে কি মল হয় বিমল কখন॥

সেইরূপ মিথ্যা কভু, সত্য নাহি হয়।
পাপ কোথা পুণ্য বলি গণ্য হয়ে রয়? ॥
মিথ্যা আর মিথ্যা কথা এনো না বদনে।
সত্য কথা কহ যাহে সুখ পাবে মনে ॥
সত্যের আশ্রয় কর, সত্যসুখ পাবে।
সত্য কথা অবলম্বে সত্য ধামে যাবে ॥
যেরূপ বায়ুতে করে পুষ্প বিকশিত।
সেইরূপ সত্য বাক্যে হবে প্রফুল্লিত ॥
অতএব ভাই সব সত্য কও মুখে।
চিরকাল এক ভাবে রবে মন সুখে ॥

প্রিয় কথায় সকলের মনোরঞ্জন কর।

প্রিয়বাক্যে, সর্ব্বজনে কর সম্বোধন।
প্রিয়বাক্যে, অপ্রিয় না হয় কোন জন ॥
প্রিয়বাক্যে, রিপুগণে সদা কর বশ।
প্রিয়বাক্যে, সর্ব্ব ঠাঁই, পাবে পূর্ণ যশ ॥
প্রিয়বাক্যে, সেবা কর জননী চরণ।
প্রিয়বাক্যে, পর মন করহ হরণ ॥
প্রিয়বাক্যে, দীনজনে তোষহে সকলে।
প্রিয়বাক্যে, শীতল করহ ক্রোধানলে ॥

প্রিয়বাক্যে, একবাক্য, হও সর্ব্ব নর।
প্রিয়বাক্যে, সর্ব্ব ঠাঁই, পাবে সমাদর॥
প্রিয়বাক্যে, সবাকারে করহ আশ্রয়।
প্রিয়বাক্যে, শত্রু যেই, মিত্র সেই হয়॥
প্রিয়বাক্যে, প্রীতিপক্ষ, প্রতিপক্ষ জন।
প্রিয়বাক্যে, পৃথিবীতে প্রিয় নরগণ॥
প্রিয়বাক্যে, ধন দান কর সর্ব্ব নরে।
প্রিয়বাক্যে, ধর্ম্ম পাবে মানস গোচরে॥
প্রিয়জন, প্রিয়ধন, কর অন্বেষণ।
প্রিয় ফল, বিদ্যাবৃক্ষে, করহ ভক্ষণ॥
প্রিয় অতি জগতের প্রিয়বাক্য ফল।
প্রিয়জন যেই, জানে মহিমা সকল॥

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎব্যক্তির সঙ্গ লও।

সতের সংসর্গে সদা সহবাস করো।
নানা গুণযুক্ত তাহে হইবে অন্তরো॥
শীলতা ধীরতা আদি বহুগুণ পাবে।
শিষ্ট লোকে, তুষ্ট হোয়ে, সদা গুণ গাবে॥
না হবে করিতে আর, কুপথে ভ্রমণ।

দেশে দেশে ঘোষে কভু নাহি রবে মন ॥
পর উপকারে হবে, সর্ব্বদাই রত।
পরমার্থ পদে মন রহিবে নিয়ত ॥
এক মনে পিতা মাতা করিবে সেবন।
গুরুজন প্রতি ভক্তি রবে প্রতিক্ষণ ॥
পর সুখে সুখী হবে, দুঃখি পর দুঃখে।
স্বভাবে তুষিবে সবে সুধামাখা মুখে ॥
বোধ হবে, কত যেন আছ সুখ পাবে।
শিখরী সমান হোয়ে রবে স্থির ভাবে ॥
বিশেষতঃ ধৈর্য্য গুণে হইবে নিপুণ।
সর্ব্ব গুণাপেক্ষা হয়, প্রবল যে গুণ ॥
লোকে কয়, সৎসঙ্গে হয় কাশীবাস।
অসতের সঙ্গে ঘটি, উঠে সর্ব্বনাশ ॥
যেমন দুর্গন্ধ বস্তু, নির্ম্মল জীবনে।
মিশাইলে ভিন্ন ভাব, পায় সেই ক্ষণে ॥
সেইরূপ অসতেরা, সতের সহিত
মিশ্রিত হইয়া করে হিতে বিপরীত ॥
এ সব জানিলে সবে বুঝিবেক শেষ।
সুজনের সহবাসে, সন্তোষ বিশেষ ॥

মাতা পিতা প্রতি ভক্তি কর।

পিতা মাতা প্রতি, প্রীতি ভক্তির প্রকাশ।
করিলে সংসার মাঝে পুরে অভিলাষ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম যত দেখ সকলি অসার।
পিতা মাতা প্রতি ভক্তি সর্ব্ব ধর্ম্ম সার॥
যাঁহাদের করুণায় পৃথিবী দর্শন।
যাঁহাদের করুণায় জীবন ধারণ॥
যাঁহাদের করুণায় রোগে মুক্ত হলে।
যাঁহাদের করুণায় গণ্য ভূমণ্ডলে॥
যাঁহাদের করুণায় বিদ্যা উপার্জ্জন।
যতনে তাঁদের পদে রাখ সবে মন॥
নহিলে অখ্যাতি কত ঘোষিবে ভুবনে।
অকৃতজ্ঞ বলি জানিবেক সর্ব্ব জনে॥
ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি তোমার উপর।
হবেনাকো মনোদুঃখ, পাবে নিরন্তর॥
অতএব ভাই সব হিত কথা ধর।
জনক জননী প্রতি ভক্তি সদা কর॥

ধর্ম্মই সার সুখ।

বেদাগম পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।

মনুষ্য দুর্লভ জন্ম বহু দুঃখে হয়॥
সে দেহ ধরিয়া যেবা হয় বিদ্যাবান।
সকল নরের মধ্যে সে জন প্রধান॥
কিন্তু যদি ধর্ম্মপথে থাকে তার মন।
নতুবা বৃথায় বিদ্যা বিফল জীবন॥
ধর্ম্মপথে যার মন থাকে অনিবার।
ক্রমে ক্রমে হয় তার সুখের সঞ্চার॥
অধর্ম্মে যাহার মন থাকে নিরন্তর।
সে জনের ঘটে দুঃখ দুঃখের উপর॥
ধার্ম্মিক সকলে থাকে মানে হরষিত।
অধার্ম্মিক অপমানে রহে বিষাদিত॥
ধর্ম্মপথে থাকিলেই সদা সুখী হয়।
সুরাসুর আদি করি নরে শুধু নয়॥
তার সাক্ষ্য বিভীষণ অতি মহামতি।
ধর্ম্মের কারণে হয় লঙ্কাপুর পতি॥
তাহার গুণের কথা সর্ব্বজনে ঘোষে।
ধনে জনে মানে আছে পরম সন্তোষে॥
ধর্ম্মের কারণে রাজা হইল অমর।
কেহ নাহি তার সঙ্গে করয়ে সমর॥
অকণ্টকে অনায়াসে রাজ্য ভোগ করে।

স্তুতি পাঠে কত লোক আছে যোড় করে ॥
আর সেই ভূপতির ধর্মের কারণে।
মিত্রতা হইল দেখ শ্রীরামের সনে ॥
সদাশিব সদা সুখী লয়ে যার নাম।
বিভীষণ সখা তাতে পাইল সে রাম ॥
এমনি ধর্মের গুণ জানিবে বিশেষ।
ধর্ম্ম প্রতি তাই মন না করিবে দ্বেষ ॥
অধর্মের কত দোষ কহিব কি আর।
রাবণ তাহার ভাই সাক্ষ্য দেখ তার ॥
অধর্মের বশ হয়ে রাজা দশানন।
করে ছিল শ্রীরামের জানকী হরণ ॥
সেই পাপে লক্ষ পুত্র মরিল তাহার।
শেষে হয় সওয়া লক্ষ পৌত্রের সংহার ॥
অধর্মের পথে চিত্ত করিয়া নিয়োগ।
সম্মুখে দেখিল রাজা সবার বিয়োগ ॥
শোকানলে কলেবর বিশেষে দহিল।
বানরে বিপক্ষ হয়ে কতই কহিল ॥
অতি তুচ্ছ যে সবারে করিত গণনা।
তারা সবে বিধি মতে করিল লাঞ্ছনা ॥
রাজ দেহে শাখা মৃগ করে পদাঘাত।

পশ্চাতে রামের যুদ্ধে হইল নিপাত ॥
বিশেষ বুঝহ এই অধর্ম্মের মর্ম্ম।
অতএব ভাই সব কোরোনা অধর্ম্ম ॥
পরম সুখের পথ ধর্ম্ম পথ হয়।
এপথের পথিকেরা সুখী অতিশয় ॥
দুঃখ, এর ত্রিসীমায় নাহি পায় ঠাঁই।
এ পথেতে দস্যু ভয়, রৌদ্র, কাঁটা, নাই ॥
পথ শ্রান্তি, কিছুমাত্র, নাহি এক রতি।
এই পথ সুখাবহ সুনির্ম্মল অতি ॥
আহা মরি, এপথের পান্থ যে সকল।
প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ কিবা নয়ন যুগল ॥
মরি কি সুচারু প্রীতি প্রসন্ন বদন।
অমৃতে মিশ্রিত যেন মধুর বচন ॥
আহা, কিবা, শান্ত মূর্ত্তি স্বভাব সুন্দর।
কেমনই বা দয়াযুক্ত এদের অন্তর ॥
ইহাদের প্রতিরূপ দেখিলে নয়নে।
আনন্দের সীমা আর নাহি থাকে মনে ॥
ধর্ম্মই বিশুদ্ধ সুখ, অতি সুখময়।
সহায় সম্পদ, বল, বান্ধব আশ্রয় ॥
যেখানে, যে লোকে যত সুখ পাও সার।

ধর্ম্মই আধার তার ধর্ম্মই আধার॥
ধর্ম্মই সুখের পথ জগত ভিতর।
এপথে চলিলে হয় নির্ম্মল অন্তর॥
অন্য পথে, কত মতে. ঘটে কত ক্লেশ।
এপথে যাইবে যত, সন্তোষ বিশেষ॥
অন্য পথে কত জনে বিপক্ষতা করে।
এ পবিত্র পথে ভাই মিত্র সর্ব্ব নরে॥
অন্য পথ বাঁকা চোরা, চলা অতি ভার।
এ পথ সমান পথ নাহি ফের ফার॥
অন্য পথে শ্রান্তি আসি শান্তি করে দূর।
এ পথেতে শান্তি করে, শ্রান্তি দর্প চূর॥
অন্য পথে কত জনে, ভ্রম বশে রয়।
এ পথের পান্থ যারা, ভ্রান্ত তারা নয়॥
অতএব ভাই সব স্থির করি মন।
ধর্ম্ম পথে. মন সুখে, কর বিচরণ॥
অধর্ম্ম অশুচী পথ ভয়ঙ্কর অতি।
কোরোনা২ ভাই সেই পথে গতি॥
একবার গেলে আর ফিরিতে না পারে।
বিপাকে বিঘোরে পড়ি পরাণ হারাবে॥
পাপেতে তাপেতে হবে তাপিত অন্তর।

জ্বলিবেক মনে যেন অনল প্রখর ॥
পূণ্য যাবে ক্ষুন্ন হয়ে, পলাইয়ে দূরে।
না পারে দেখিতে মুখ সুখের মুকুরে ॥
অতএব ভাই সব, এ পথ ছাড়িয়া।
যাওং ধর্ম্ম পথে, সুখ পাবে গিয়া ॥

বড় হইতে যদ্যপি ইচ্ছা থাকে, তবে
তার মতন কর্ম্ম কর।

বড় যদি হোতে চাও থাকে অভিলাষ।
তার মত কর্ম্ম কর পূরিবেক আশ।
সুজনের সহ সুখে সহবাস কর।
দাক্ষিণ্য সৌজন্য আদি সাধু গুণ ধর ॥
সবাকারে, সমভাব যেন আপনার।
নিজ প্রাণ দিয়া কর পর উপকার।
মূর্খ জনে বিদ্যা দেও, দয়া কর দীনে।
মহারিপু, রিপুদলে, রাখহ অধীনে ॥
ক্ষুধার্ত্ত জনের ক্ষুধা করহ হরণ।
তৃষ্টার্ত্ত জনের তৃষ্টা কর নিবারণ ॥
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেও, অলসেরে শ্রম।
ভ্রম বশে, আছে যেই নাশো তার ভ্রম ॥

আপনার সুখ চেষ্টা না করিবে ভাই।
পর হিত, যাতে হয়, করিবেক তাই॥
যে জন আশ্রিত তব হইবে যখন।
কল্পতরু সম কর ছায়া বিতরণ॥
অহিত যে চায়, তার হিতে হও রত।
যাতে লোকে, ভাল বলে, কর সেই মত॥
এইরূপ কার্য্য যদি কর সব ভাই।
অবশ্যই বড় হবে জানিহ সবাই॥
কীর্ত্তিরূপ বৃক্ষেতে জন্মিবে বার মাস!
ফুটিবে সুখ্যাতি ফুল, ছুটিবে সুবাস॥

বন্ধুতা করিবার অগ্রে উত্তমরূপে
বিবেচনা করিও।

যদি কভু কোন জনে হেরিয়া নয়নে।
বন্ধুতা করিতে ইচ্ছা হয় তার মনে॥
তাহা হইলে, আগে জান লোক সে কেমন।
কিরূপ স্বভাব, ভাব, কিরূপ বা মন।
কিরূপ চরিত, রীত, কিরূপ আচার।
কিরূপ বা মনোভাব ব্যবহার তার॥
জ্ঞাত হোয়ে আগে তার এই সমুদয়।

পরে কর ইচ্ছামত, যাহা মনে লয় ॥
সকল বিষয়ে যদি মিলে তব মনে।
বন্ধুতা স্থাপন তবে কর দুইজনে ॥
নতুবা প্রথমে তার মৌখীক আমোদে।
প্রমোদিত হয়ে শেষ পড় না বিপদে ॥
কিছু দিন আগে তার ব্যাভার সহিত
হও পরিচিত সবে, হও পরিচিত ॥
নতুবা এমন লোক বহু দেখা যায়।
স্বার্থ লাভ হেতু সুধু মিত্রতা জানায় ॥
মুখেতে জানায় যেন কতই আপন।
দুঃখেতে না রয়, করে সুখে পলায়ন ॥
এই সব লোক কেহ মিত্র তব নয়।
স্বকার্য্যের হেতু সুধু মিত্র ভাবে রয় ॥
অতএব ভাই সব হও সাবধান।
এমন বন্ধুর হাতে সঁপিওনা প্রাণ ॥
না জেনে মনের ভাব, আপন ভেবোনা।
বন্ধুতা করণ পূর্ব্বে কোরো বিবেচনা ॥

সুখী তাহাকেই বলি, যাহার সকল
অবস্থা মনোমত।

তাহারেই সুখী বলি করি মান্যমান।
সকল অবস্থা যেই ভাবয়ে সমান॥
কি সুখে, কি দুঃখে, থাকে যে কালে যখন।
তাহাতেই সন্তোষেতে মগ্ন রাখে মন॥
সিংহাসনে মৃত্তিকায় সমান বিচার।
রাজ্য সুখে, ভিক্ষায়েতে ভেদ নাই যার॥
পুষ্প শয্যা শায়ী হোয়ে থাকয়ে যেমন।
কণ্টকের শয্যা হোলে তাতেও তেমন॥
এরূপ যে জন মন এরূপ যাহার।
সন্তোষেতে ভাসে সদা অন্তরে তাহার॥
সতত আনন্দ মনে, সুখ বনে চরে।
আশা রূপ উড়া পাখি কভু নাহি ধরে॥
জানে সেই, ধরিলেই, পলাইয়া যাবে।
দেহ দাঁড়ে শিকি দানা কভু নাহি খাবে॥
না মানিবে পোষ আর না মানিবে বল॥
ফুষ্ কোরে উড়ে যাবে কাটিয়া শিকল।
এইরূপ ভাবে যার, স্থির থাকে মন।
সুখীং এজগতে সুখী সেই জন॥

অতএব তাই সব কি বলিব আর ।
এরূপ করিলে পারে সন্তোষ অপার ॥
না দেখিবে অন্ধকার সব হবে আলো ।
যেরূপ অবস্থা তায় তুষ্ট থাকা ভাল ॥
বিবেচনা করি সবে দেখ একবার ।
আপনি অধীন কভু নহ আপনার ॥
যে দেহ ধরেছ ইহা অবস্থা অধীন ।
শৈশব যৌবন আর বার্দ্ধক্যেতে লীন ॥
এক গতে, আর আসে, স্থির কিছু নয় ।
এইরূপ সুখ দুঃখ জানিহ নিশ্চয় ॥
দিবা গতে নিশা যথা, নিশা গতে দিন ।
সেই রূপ সুখ দুঃখ মনের অধীন ॥
চক্রের সমান এরা ঘুরিছে দুজন ।
কখন কোথায় থাকে নাহি নিরূপণ ॥
ভানু গেলে অস্তাচলে, শশীর উদয় ।
সেইরূপ, সুখে দুঃখ, দুঃখে সুখ হয় ॥
যে ভাবে যখন যার হবে আগমন ।
সে তারে তখনি তায় কর আলিঙ্গন ॥
অতএব সুখ যদি চাহ সর্ব্বজন ।
সকল অবস্থা ভাব মনের মতন ॥

নীতি সার।

স্বভাব।

যদ্যাপি সহস্র ভার চিনির উপর।
রোপন করহ এক নিম তরুবর॥
প্রতিদিন, তাহে যদি, করিয়া যতন।
শত ভার দুগ্ধ দিয়া করহ সিঞ্চন॥
তথাপি এমনি হয় স্বভাব তাহার।
কদাপিও নহে নিম মধুময় তার॥
অতএব নিশ্চয় জানিবে বন্ধুগণ।
স্বভাব যেমন যার, না যায় কখন॥

কাম্য বস্তু।

কাম্য বস্তু উপভোগ যদি কর ভাই।
কামনা নিবৃত্তি তাহে কভু হবে নাই॥
প্রদীপ্ত অনলে যদি ঘৃত কর দান।
দ্বিগুণ জ্বলিবে অগ্নি হবেনা নির্ব্বাণ॥

ধর্ম্ম।

ধর্ম্মই কেবল এক মিত্রের আধার।
মৃত্যু কালে অনুগামী হয়েন সবার॥

আর২ দ্রব্য যত দেখি সমুদয়।
শরীরের সহ পাপ সকলই লয়॥

জ্ঞান।

পাইয়াছে জ্ঞানরূপ আঁখি যেইজন।
ইহ লোকে দোষে বদ্ধ রবে না কখন॥
রাগ আদি পরিত্যাগ করিবে সকল।
ধর্ম্মরূপ সঙ্গী সঙ্গে ভ্রমিবে কেবল॥
করিবেক সভাসহ মিষ্ট আলাপন।
যার বাক্যে জ্ঞান পাবে করিবে শ্রবণ॥

অধর্ম্ম।

অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হোয়ে পাপ চিন্তা যার।
সদ্গুণাদি সমুদয় নষ্ট হয় তার॥

হিংসা।

হিংসারূপ বৃক্ষে দেখ জগত মণ্ডলে।
ক্ষতি আর ক্লেশ এই দুই ফল ফলে॥
অতএব ভাই সব ধরহ বচন।
করোনা হৃদয় ক্ষেত্রে এ বৃক্ষ রোপন

ধন।

যে ধন রাখিছ ভাই করিয়া সঞ্চয়।
অন্যের কারণ তাহা আপনার নয়॥
যা করিবে দান, তাহা না হইবে ক্ষয়।
তোমারি রহিবে তাহা জানিহ নিশ্চয়॥
যথা মেঘে ধন বারি কর বরিষণ।
তথা কৃষকের হোক মঙ্গল ঘটন॥

বিপদ।

বিপদ বন্ধনে যদি পড়ে কোন জন।
আস্থা অঙ্গুলি দিয়া করিবা মোচন॥

ক্রোধ।

প্রজ্বলিত হয় যদি ক্রোধের অনল।
সুধা বারি দিয়া তায় করিবা শীতল॥

কৌশল।

কৌশল স্বরূপ অস্ত্র করিয়া ধারণ।
বিপদের গ্রন্থি সব করিবা ছেদন॥

বুদ্ধি।

বুদ্ধির প্রদীপ সভে করি প্রজ্বলিত।
পৃথিবী স্বরূপ গৃহ কর আলোকিত॥

ভয়।

ভয়রূপ বায়ুতে না হেলি কদাচন।
পর্ব্বত সমান স্থির থাক সর্ব্বজন॥

উপদেশ।

যার বাক্যে উপদেশ পাবে বিলক্ষণ।
তার বাক্যে বহুক্ষণ রাখিবে শ্রবণ॥

স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা লাভে যদি থাকয়ে বাসনা।
কামনারে খর্ব্ব কর পূরিবে কামনা॥
পরাধীন ধনী যেই পরবশে রয়।
তাহেয়ে স্বাধীন দীন সুখী অতিশয়॥

প্রশংসা।

আপনি প্রশংসা যদি না কর আপনে।
পরের তোষামোদ লাগিবে না মনে॥

পরামর্শ।

কিবা নীচ, কিবা উচ্চ, যেমন যে জন
সবাকার পরামর্শ করিবা গ্রহণ॥

রিপু।

রিপুরে না পার যদি বশ করিবারে।
নিশ্চয় তাহারা বশ করিবে তোমারে॥

গুণ।

যেই গুণে অধিকারী গুণী সেই জন।
সেই গুণে দ্বেষ নাহি করে কদাচন॥

দোষ।

অপর জনের দোষ করি দরশন।
জ্ঞানীগণে নিজদোষ করেন শোধন॥

অপরে করিলে দোষ, ক্ষমা তায় শ্রেয়।
আপনি আপনে কিন্তু নহেক বিধেয়॥

জীবন

জীবন স্বরূপ বৃক্ষ জানিহ কেবল।
সৌন্দর্য্য তাহার পুষ্প, ধর্ম্ম তার ফল॥

কপট বান্ধব।

অকপট শত্রু থাকা বরঞ্চ মঙ্গল।
কপট বান্ধবে তবু নাহি কিছু ফল॥

মনুষ্যের অলঙ্কার।

বিপদেতে ধৈর্য্য, ক্ষমা সম্পদ সময়
এই দুই মনুষ্যের অলঙ্কার হয়॥

নিন্দুক।

পরের অনিষ্টকারী নিন্দুক যে জন
সর্পের সমান তায় করহ বর্জ্জন॥

মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাবাদী যেই, সেই এইরূপ কয়।
মিথ্যা বিনা এ সংসার নির্ব্বাহ না হয়॥

সুশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তি।

পূর্ণিমার শুক্ল নিশা সহিত যেমন,
অমাবস্যা যামিনীর প্রভেদ দর্শন॥
সেইরূপ সুশিক্ষিত অশিক্ষিত জন।
মনোভাবে ভিন্নরূপে গণ্য অনুক্ষণ॥
অশিক্ষিত জন যেই, অজ্ঞানে আবৃত।
নিকৃষ্ট সুখেতে থাকে নিয়ত নিবৃত॥
নিকৃষ্ট কার্য্যেতে তার সদা মন লয়।
নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণ্য সেই হয়॥
কিন্তু হয় সুশিক্ষিত, সাধু যেই জন।
জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ সঙ্গে করে বিচরণ॥
নিত্য সুখে সদা মতি সত্য পথে মন।
মনে করে আছে যেন স্বর্গ নিকেতন॥
এ দুয়ের মনোভাব আলোচিলে মনে।
দুয়েরেই ভিন্ন বোধ, হয় ততক্ষণে॥
অশিক্ষিত যেই জন শিক্ষা নাহি পায়।

আবাল বার্দ্ধক্য তার পাপ কর্ম্মে যায়
জীবিকা সংক্রান্ত কার্য্য প্রধান তাহার।
সন্নিহিত বিষয়েতে আলোচনা তার॥
এরূপ যেজন সেই স্বদেশ ব্যতীত।
সর্ব্বদেশ বিষয়েই মূর্খ রূপে স্থিত॥
হয় তো অসীম বলি অবনী মণ্ডলে।
বিশ্বাস করিয়া ফেলে স্বীয় বুদ্ধি বলে॥
নাহি জানে পৃথিবীর আকৃতি কেমন।
অথবা না জানে এর কত আয়তন॥
জল স্থল উভয়ের ব্যবস্থা কি রূপ।
কিছুমাত্র নাহি জানে তাহার স্বরূপ॥
জানে কত দেশ আছয়ে ইহার।
কোথা কার কি প্রকার লোকের সঞ্চার॥
অথবা কি রূপ লোক থাকে কোন ঠাঁই।
আচার ব্যাভার ধর্ম্ম কি রূপ সবাই॥
তাহাদের রাজনীতি কেমন প্রকার।
নদ হ্রদ সরোবর কিরূপ তথার॥
কিরূপ সমুদ্র দ্বীপ ব্যবস্থায় স্থিত।
ভূচর খেচর জলচরেতে পূরিত॥
এসকল বিষয়েতে অশিক্ষিত জন।

পাখী পশু চাহিয়েও মূর্খ বিলক্ষণ ॥
কিন্তু দেখ সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র লোক।
হৃদয়ের তম হরে জ্বালি জ্ঞানালোক ॥
...রূপ সঙ্গি সাথে সুখ পথে ভ্রমে।
...রূপ কাননে না যায় কোন ক্রমে ॥
... দেশের যে থানে যা সকলি সে জানে।
...কিছুই রহে না গুপ্ত সে জনার স্থানে ॥
... না রূপ ভাবে তার পূর্ণ থাকে মন।
... নয়নে বিশ্ব করে বিলোকন ॥
... জানেতে যে২ রূপ কোথাকার ব্যাপার।
...কার যে প্রকার আচার ব্যাভার ॥
... দেশের সব করি আলোচনা।
...পুলকে সুখে ভ্রমে সেই জনা ॥
মিত্রগণ সহ মনোসুখে সেই জন।
...বাস সদালাপ করেন যখন ॥
সে সময় বহুবিধ দেশ বিদেশের।
প্রসঙ্গ করিয়া পান সুফল সুখের ॥
শীত, গ্রীষ্ম, জল, বায়ু, নগর, শাসন
ধর্ম্ম, বিদ্যা, ব্যবসায় কোথায় কেমন ॥
কোথা২ কি২ গ্রাম, সুখ কোন স্থলে।

আছেন সভ্যতা দেবী কোথা কুতূহলে ॥
এই সব বিষয়ের কথোপকথনে।
অপার সুখেতে ভাসে সুশিক্ষিত জনে ॥
প্রকৃতির নানা ভাব করি দরশন।
সুখ রাজ্যে মন তার করে বিচরণ ॥
অতএব সুশিক্ষিত জন নানা হয়।
অশিক্ষিত জন চেয়ে সুখী অতিশয়॥

পরোপকার।

আপনার হিত কভু না চাহিবে ভাই।
যাতে হয় পরহিত করিবেক তাই ॥
দেখহ শিখরী মাঝে নানা রত্ন ময়।
পরের কারণ তাহা আপনার নয় ॥
বৃক্ষেতে দেখহ চারু ফল ফুল ধরে।
ফলে সে পরের হেতু নহে তার তরে ॥
অতএব ভাই সব কি কহিব আর।
পর উপকারে রাখ মন আপনার।

যে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছ, তাহা পরো-
পকারার্থে দান কর।

যে প্রকার দিবাকর স্বীয় রশ্মিবলে।
শোষেণ সকল জল পৃথিবী মণ্ডলে॥
কালক্রমে পুন্যো তাহা কোলে প্রয়োজন।
বৃষ্টির ছলেতে সুখে করেন বর্ষণ॥
সেই রূপ ভাই সব সঞ্চিছ যে ধন।
দীন দুঃখি জনে কর সুখে বিতরণ॥
যেই রূপ দিনমণি কর দরশন।
সঞ্চয় দানেতে নাহি হয় ক্ষুব্ধ মন॥
সেই মত যেই ধন করিছ সঞ্চয়।
তাহা দানে ক্ষুব্ধ হওয়া উপযুক্ত নয়॥
অতএব ভাই সব শুরুক বচন।
সঞ্চয় দানেতে কভু হও না কৃপণ॥

বালক।

বালকের মত ভাই থাকহ সভাই।
মান আর অপমানে সুখ দুঃখ নাই॥
গৃহ পুত্র কন্যাদির নাহিক ভাবনা।
আপন আনন্দে সুখে থাক সর্ব্বজনা॥

সকল শাস্ত্রের সার গ্রহণ কর

নানা পুষ্প হোতে যথা ভৃঙ্গ লয় সার
সর্ব্বশাস্ত্র হৈতে সত্তে লও সে প্রকার ॥

নারী।

নারী মায়া রূপে যেই মানব পড়য়।
অনলে পতঙ্গ সম নিধন সে হয় ॥

মন।

একেতে যৌবন মন এক রূপ নয়।
তাকে যদি ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হয় ॥
বায়ুতে যেমন তরি সলিলে ডুবায়।
সেই রূপ করে মন বুদ্ধিনাশ তায় ॥

প্রশংসা।

প্রশংসার প্রিয় নাহি হয় যেই জন।
সে জন প্রশংসা লাভে না করে যতন

জিহ্বা অতিশয় ভয়ানক, অতএব ইহাকে
বশ কর।

যেজন নিয়ত ফিরি আপন কৌশলে।
তার লোকের ঘর পোড়ায় অনলে॥
সেজন বিহিত শাস্তি বিচারে রাজার।
অবশ্যই পেয়ে থাকে ক্ষমা নাহি তার॥
কিন্তু যেই জন স্বীয় রসনা অনলে।
পরের লোকের মন জ্বালায় স্বনলে॥
তার শাস্তি রাজার বিচারে মতে নাই।
যাহা ইচ্ছা তাহা করে স্বাধীন সদাই॥
কখনো আপনি কহে দোষ আপনার।
কখনো বা অপরের মিথ্যা সমাচার॥
দোষ করি এই রূপ কহে সেই জন।
শুনেছি যেমন আমি বলেছি তেমন॥
অন্যানলে গৃহস্থের গৃহ দগ্ধ হয়।
শিখা তার উচ্চ হয়ে ছুটে দেশময়॥
পোড়ায় প্রাচীর আদি কিছু রাখে নাই।
যত কিছু দেখা থাকে পুড়ে হয় ছাই॥
কোথা থাকে ঘর দ্বার কোথা লোক জন।
সমুদয় ভস্ম করি ফেলে ততক্ষণ॥

একরূপে যদিও তার তেজ বেড়ে যায়।
কমাইতে আছে তবু উত্তম উপায় ॥
দম্‌কল ছেড়ে যদি দেও একবার।
কোথা থাকে বল, সব নাশ পায় তার ॥
যদিও পোড়ায়ে ফেলে রাজ্য পথ দেশ।
তত্রাপিও অবশ্যই আছে তার শেষ ॥
কিন্তু সব ভাই মনে ভাবিয়া বিশেষ।
বল দেখি জিহ্বা অনলের কোথা শেষ ॥
এ অনলে দম্‌কলে সাধ্য করে কিবা।
আপনি আপন তেজে জ্বলে নিশি দিবা ॥
না মানে দেশের রাজা না মানে সাগর।
যার কাছে থাকে তারি অনিষ্ট আকর ॥
যদি বল তলবারে কারে নাহি মানে।
যারে পায় সমুখেতে মারে তায় প্রাণে ॥
তথাপিও জিহ্বা কাছে কোথা সেই লাগে।
খাপের ভিতরে ঢুকে আগে ভাগে ভাগে ॥
মনুষ্যের দন্ত হয় বর্ষা আর তীর।
তীক্ষ্ণ তলবার জিহ্বা নিজে নর বীর ॥
তলবারে যদি পায় এক জনে দুঃখ।
জিহ্বা তলবারে পায় সহস্রে অসুখ ॥

তলবারে ক্ষণিক বিবাদ মাত্র হয়।
জিহ্বা তলবারে ভাই তাহা কভু নয়॥
দুঃখপ্রদ কথা গুলি হয় এর ধার।
তাহাতে দগ্ধিয়া মারে অন্তর সবার॥
এ অস্ত্র ক্ষণিক নহে চিরকাল রহে।
এক রূপে এক ভাবে সবাকারে দহে॥
কাননে বসতি করে বন্য পশু যত।
ক্ষুধা হোলে হয় তারা ভয়ানক কত॥
কারেও না ক্ষমা করে মনে নাই দয়া।
পথে পেলে পথিকের কোরে ফেলে গয়া॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংসুক সকল।
প্রমত্ত মাতঙ্গ আদি ধরে বহু বল॥
যদিও ইহারা সবে বিষম দারুণ।
অথাচ জিহ্বার কাছে সর্ব্ব অংশে ন্যূন॥
অন্য পশু ছলে বলে পোষা যেতে পারে।
এ জিহ্বা পশুরে ভাই কে পুষিতে পারে॥
স্বাস্থ্য সুখ প্রতিপত্তি কুশলাদি যত।
জিহ্বা হোতে সকলই হয়ে যায় হত॥
অগ্নি, খড়্গ, পশু, যদি তিন এক হয়।
অথাচ জিহ্বার কাছে তৃণ তুল্য নয়॥

জিহ্বা হোতে বাঁচে লোক জিহ্বা হোতে মরে।
অতএব জিহ্বা বশ কর সর্ব্ব নরে॥
রসনারে বশে রাখ ভাই সমুদয়।
সকল বিষয়ে সুখী হবে অতিশয়॥
অন্য ইন্দ্রিয়েরে যদি জয় কর ভাই।
তাহে কভু জিতেন্দ্রিয় কেহ কহে নাই॥
রসনা জিনিলে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের জয়।
তা হোলেই সর্ব্ব জনে জিতেন্দ্রিয় কয়॥
রসনা ইন্দ্রিয় হয় বলবতি অতি।
এ রসে মজিলে বশ নষ্ট হয় মতি॥
বড়শী আহার তরে মরে মীনগণ।
অতএব জিহ্বা বশ কর সর্ব্বজন॥

সন্তোষ।

অসন্তোষ পরামূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখং॥

অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিরা সন্তোষপর, এবং মূঢ় জনেরাই অসন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থিতি করেন যেহেতু অর্থপিপাসু ব্যক্তিদিগের পিপাসার অন্ত নাই। সুতরাং সন্তোষই পরম সুখ

কোন রূপ দুঃখ উপস্থিতে, যে অবিকৃত ভাব তাহাকেই সন্তোষ কহে। অভাব না থাকিলেই, এই সন্তোষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তির অভাব আছে, সে ব্যক্তি কখনই সন্তোষী হইতে পারে না। সন্তোষচিত্তই সুখের আকর। ধনি ব্যক্তিরা নৃত্যগীতাদি শ্রবণে, পরদারাভিগমনে, লম্পটদিগের সহিত মিত্রতা করণে ও উচ্চ হওনাভিলাষে বৃথা ধন ব্যয় দ্বারা যত না সন্তোষ প্রাপ্ত হয়েন, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, তাহাদিগের এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে ততোধিক সন্তোষী হয়েন, অর্থাৎ ধনী সন্তানেরা যতক্ষণ এই সমস্ত বন্ধুগণ লইয়া নৃত্য গীত আমোদাদিতে মত্ত থাকেন, ততক্ষণ আনন্দ লাভ করিয়া সন্তোষী হয়েন বটে, কিন্তু এই সমস্ত বন্ধুরা স্ব২ গৃহে প্রস্থান করিলে পর, পুনরায় সেই চিন্তা আসিয়া, তাহাদিগের মনোসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আধিপত্য করিতে থাকে। সুতরাং সন্তোষ দূরে পলায়ন করে। পরদারাভিগমনে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্তে সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন বটে, কিন্তু পরি-

শেষ শরীরের অলসতা, মনের অস্থিরতা এবং অসুস্থতা, জ্ঞানের অচেতনতা, বুদ্ধির বিহীনতা ও ব্যাধির উপক্রমতাতে পরমায়ু থাকিতেও মৃত্যু মুখে পতিত হয়েন। লম্পটগণের সহিত সৌহৃদ্য রাখিলে, তাহারা ক্রমেং কুপরামর্শ দ্বারা কুকার্য্য ও কুপথে সমস্ত ধন ব্যয় করাইয়া অতলস্পর্শ দুঃখ সাগরে নিক্ষিপ্ত ক..., এবং পরিশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেও ছাড়ে না, আর, উচ্চ হওনাভিলাষে বাবুয়ানা প্রভৃতি স্বীয় মনোনীত বিষয়ে যে সমস্ত ধন ব্যয় করেন, তাহাও ক্ষণিক সুখের নিমিত্ত হইয়া, অবশেষে অসন্তোষের কারণ হয়। ইহাতে তাঁহারা কিপ্রকারে সন্তোষী হওনে সক্ষম হইবেন! সুতরাং সুখ, তাঁহাদিগের নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থিতি করে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা ধনিগণের এই সমস্ত কার্য্য দর্শনে অপার সন্তোষে মগ্ন হয়েন।

জ্ঞানী ও বোদ্ধা ব্যক্তিরা স্বীয় আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্কোচ করিলে অনায়াসেই সন্তোষরূপ সুখ সম্ভোগে সংতৃপ্ত হইতে পারেন। যাঁহার

যেরূপ সম্পত্তি, তিনি যদ্যপি তাহাতেই সেই রূপ সন্তোষ চিত্তে থাকেন, তাহা হইলে সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তদূর্দ্ধে উঠিলে, অর্থাৎ তাহা হইতে উৎকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হওনের ইচ্ছা করিলে নানাপ্রকার দুঃখ ও বিপদে পতিত হইতে

যে সমস্ত ব্যক্তি পরের ঐশ্বর্য্য কিম্বা খ্যাতি দর্শন করিলে অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহারা সন্তোষ রসাস্বাদী হইতে পারে না। যে সমস্ত ধনী মহোদয়ের, বিপুল বিভব থাকিতেও অভাবের সঞ্চার হয়, তাহাদিগকে কোন মতেই ধনী বলা যাইতে পারে না, বরং ইহাদিগের অপেক্ষা মধ্যবিত্ত অবস্থার ব্যক্তিদিগকে সহস্র গুণে ধনী ও সুখী বলা যাইতে পারে। যেহেতু তাঁহারা কি সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, যখন যে অবস্থায় থাকেন, তখন সেই অবস্থাকেই সকল অবস্থার সার জ্ঞান করেন। চিন্তা ও অভাব রূপ অনল তাহাদিগের মনকে দগ্ধ করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করিতেও পারে না। মনুষ্যেরা, যখন যেরূপ অসুখে থাকেন,

তখন তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করা উচিত। যথা, একদা এক নাবিক জাহাজের মাস্তুল হইতে পতিত হওয়াতে, তাহার পদ ভঙ্গ হইয়াছিল। তদ্দর্শনে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ অন্যান্য নাবিকগণ কহিতে লাগিল, ভাই তোমার পদভঙ্গ হওয়াতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি,। তাহাতে সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "ঘাড় ভঙ্গ হয় নাই যে, ইহাই আমার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক,, অর্থাৎ "পদ ভঙ্গ হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি ব্যতীত অন্য কোন সাংঘাতিক ভয় নাই; কিন্তু ঘাড় ভঙ্গ হইলে জীবন বিনাশেরই অধিক সম্ভাবনা ছিল,। এই বলিয়া, সে ব্যক্তি মহা নন্দে ও সন্তোষে ভাসিতে লাগিল। অতএব যে সময়ে যেপ্রকার অবস্থায় থাকা যায় সে সময়, তাহাতেই সন্তোষী হওয়া বিধেয়। অসন্তোষই মনুষ্যদিগকে অসন্তোষে রাখে।

এই সন্তোষ বিষয়ে, অনেকানেক ব্যক্তি অনেকানেক রূপ কথা কহিয়া থাকেন যথা—কেহ২ কহেন, যে অভাব হইতেই অ

মাদিগের সন্তোষ বিনষ্ট অর্থাৎ মনে দুঃখের সঞ্চার হয়। কেহ কহেন, যে জগদাধীপের সৃষ্টি মধ্যে ইহাই স্বাভাবিক, যে কেহবা সুখী এবং কেহবা দুঃখি হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। সকলেই যদি এককালীন সুখি অথবা দুঃখি হইতেন, তাহা হইলে অত্যাল্প কাল মধ্যেই সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টি লোপ পাইত। এই সমস্ত কারণের নিমিত্ত মনুষ্যকে কিছুতেই সন্তোষ বিতরণ করিতে পারে না। অসন্তোষের কারণ নাই, ইহা কেবল অকারণেরই হেতু এবং ইহাতে মনুষ্যকে নিরাশ ব্যতিত কখনই সন্তোষ রসাস্বাদী করে না।

যে ব্যক্তির মন একবার সন্তোষরূপ নির্ম্মল বারি দ্বারা প্রক্ষালিত করা হইয়াছে, সে ব্যক্তি কি সুখ কি দুঃখ সকল অবস্থাতেই সন্তোষের মুখ দর্শনে সমর্থ হয়! তৎকালে, ভয়, শোক, চিন্তা, ক্লেশাদি রিপু চয়, দেহ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন পরায়ন হয়। সন্তোষের শাসনে অসন্তোষ মনোমধ্যে ক্ষণকালও অবস্থান করিতে শক্ত হয় না। সন্তোষ সুধা

ব্যতীত কখনই মনের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, সন্তোষই সর্ব্ব সুখের নিদান। অতএব মহাত্মারা যখন যে অবস্থায় থাকেন, তখন সেই অবস্থাকে, সকল অবস্থার সার জ্ঞান করিয়া তাহাতেই তাঁহাদিগের সন্তোষ প্রকাশ করা বিধেয়।

নীতিসার।

প্রকাশ্যে করিতে যাহা, শক্তি নাহি হয়।
গোপনেতে তাহা করা যুক্তি যুক্ত নয়॥
অদৃষ্টের প্রতি মনে নির্ভর যে জন।
কাপুরুষ বলি তারে জানে জ্ঞানীগণ॥
দোষী প্রতি তত রোষ, করা শ্রেয় নয়।
যত তারে দয়া করা উপযুক্ত হয়॥
দীন হোতে লজ্জা যেই, পায় অতিশয়।
ধনী হোলে নিশ্চয় সে, অহঙ্কারী হয়॥

লোভ।

কোন দ্রব্যাদি গ্রহণের বা প্রাপ্ত হওনের স্পৃহাকে লোভ কহে। ইহাতে একপ অবগত

হওয়া যাইতেছে- যে দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা অথবা তাহা লাভ হওনাভিলাষে সদুপায়ের কিম্বা গর্হিত উপায়ের অনুসরণ করা তদ্বিষয়ে কিছু মাত্রই দোষ নাই।

অনভিমত লোভ অর্থাৎ নানাবিধ গর্হিত উপায়দ্বারা স্বীয় মন,তুষ্ট সাধন করাকে তৎপর হওয়া, অবশ্যই নিন্দনীয়। আহার্য্য ও বাব-হার্য্য দ্রব্যাদির প্রয়োজন বিষয়ে অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা রাখা অকর্ত্তব্য। কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানের অথবা বিদ্যানুশীলনের লালসা বৃদ্ধি করাই বিধেয়। লোভ, মনুষ্যের স্বাভাবিক। ইহার অভিপ্রেত কর্ম্ম সাধন করিতে হইলে নানা প্রকার অনিষ্টাচারে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইহাকে সৎপথে অনুগামী করাই উচিত।

এই লোভ রিপু বড় বিষম রিপু ইহার প্রভুত্বে মনুষ্যত্বের হানি হয়। ইহাই সমস্ত অন্যায় পাতকের এক প্রধান কারণ। এই লোভ রিপুর প্রাদুর্ভাব শৈশবকালে যদ্রূপ প্রবৌ

ক্ষিত হয়, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে তদ্রূপ নহে। বিবেচনামূঢ়, মূঢ় প্রকৃতি শিশুদিগের মন, বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে আকর্ষিত হয়, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা, যদি সায়াহ্ন কোন শিশুর নয়ন পথে সাক্ষাৎকাল স্বরূপ কাল ভুজঙ্গ পতিত হয় তাহা হইলে, সেই শিশু ঐ ভয়ানক শয়ানকর বিনীত বেনীর ন্যায় সুন্দর ও নানাবিধ চিত্র বিচিত্রাদি বিলোকনে বিমোহিত হইয়া কর প্রসারণ পূর্ব্বক তাহা আকর্ষণ করে। সর্প ও স্বীয় প্রকৃত্যানুযায়ী বিষপূরিত দসন দ্বারা, দংশন করিয়া অচিরে সেই অবোধ শিশুকে মৃত্যুর ভবনে প্রেরণ করে। কিন্তু একারণ স্বত্বে সেই জ্ঞান বিরহিত শিশুর কোন মতেই অপবাদ সম্ভবে না। অতএব যৎকালীন এরূপ প্রতীতি হইতেছে, যে শিশুরাও লোভ পরবশ হইয়া জ্ঞানাভাবে কৃতান্ত সদৃশ ভয়াকর ভুজঙ্গকে আকর্ষণ করে, তৎকালীন আমরা জ্ঞানী এরূপ বিলক্ষণ জ্ঞান থাকিতেও পাপরূপ ফণিকে ধরিয়া জীবন ও পরকাল নষ্ট করা অকর্ত্তব্য।

অতিশয় লোভ অতিশয় অনর্থের হেতু। এই বিষয়ে গল্পছলে এক অত্যুৎকৃষ্ট উপদেশ আছে। যথা কোন ব্যক্তি অত্যন্ত ধনলোভী হইয়া জগদীশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিল। উপাসনান্তে প্রার্থনা করিল, "হে দীননাথ! আমি যে দ্রব্য স্পর্শ করিব, তাহাই যেন স্বর্ণ হয়।"

উপাস্য দেবতা তাহার এই অপরিমেয় লোভের দণ্ড বিধানার্থে তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। তাহাতে উক্ত ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি আনন্দে মগ্ন হইয়া গৃহে আসিয়াই সম্মুখে যে দ্রব্য দর্শন করিল, তাহাই স্বর্ণ হউক বলিয়া স্পর্শ করণান্তর স্বীয় আকাঙ্ক্ষার কিঞ্চিত নিবৃত্তি করিল। পরে আহারীয় দ্রব্য লইয়া, আস্যদেশে প্রদান করা দূরে থাকুক স্পর্শ মাত্রেই স্বর্ণ হইল। তদ্দর্শনে, সে ব্যক্তির মনে হরিষে বিষাদ জন্মিল। পশ্চাৎ এই প্রকার অনুচিত লোভের সমুচিত ফলোপভোগ করিয়া আহারাভাবে অত্যল্প দিবস মধ্যেই অরুণ সুত সদনে গমন করিল। অতএব লোভের আতিশয্য,

অপকারের নিমিত্ত বলিতে হইবেক সন্দেহ কি ?

গর্হিত উপায় দ্বারা ধন সঞ্চয় করা অবিধেয়। নীচ ব্যক্তিরা জ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া পথিকদিগকে গোপনে বা নির্জ্জনে পাইলে তাহাদিগের প্রাণপর্য্যন্তও বিনাশ করিয়া থাকে। এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকে একত্র হইয়া ডাকাইতি বৃত্তি দ্বারা নির্দ্দোষী গৃহস্থের ভবনে প্রবেশ করিয়াও তাঁহাদিগের ধনের ও প্রাণের উপর কথনাতীত অত্যাচার প্রকাশ করে। ইহাদিগের কথা অন্তরে থাকুক, যে সমস্ত মহাত্মারা ভদ্রাভিমানে অভিভূত, তাঁহারাই সামান্য ধন লোভে বা উৎকোচ গ্রহণেচ্ছুক হইয়া কি না অপকর্ম্ম করিতেছেন ? বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে, একের সর্ব্বনাশ করিয়া অপরকে স্বর্গে তুলিয়া বসেন। অতএব এই কারণ জন্য লোভের বিরুদ্ধতাই প্রতীয়মান হইল।

এই লোভ রিপুকে সৎপথে আনয়ন করিলে ইহার দ্বারা অসংখ্যক উপকারজনক ফল লাভ

করা যাইতে পারে। বিদ্যানুশীলন, স্বদেশের মঙ্গল ও পরোপকার করণ প্রভৃতি, যে সদ্বিষয়ক লোভ, তাহাই উপকারের নিমিত্ত। ইহাতে যদিও ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তথাপিও সে ক্লেশ বাস্তবিক ক্লেশ নহে। যেহেতুক, এসকল বিষয়ক লোভে, অপর্য্যাপ্ত ক্লেশ স্বীকার করিলেও মনোমধ্যে সীমাশূন্য আনন্দের উদয় হইতে থাকে কিন্তু আদৌ এই আনন্দের আকাঙ্ক্ষা না হইলে সৎকর্ম্মে কোন ব্যক্তিরই মনে প্রবৃত্তি জন্মে না। এই আকাঙ্ক্ষাকেই লোভ কহে। অতএব এইরূপ সদ্বিষয়ক যে লোভ, তাহাই আবশ্যকীয়।

বাণিজ্য।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মসু।
তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং ভিক্ষাং নৈবচ ২॥

এই উপরোক্ত বচনাভিপ্রায়ে বাণিজ্য কৃষিকর্ম্ম, রাজসেবা, ও ভিক্ষা প্রভৃতি চতুষ্টয়ের মধ্যে বাণিজ্যেরই প্রাধান্য কীর্ত্তন কথিত হইল যে দেশের লোকেরা এই ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী হয়,

সে দেশের লোকেরা স্বল্প দিবস মধ্যেই সভ্যতার সোপানে আরোহণ করে। কারণ, তদ্দ্বারা এক জাতির সহিত অপর জাতির আত্মীয়তা জন্মে, এবং এক দেশের দ্রব্য, অন্য দেশে প্রেরিত হইবায় উভয় দেশীয় লোকেরাই অতি শীঘ্র ধনশালী ও শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠে।

বাণিজ্যই অর্থাগমোপায়ক। ইহার দ্বারা অতি দরিদ্র ব্যক্তিও একজন প্রধান ধনী হইতে সক্ষম হয়। বাণিজ্য সম্পূর্ণ সম্ভ্রম দায়ক এবং দেশ দেশান্তরীয় বহুল দ্রব্য সুলভকারক। ইহার দ্বারা মনুষ্যদিগের বিবিধপ্রকার উপকার লব্ধ হয়। যে দেশে বাণিজ্য পরিচালিত হয়, তদ্দেশীয় লোকেরা সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি লাভ করে। বাণিজ্য দ্বারাই বিদ্যা অসভ্যতা এক দেশ হইতে অন্য দেশে বিস্তারিত হইয়াছে ইহারদ্বারা বিশ্বনিয়ন্তার অলৌকিক শক্তির প্রমাণ প্রতীক্ষণ করা যায়। অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ার্থে স্বদেশ, বিদেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থলে ও সাগর, উপসাগর, তরঙ্গিনী, স্রোতস্বিনী সরিত, হ্রদ, মহাহ্রদ, প্রভৃতি জলপদবীতে গমন

করিলে, তত্রত্য ফলিত কুসুমিত নূতনং শোভা সংযুক্ত বন উপবন দর্শনে, ও নানাজাতি বিহঙ্গ কুলের মনঃহরণীয় মধুময় মঞ্জুল ধ্বনী শ্রবণে, জীব সমূহের মনে, সীমাশূন্য আনন্দ রসের স ঞ্চার হয় এবং জগদীশ্বরের সৃষ্ট এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ দর্শনাদি করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিত্তক্ষেত্রে অসাধারণ ভক্তি রসের উদয় হয়। এবং সকলেই একাগ্রচিত্তে বিশ্ববিধাতার গুণ কীর্ত্তন করে। সুতরাং বানিজ্য রত্ন সামান্য রত্ন নহে। এই বানিজ্য কর্ম্মে সাহসের অত্যন্ত আবশ্যাক করে। এই বানিজ্যকে অবলম্বন করি য়া সাহস পূর্ব্বক অতীব দূরবর্ত্তী দেশে ও অত নস্পর্শ ভীমতর বারিনিধি তরঙ্গোপরি গমনা গমন করিলে অর্থাৎ কল্পিত ধনাগম প্রবলা শয়ে সাহস পূর্ব্বক এই বানিজ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে অপূর্ব্ব ফল লাভ করণে সক্ষম হওয়া যায়। সমুদ্র তটস্থ এবং লোক গমনাগমনের উপায় বিশিষ্ট দেশসমূহ অন্যান্য দেশাপেক্ষা অতি শীঘ্র সভ্য হয়। যে দেশের লোকেরা, স্ব দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাহাজারোহণ দ্বারা

জলপথে পরিভ্রমণ করে, এবং অপর দেশীয় লোকদিগকে আপনাদিগের দেশে আগমনে ও বাণিজ্য করণে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক করে না, সেই দেশীয় ব্যক্তিরাই কেবল, এক উপকারজনক ফল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তদ্বিপরিত্যে, যে দেশস্থ লোকেরা চিরকালই জন্মভূমিতে অধিবাস করিয়া অপরাপর দেশ গমনে অসম্মত ও অপরাপর দেশীয় লোকদিগকে আপনাদিগের দেশে আগমন করিতে দিতে পরিত্যক্ত হয়, তাহারা কোন ক্রমেই জ্ঞানী ও সভ্য হইতে পারে না। চীন দেশীয় লোকেরা যদি অতিশয় পুরাতন জাতি বটে, তত্রাচ তাহারা এই কুস্বভাবাক্রান্ত হওয়াতে অদ্যাবধিও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। অতএব এই কুসংস্কারকে দূরীভূত করিয়া না দিলে, কোন মতেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

মূর্খের অশেষ দোষ।

পশুর সমান যত মূর্খের ব্যাভার।
তাহারা ঢাকিয়া রাখে গুণ সবাকার॥

যেমন নিবিড় মেঘে ভানু আচ্ছাদয়।
সেই রূপ মূর্খে ঢাকে গুণ সমুদয়॥
মূর্খগণে কৃষ্ণ সর্প সমান হইয়া।
পরের অনিষ্ট ছিদ্র ভ্রমে অন্বেষিয়া॥
কুকার্য্য করিলে মূর্খে লোকে হাসি কয়।
মূর্খের অশেষ দোষ জানি সমুদয়॥
মূর্খের অকার্য্য কার্য্য নাহি ত্রিভুবনে।
ইচ্ছামত কর্ম্ম করি ক্ষোভ পায় মনে॥
মূর্খ লোকে সদা বিবেচনা বিরহিত।
তাহাদের চিত্ত থাকে নিত্যই বিকৃত॥
যেই দেখে, সেই তায় করে অবহেলা।
বাহির হইলে পথে লোকে মারে ঢেলা॥
সকলেই মূর্খ বলি ঘৃণা করে তায়।
যথায় তথায় যায়, আদর না পায়॥
মূর্খের, মূর্খতা দোষ প্রধান আশ্রয়।
পর হিংসাধর্ম্মে সেই সততই রয়॥
সঙ্গে২ ফেরে তার সঙ্গী অহঙ্কার।
পর উপকার তার অনিষ্ট আচার॥
মূর্খের জীবনে ফল কিছুমাত্র নাই।
ধরা শুধু ভারাক্রান্তা থাকেন সদাই॥

মূর্খের জনম মাত্র জেনো বন্ধুগণ।
জননীর যন্ত্রণার প্রধান কারণ ॥
অতএব ভাই সব হিত কথা ধর।
এই দোষ দেহ হোতে শীঘ্র দূর কর ॥

স্বাধীনতা।

"স্বাধীনতা" আহা! এই মনোহর শব্দটা যে কি পর্যান্ত মধুর তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। মানবজাতির মধ্যে যে ব্যক্তি আজন্মকাল এই স্বাধীনতার সুখে বঞ্চিত আছে, তাহারাও এই শব্দটী শ্রবণ করিয়া পুলকে প্রফুল্লিত হইতে থাকে. যে ব্যক্তি জগদীশ্বরের কৃপায় এই মহৎ সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ, পৃথিবীতে সেই ব্যক্তির জীবন ধারণ করা সার্থক। পরাধীনাবস্থায় যে সমস্ত দুঃখ উপভোগ করিতে হয়, তৎপ্রমাণার্থ আমাদিগকে অধিক দূর অন্বেষন করিবার আবশ্যক করে না সামান্য পশু পক্ষি প্রভৃতির প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ইহার সম্যক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইবেক। দেখুন, তাহাদিগের মধ্যে যাহা

স্বেচ্ছাধীনস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক তৃণ পত্রাদি আ-হার করিয়া যেরূপ তৃপ্তি সুখাস্বাদন করে তন্মধ্যে অপর যাহারা মনুষ্য কর্ত্তৃক গৃহ বা পিঞ্জর বদ্ধ হয়, তাহারা ইহাদিগের অপেক্ষা উত্তম আহার প্রাপ্ত হইয়াও তদনুরূপ সুখ সম্ভোগ করণে সক্ষম হয় না। আহা! জগদীশ্বর এই সমস্ত পক্ষিদিগকে শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ কারণ যে অসাধারণ ক্ষমতাপর্ণ করিয়াছেন মনুষ্যকর্ত্তৃক পিঞ্জর বদ্ধ হইবাতে ইহারা সেই অঞ্চিত ক্ষমতায় বঞ্চিত হইয়া কি দুঃখেই কাল-ক্ষেপণ করিতে থাকে! কিন্তু ঈশ্বরানুকম্পায় ইহারা যদ্যপি পুনরায় সেই স্বাধীনতারূপ সুখ সম্ভোগে সক্ষম হয় তাহা হইলে, ইহাদিগের অ-পার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। মনুষ্যজাতীর পক্ষেও সেইরূপ। যে সময়ে তাঁহারা স্বাধীন থাকেন অর্থাৎ আপনাদিগের অধীনে আপনারাই চলিয়া থাকেন। যে সময় সকলেই আপনাপন অভিলাষানুসারে আপনাদিগেরই কার্য্যাবধা-রণ করেন। যে সময় স্ব২ মঙ্গলাভিধায়ক কার্য্য সম্পন্নার্থে তাঁহাদিগকে অপরের নিকট

বৃথা প্রশংসা অর্থাৎ তোষামোদ করিতে না হয় সে সময়ে তাঁহারা এক প্রকাশনীয় এবং অতুলনীয় সুখের আস্বাদন প্রাপ্ত হইতে থাকেন।

যেপ্রকার কোকিল, পাপিয়া, সেরাজ, শামা বুলবুল প্রভৃতি সুস্বরযুক্ত গায়ক পক্ষিদিগকে পিঞ্জর বদ্ধ করিয়া অর্থাৎ অধীনে রাখিলে তদ্দ্বারা তাহাদিগের সেই মনমোহিতকারী সুস্বর সমূহ এবং মনানন্দাদি সেই পিঞ্জরেতেই লয় পায় অর্থাৎ তাহারা উৎকৃষ্টরূপে সুশ্রাব্য সঙ্গীত করণে সক্ষম হইলেও অধীনতাবস্থায় থাকে অসুখজন্য এই বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া নিরবে উপবেশন করিয়া থাকে। কিন্তু সেই পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দিলে অর্থাৎ স্বাধীনতা সমর্পিলে, তাহারা উড্ডীয়মান হওন পূর্ব্বক অরণ্য মধ্যে বৃক্ষোপরি উপবেশন করিয়া এমত সুধারসাভিষিক্ত স্বরে সঙ্গীত করে, যে স্বর্গ-পুরী হইতে বিদ্যাধরীরাও তাহাদিগের সেই সঙ্গীত সুধা রসাস্বাদন হেতু পৃথিবী তলে অবতীর্ণা হয়। সেই প্রকার ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা অধীনতারূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিলে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম সং-

ক্রান্ত কার্য্যের ইচ্ছা প্রভৃতি সকলই সেই পিঞ্জরে বিলয় পায়। কিন্তু তাঁহাদিগকে যদ্যপি স্বাধীনতা সমর্পণ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা এই ধরিত্রী সতীকে ধর্ম্মেরই আলয় করিয়া ফেলেন, এবং সুখকে আহ্বান করেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই দেশের অমঙ্গল বিনাশ প্রাপ্ত এবং মঙ্গল সমাগত হয়।

কিন্তু তদ্বিপরিত্যে যেপ্রকার পেঁচক পক্ষিকে পিঞ্জর বদ্ধ রাখিলে সে তৎকালীন নিরব হইয়া থাকে বটে, কিন্তু স্বাধীনতা পাইলেই এককালীন বায়ুকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করত এরূপ কর্কশ স্বরে চীৎকার করে, যে, মনুষ্যেরা কর্ণে করার্পণ না করিয়া কোন ক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সেই প্রকার দুষ্ট ব্যক্তিকে অধীনে রাখিলে, সে তৎকালীন দৌরাত্ম্য প্রকাশ করণে ক্ষান্ত হয় বটে, কিন্তু, স্বাধীনতা পাইলে একেবারেই অপরাপর ব্যক্তিদিগের সৎপ্রবৃত্তি রূপ বায়ুকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্পের ন্যায় পরের অনিষ্ট স্বরূপ ছিদ্রান্বেষণ করত নানা স্থানে

পরিভ্রমণ করিতে থাকে। পরিশেষে আপনি
আপনার দুঃখের মূল হয়।

যেপ্রকার প্রকৃতির কর দ্বারা ক্ষুদ্রং চার
সকল প্রতিপালিত হওন প্রযুক্ত ক্রমশঃ পং
পুষ্পে সুশোভিত হইয়া স্বেচ্ছানুযায়িক বর্দ্ধিষ্ণু
হইতে থাকে। সেইরূপ মনুষ্যেরা স্বাধীনত
রূপ অমূল্য রত্ন লাভ করিতে পারিলে, তদ্দ্বার
ক্রমশই তাহারা সভ্যতার সোপানে আরোহ
করিতে থাকে। যে সময়ে স্বাধীনতা, রোম
নগরীকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, সেই সময়
রোমনগরী অসংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রস
করিয়াছিলেন। তৎকালীন-ঐ স্বাধীনতাদ্বারা
স্বদেশেপ্রিয়তা তদ্দেশস্থ জ্ঞানী ব্যক্তিদিগে
মনকে উত্তেজিত করিয়াছিল। এই স্বাধীন-
তার ফল রোমীয় জাতীর মধ্যেই সাতিশ
খ্যাতাপন্ন ছিল। তাহারা সময়ের গুণে ক্রমে
পৃথিবীস্থ অনেক রাজ্যকেই আপনাদিগের
অধীনে আনিয়াছিল। এবং আপনাদিগের
মহত্ত্বের চিরস্মরণার্থে ঐ সমস্ত স্থানের ব্যক্তি
দিগকে তাঁহাদিগের সাহিত্য বিদ্যা, নীতি বিদ্য

এবং দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু যৎকালীন উক্ত দেশে রাজা ও প্রজা পরস্পরে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে স্বাধীনতা পলায়ন পরায়ণ হইয়াছিলেন, তৎকালীন উক্ত রোম রাজ্যের দুরবস্থার আর পরিসীমা ছিল না।

যাহারা স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত তাহারা কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারে না। দুঃখই তাহাদিগের সঙ্গের সঙ্গী হয়। হা! এক্ষণে কাফ্রি জাতির দুরবস্থা ও দুঃখের বিষয় কি বর্ণনা করিব। তাহারা যাবজ্জীবন কেবল বিদেশস্থ লোকদিগের অধীনেই কর্ম্ম করিতেছে। সুতরাং তাহারা স্বাধীনতাই বা কি এবং জন্মভূমিই বা কোথা তাহার কিছুমাত্রই জানিতে পারে না। আহা! স্বাধীন মনুষ্যের যে সুখ তাহাতে তাহারা চিরকালই বঞ্চিত রহিল। তাহারা অরুণোদয় কাল হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত ক্রমাগতই পরিশ্রমের দাস হইয়া রহিয়াছে এবং অসহনীয় বোঝা সকল পৃষ্ঠে লইয়া অনায়াসেই বহন এবং সহ্য করিতেছে। কিন্তু হায়! তত্রাপিও তাহারা সেই সকল শ্রমের

কল, ভ্রমেও পাইতেছে না। ইহাদিগের সমস্ত দুঃখোপভোগের মূল কারণ কেবল নতা অর্থাৎ স্বাধীনতা রূপ মহৎসুখে ব হওয়াতেই ইহারা এবম্ভূত দুর্দ্দশাপন্ন য়াছে॥

স্বাধীনতা যে স্থানে বিদ্যমান নাই তথায় রূপ শক্তি ভ্রমেও অবস্থান করে না। স্বাধীন সময়েই মনুষ্যদিগের জ্ঞাননেত্র রুন্মিলন বিদ্যার অনুশীলন বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে আমাদি র এই ভারৎবর্ষেয় স্বাধীনতার বিষয়ে কি বলা উচিত, যেহেতুক এস্থানেও স্বাধীনতা এ কালীন বিদ্যমান ছিল। হিন্দুস্থানের পুরাবৃত্ত প করিলে এমত বোধ হইবেক যে স্বাধীনতা যে মহা২ জ্ঞানী ও পণ্ডিত মহাশয়েরা আসি অবনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপ্রমা রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা নব রত্নে বিভূষি ছিল। এবং তন্মধ্যে মহাকবি কালিদাসই এ প্রধান রত্ন রূপে গণ্য ছিলেন। যে সময়ে এই দেশ স্বাধীনাবস্থায় ছিল, সেই সময়ে জ্ঞানী ম আরা স্বাধীনতার প্রভাবে শিল্প বিদ্যার সাহিত

বিদ্যার এবং দর্শন শাস্ত্রের যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অদ্যাবধিও তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু হায়, এক্ষণে সেই হিন্দুরা কি দুরবস্থাতেই পতিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সে স্বাধীনতাও নাই, সে একতাও নাই এবং সে প্রকার জ্ঞানালোচনাও নাই। অতএব হে দেশস্থ বন্ধুগণ, আপনারা আর কতদিন অধীনতা রূপ কাল নিদ্রায় অভিভূত থাকিবেন, গাত্রোত্থান করুন। সকলে একবাক্য হউন, তাহা হইলে জ্ঞানের অনুশীলনা বৃদ্ধি পাইয়া স্বাধীনতা রূপ সুখ লাভে সক্ষম হইতে পারিবেন॥

স্বাধীনতা আহা এই শব্দ মনোহর।
শুনিলে যুড়ায় কর্ণ প্রফুল্ল অন্তর॥
যে জন আজন্মকাল এ সুখে বঞ্চিত।
এ নাম শুনেও সেই হয় হরষিত॥
দেখ দেখি বনবাসি পাখিগণ যত।
স্বাধীনতা গুণে বনে গান করে কত॥
তাহাদের মিষ্ট স্বরে, তুষ্ট করে মন।

ঠিক যেন ইন্দ্রপুরে অপ্সরা কীর্ত্তন॥
কলে যদি ধরি পাখি কলে বা কৌশলে।
রাখহ পিঞ্জর বদ্ধ করি নিজ বলে॥
তা হলে সে রব আর শুনিতে না পাবে।
নিরাহারে নিরবেতে পাখিমারা যাবে॥
স্বাধীনতা দিলে কিন্তু গাবে হেন গান।
স্বর্গ বিদ্যাধরী আসি পাতিবেক কান॥
হইবে সুস্নিগ্ধ স্বরে বিমুগ্ধ সবাই।
যে সে কবে আহা হেন স্বর শুনি নাই॥
অতএব ইহাতেই হোতেছে প্রতীত।
স্বাধীনতা সুখময় রতন নিশ্চিত॥
এরতন সঞ্চয়নে সক্ষম যে জন।
তার সম সুখী কেহ না হয় কখন॥
তাই বলি, ভাই সব হও এক মত।
অবশ্যই নিরখিবে এই সুখ পথ॥

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে কিং দুর্নীত প্রচলিত আছে।

দেশের দারুন দুখ, দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।

লিখিতে লেখনী কাঁদে, ম্লান মুখ মসী ছাঁদে,
শোক অশ্রু করে বরিষণ,, ॥

বিদ্যার আলোচনাতে এদেশের লোকদি-গের স্বচরাচর প্রবৃত্তি নাই। তজ্জন্যই নানা প্রকার দুর্নীতি ও সেই দুর্নীত্যনুসারেই এ দেশের সম্যক মঙ্গলোন্নতি হইতেছে না। এ বিষয়ে বোধ করি কাহারও কোন আপত্তি উপ্থাপিত হইতে পারিবে না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর যতই হেতুবাদ প্রদর্শিত হইতে থাকিবেক ততই প্রাজ্ঞ জনেরা, দেশীয় লৌকিক দুর্নীতির নিরা-করণ ও সুনীতি সংস্থাপনের চেষ্টা পাইবেন সন্দেহ নাই।

জাত্যভিমান এই দুর্নীতির এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। যেহেতু জাতি অর্থে যে জন্মিয়াছে, এইমাত্র বুঝায়। তবেই জাত মাত্র-কে জাতি বলা যাইতে পারে। যেমন মনুষ্য জাতি পশু-জাতি, পক্ষি জাতি উদ্ভিদ জাতি, ই-ত্যাদি। ফলতঃ যথার্থ পক্ষে, জাতি বিবেচনা করিলে, অভিমান কোন দেহক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। কিন্তু অভিমানও যেখানে

অযথার্থ পক্ষ, সেই খানেই বিদ্যমান থাকে। যদি ও আমাদিগের মনুষ্যলোকে, ধর্ম্মের অনুসারে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতিরা ভ্রমাত্মক নামমাত্র জাতি পদ বাচ্য হইয়াছে, তথাচ অস্মৎ হিন্দুদিগকেই অভিমানের দাসত্ব রূপ লৌহময় দৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে দেখা যায়।

স্বাধীনতা লাভ করা বলবানের কার্য্য। যে খানে বল আছে, অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক শক্তির প্রাধান্য হইয়াছে, সেখানে অভিমান স্থান পায় না। কারণ, কায় মানসিক বলে প্রভাবে স্বতঃকার্য্য সিদ্ধ করিয়া উঠে। ঐ স্থলে অভিমানের সাহচর্য্য অনাবশ্যক। কিন্তু যে খানে কায়িক মানসিক বলের সম্বল নাই এবং উভয় পক্ষেই দুর্ব্বলতা, সেই খানেই অভিমানের বলবত্তা হইয়া থাকে। যথা, স্ত্রীলোক, বালক- বৃদ্ধ, রোগী প্রভৃতি অবলা ও অবল লোকদিগের কথা মাত্রের ত্রুটিতে ঘোরতর অভিমান হয়, এ দৃষ্টান্ত, যদিও প্রসঙ্গের অঙ্গীভূত না হউক, তথাচ কথঞ্চিত সংলগ্ন হইতে পারে। যেহেতু যে জাতি বহু কালাবধি স্বা

ধীনতাচ্যুত হইয়াছে, এবং পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে, সে জাতির কায়মানসিক বল, সুতরাং দুর্ব্বল হইবেক। আর যে জাতি অপেক্ষাকৃতরূপে অল্প কাল মাত্র পরাধীনত্ব রূপ আপদ আপন্ন হইয়াছে, সে জাতিও তাদৃশ অপেক্ষাকৃতরূপে কিঞ্চিন্মাত্র কায় মানসে দুর্ব্বল হইয়াছে। এবং যে জাতি সর্ব্ব সম্মত স্বাধীন, তাহারা সুতরাং কায়মানসিক উভয় বলে বলবত্তম হইয়াছে সন্দেহ কি।

ইংরাজ জাতির শারীরিক ও মানসিক বল বুদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতি এবং বিদ্যা বিষয়েরও অনুশীলন বৃদ্ধি হওয়াতে, তাহারা ক্রমশঃই সভ্যতার সোপানাধিরূঢ় হইতেছে, এবং দুর্নীতি সমূহকেও দেশ হইতে ক্রমেং দূরীভূত করিয়া দিতেছে। বিশেষত জাত্যভিমানের মস্তকে এক প্রকার পদাঘাত করাতে তাহারা আর অপর্য্যাপ্ত আনন্দ সুখ অনুভব করিয়া স্বচ্ছন্দে সময়াতিপাত করিতেছে।

ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের কথা কি কহিব, ইহারা অত্যল্পকাল বিগত হইল স্বাধীনতা

হইতে অন্তর হইয়াছে এবং এই নিমিত্তেই ইহাদিগের শক্তিও অনেক হ্রাস পাইয়াছে ফলে হিন্দুগণাপেক্ষা, অদ্যাবধিও তাহাদিগকে অনেকাংশে বলবান ও সাহসী দেখা যায় তাহারা অদ্যাবধিও অনেকানেক স্থানে বল বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। জাত্যভিমান ইহাদিগের মধ্যে বড় দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, ইহাদিগের বিষয় আর অধিক উল্লেখ করিতে উৎসুক নাহি, যেহেতু আমাদিগের হিন্দু ভায়াগণের বিষয়ই লিখিয়া শেষ করা যায় না!

ওরে দুরাচার জাত্যভিমান। তুই কি সকল স্থানেতেই অপমানিত হইয়া, পরিশেষ, বলহীন হিন্দু জাতিদিগের উপর বল বিক্রম প্রকাশ করিতেছিস্। নির্ব্বলীর উপর বল প্রকাশ করা কি বলীর ধর্ম্ম। এবং ইহাই কি যুক্তি সিদ্ধ কর্ম্ম। তুই তাহাদিগকে স্বাধীনতা সূর্য্যোদ কীরণহইতে কি একেবারেই অধীনতারূপ ঘোর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করিলি? তাহাদিগের পরস্পরের একতা রজ্জু কি একেবারেই উচ্ছেদ করিলি

হিন্দুজাতির দুঃখ দর্শনে তোরমনে কি বিন্দুমাত্র ও দয়ার সঞ্চার হয় না? আর তাহাদিগকে কত কাল প্রজ্বলিত দুঃখানলে দগ্ধীভূত করিবি? ওরে পাপীষ্ঠপামর জাত্যাভিমান, তুই কি এমনই নির্দয় হইয়াছিস্ যে হিন্দুদিগের হৃদয়সিংহাসন হইতে আর কোথাও গমন করিবি না, ও জাতাভিমান, সকলেইতো সময়ানুক্রমে কৃতান্ত কবলে পতিত হইতেছে। তোরে কি কৃতান্ত ভ্রান্তি বশতঃ একান্তই ভুলিয়াগিয়াছে, তুই কি অমর হইয়াছিস্, তোর কি মরণ নাই।

সময়ে সকল যায় শমন ভবন।
জাতি অভিমান বুঝি রবে আমরণ॥
হিঁদুদের হৃদয়ের সিংহাসন পেয়ে।
বসিয়াছে তাদের সুখের মাথা খেয়ে॥
স্বাধীনতা আদি সব নষ্ট করি দিল।
একতার একটুকু কিছু না রাখিল॥
যাহাহোক অবশ্যই করুণানিধান।
হিন্দুদের হেন দিন করিবেন দান॥
যেই দিন জ্ঞান অসি হাতে লয়ে এঁটে।
জাতি অভিমানে সবে ফেলিবেক কেটে॥

এই জাত্যভিমান দ্বারা হিন্দুদিগকে এক কালীন অপদার্থ করিয়া তুলিয়াছে। কৌলিন্য এবং অকৌলিন্য এই দুই ইহার প্রধান আনুস-ঙ্গিক। এতদুভয় ব্যবহার প্রায় সচরাচর সমান রূপে প্রচলিত আছে। যথা প্রথমতঃ কায়স্থ দিগের মধ্যে মুখ্য কুলীন ভায়ারা, যেরূপ প্রতি নয়তই অভিমানের পথে পরিভ্রমণ করিয়া থা-কেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে পরিলিখিত হইল। অধিক লিখিবার প্রয়োজনাভাব। যেহেতুক ইঁহাদিগের দ্বারা অস্মদ্দেশে যে সমস্ত দুর্নীতি প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। যথা কোন২ মুখ্য কুলীন ভায়া মস্তকোপরি অভিমানের মুকুট ধারণ করতঃ কহেন, যে

মুখ্য কুলীনের আমি হই জ্যেষ্ঠ ছেলে।
জাত হবে তার সাথে একত্তরে খেলে॥

এই রূপ অধিকন্তু কুলীন ব্যক্তিরা অজস্র অভিমান মদে উন্মত্ত হইয়া কত মতে কত প্রকারেই কথার অনুসূচনা করিয়া থাকেন ইঁহাদিগের এই সমস্ত অভিমানের কারণ শুদ্ধ

টাকা। টাকা পাইলে এ অভিমানের আর কিছুই থাকে না। এবং অকুলীন অর্থাৎ মৌলিক কায়স্থেরাও ইঁহাদিগের মন রাখা কথা কহিয়া চলিয়া থাকেন। যথা “মহাশয়! কল্য যদি আমার ভবনে আপনাদিগের পদ ধূলা পড়ে, তাহাহইলে, আমার সকলই শুদ্ধ হই-হইবেক,,। এই বাক্য শ্রবণমাত্রেই কুলীন মহাপুরুষেরা কহিয়া থাকেন, যে “যদ্যাপি কুল মর্য্যাদার টাকা দিতে পার তাহা হইলে যাইব। নতুবা কখনই যাইব না,,। ইঁহারা যে, এই রূপে কত প্রকারই বাগাড়ম্বরী দ্বারা অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন, সে সমস্ত এক্ষণে বর্ণিনার আবশ্যক নাই।

দিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ কুলজ কুলোজ্জ্বল কুলীন মহাশয়দিগের কদর্য্য কার্য্যাবলোকন করিলে ব্যাকুলচিত্তে অকূল দুঃখার্ণবে পতিত হইতে হয়। ইহাদিগের বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে।

হাসি আসি ওষ্ঠদেশে নৃত্য করে কত।
কান্না আসে চক্ষে শ্রাবণের ধারা মত॥

অর্থাৎ হাসিও পায় কান্নাও পায়। ইঁহারা কহিয়া থাকেন,

"আচারো বিনয়ো বিদ্যাঃ প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং।"

আমরা ইত্যাদি নবগুণ বিশিষ্ট কুলীন; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইলে ইঁহারা অনাচার, অবিনয়, অবিদ্যা, অপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নবগুণেরই অধিকারী। এস্থলে একবার মহাত্মা বল্লাল সেন মহোদয়কে স্মরণ এবং তাঁহার প্রতি ধন্যবাদার্পণ না করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারগ হইলাম না। যেহেতুক তিনি বিবেচনা করিয়াই ইঁহাদিগের নাম কুলীন রাখিয়া গিয়াছেন। তদ্দৃষ্টান্তে, ইঁহারা কুপথ ব্যতীত সুপথে কচিল্লীন হইয়া থাকেন। ইঁহারা এক২ জনে এক২টি অবতার। কি আশ্চর্য্য২! এই ধর্ম্মাবতারদিগের মধ্যে কেহবা ৭০ কেহবা ৮০ টি স্ত্রীর পানিগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কুলবতী কামিনীরা স্বামীর সমাগমাভাবে, কেহবা সতীত্ব রক্ষা করিতে হইবেক বলিয়া, এককালীন মনুষ্য জন্মের

বৈয়র্থ সাধন করে, যদ্রূপ অরণ্যানীতে মনোহর দৃশ্য সুগন্ধ বিশিষ্ট পুষ্প সমূহ আপনিই প্রস্ফুটিত হয়, এবং কেহ তাহা ব্যবহার করিতে পায়না বলিয়া আপনিই শুষ্ক হইয়া যায়। কেহ বা কুলে জলাঞ্জলি দিয়া, পর পুরুষ সহগামিনী হইয়া ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি বিবিধ পাপে সংলিপ্ত থাকে। কেহবা যৌবন বিফলে যায় বলিয়া সাধ্যানুসারে স্বীয় বিবাহবণিক কান্তকে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণাদ্বারা শান্ত করে। এবং কেহ বা কুলের বিষয় সিকায় তুলিয়া অনায়াসেই বহির্গতা হয়। এই সমস্ত স্ত্রীগণের ইত্যাকার চরিত্র বিষয়ে লেখনীকে স্বাধীন চালাইতে হইলে এককালীন লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয়।

যদ্যপি কিয়দ্দিনান্তে ঐ ৭০।৮০টি দ্বিজ কামিনী গণের মধ্যে কাহার সৌভাগ্য কাল উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাঁহার ভবনে যদ্যপি তাহার স্বামীর পদধূলা পড়ে, তাহা হইলে সেই কামিনী কেশাদি বন্ধন করিয়া, গাত্রাদি মার্জ্জনিয়া বহুবিধ সুচারু শোভাকর সুন্দর স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত

হইয়া চাতকিনীর ন্যায় পতির বদনরূপ ঘন জীবন বিলোকন করণ আশয়ে রজনীর আগমন পথ প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিয়া থাকে। পশ্চাৎ রজনী সমাগতা হইলেই তাহার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ স্বামী সান্নিধ্য হইয়া একত্রে সহবাস করা অন্তরে থাকুক অগ্রেই কহিয়া বসেন,

আগে কি দিবিতা বলহ।
আগে নেবো, তবে শোবো, তবে ছোঁবো জল,,।।

পতির এইরূপ কঠিনতর কুবাক্য রূপ প্রবলা নিলের দ্বারা সেই চাতকিনী কামিনীর আশা মহীরুহের মূল একেবারে উন্মূলিত হইয়া যায়। হায়! কি পরিতাপঃ! ইহাদিগের এই কালের দুঃখ ঈক্ষণ করিলে কোন ব্যক্তির না অক্ষিনীরে বক্ষ ভাসমান হয়, আহা বোধ করি ইহাদিগের এইকালের দুঃখ দর্শন করিলে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির অন্তরেও দয়ার উদ্রেক হইতে পারে। আহা কামিনীগণের দুঃখের কথা কি কহিব। প্রাগুক্ত কুলীন ব্রাহ্মণেরা যদ্যপি

৭০।৮০টি পরিণয় করণান্তর দৈবায়ত্তে কাল কবলে পতিত হয় তাহা হইলে কি ঐ সমস্ত কামিনীর দুঃখের সীমার আর পরিসীমা থাকে? যৎকালীন বৈধব্য বিষধরীর ক্রমিক দংশনে কামিনীগণের কোমল কলেবর বিষদ্বারা জর্জ্জরীভূত হইতে থাকে তৎকালীন কি তাহাদিগকে বিবাহরূপ ঔষধ প্রদান করা পুনর্ব্বার উচিত নয়? অবশ্যই। কিন্তু হায়, আমাদিগের দেশে এই যে কি একটা দুর্নীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, যে আমরা যদ্যপি কোন গুরুজন সন্নিধানে বিনীতবচনে কহি, যে "বিধবা দিগের বিবাহ দিলে বড় ভাল হয়। আহা তাহারা কতকাল আর দুঃখানলে দগ্ধীভূতা হইয়া যৌবন অলঙ্কারকে ভস্মসাৎ করিবেক,,। আমারদিগের বদন হইতে এই বাক্য নিঃসরিত না হইতে হইতেই উক্ত গুরুজনেরা রোষ পরবশ হইয়া কহেন, যে তোরা কি সকলে খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছিস্। হে দেশীয় ভ্রাতাগণ। ইহাতেই আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে, ইঁহারা আমাদিগের কিরূপ গুরু। আমার

অভিমতে এই সমস্ত গুরুদিগের আদি উকার লোপ করিয়া উক্তি করিলেই যুক্তি সিদ্ধ হয়। যেহেতুক ইঁহারা নামে গুরু বটেন, কিন্তু কার্য্যে আদি উকার লোপেরই মত ব্যবহার করিয়া থাকেন। হায়! ইঁহাদিগের বিবেচনা বারি কি একেবারেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে? ইঁহাদিগের কি এ বোধ হইল না, যে ইঁহাদিগের জন্ম কোথা হইতে, স্ত্রীলোকহইতে অবশ্যই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবেক। অতএব যে স্ত্রীলোকই সংসারের প্রধান। যে স্ত্রীলোক ব্যতীত সাংসারিক কার্য্য কোন প্রকারেই অবধার্য্য হইতে পারে না। এবং যে স্ত্রীলোক দ্বারাই সন্তানাদির উৎপত্তি হইয়া ধরিত্রী মাতাকে শোভা সংযুক্তা করিতেছে। সে স্ত্রীগণের দুঃখ দর্শনে তাঁহাদিগের পাষাণ নির্ম্মিত মনে কি বিন্দুমাত্রও করুণার সঞ্চার হয় না?

অপিচ এতদ্দেশীয় গুণাকর সুধীবর মহোদয়গণেরা কহিয়া থাকেন যে বিধবাদিগের বিবাহ প্রদান করা কোন মতেই শ্রেয়স্কল্প নহে। যে হেতুক ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ফলে যথার্থ যুক্তি

যুক্ত উক্তি করিতে হইলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা অবশ্যই কর্ত্তব্য বিবেচনা হইবেক। যথা যদ্যপি পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র কারেরা কহেন যে “ অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ,, অর্থাৎ কলত্র রহিত হইয়া ক্ষণকালও কালক্ষেপ করিবেক না। ইত্যাদি মর্ম্মানুসারে পুরুষবর উদ্বাহ দ্বারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগা কামিনী গণের পক্ষে এইবিষয়ের কোন নিয়মই প্রচলিত নাই, ইহাই আমাদিগের মনে জাগরুক ছিল, ফলে ইদানীন্তন পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে শাস্ত্র প্রদর্শিত করিয়াছেন। যথা

“ নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থু নারীনাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥

ইত্যাদি পরাশরের বচনানুসারে যদ্যপি বিধবা বিবাহ বিধেয় হইল, তবে কি নিমিত্ত প্রচলিত না হয় বলিতে পারি না, বিরোধি ব্যক্তিরাই জানেন। বিশেষতঃ যত দিন পর্য্যন্ত বিধবোদ্বাহ বিরোধী ব্যক্তি মহাশয়দিগের হৃদয়

ক্ষেত্র হইতে এই কুসংস্কাররূপ কণ্টকিলত সমূহ জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণাস্ত্রের দ্বারা ছেদিত না হইবেক, তত দিন পর্য্যন্ত অবলা অখলা বিধবা বালাদিগের সৌভাগ্যরূপ সৌগন্ধ বিশিষ্ট পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়া অতিশয় দুরূহ ব্যাপার হইবেক। যদিও বিরোধি মহাশয়েরা এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া থাকেন, যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত নহে, তত্রাচ যুক্তি দেবীর উক্তি শ্রবণ ও গ্রহণ করিতে হইলে অবশ্যই কর্ত্তব্য বোধ হইবেক। কেননা বিধবাদিগের মধ্যে অনেকাংশ গোপনে গোপনেই বিবাহের প্রকৃত সুখ ও ফল লাভ করিয়া থাকে। ইহা যদিও সকলে বিদিত আছেন বটে, তত্রাচ স্বামী হীনা কামিনীগণ, ব্যাভিচারিণী হইলেও তাহাদিগকে কোন প্রকারে অপরাধিনী বলা যাইতে পারে না। যেহেতুক শাস্ত্রে, পুরুষের অষ্টকলা কাম বলিয়া নির্ণীত আছে। অতএব তাহাতেই যৎকালীন তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বনে সমর্থ নহেন, তৎকালীন নারীরা ষোড়শ কলা বিশিষ্টা হইয়া যে ধৈর্য্য দেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ইহা

কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণীয় হইতে পারে না। অতএব বিরোধী মহাশয়দিগের বিবেচনাশশাঙ্ক যে কলঙ্ক অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে বলিতে হইবেক, সন্দেহ কি? কারণ যাহা প্রায়ই আমাদিগের নেত্র কর্ণ গোচর হয়, যে কামিনীরা এ কারণ বশতঃই গোপনেং বিবাহসুখ সম্ভোগ অর্থাৎ পরপুরুষ প্রতি প্রণয়ানুরাগ প্রকাশিয়া নির্ব্বিঘ্নে যামিনী যাপন করিয়া থাকে। পরিশেষে "পাপ কথা কি ছাপা থাকে,, তাহাই হইয়া উঠে। অর্থাৎ সেই কামিনী গর্ভবতী হয়, এবং পরিজনেরা তাহার ঐ গর্ভ সংবাদ শ্রবণ করিতে পাইলে লোকলাজ আশঙ্কায় সেই গর্ভস্থ ভ্রূণটিকে বিনাশ করণ হেতু প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। এবং সেই কামিনীও এই উৎসাহে প্রোৎসাহিত হয়। এরূপ জনপ্রবাদও আছে, যে ঐ গৃহস্থেরা উদ্যোগী হইয়া বহুবিধ দ্রব্যগুণ দ্বারা ঐ বিধবার গর্ভস্থ ভ্রূণটিকে বিনাশ করিয়া ফেলে। হা! কি ধর্ম্ম বিরহিত, পাপসংযুক্ত ঈশ্বরানভিপ্রেত কার্য্য! কোথায় জগদীশ্বরের

মানস, যে তাঁহার প্রজা বৃদ্ধি হইবেক, কি
ইহারা তদ্বিপরীত কার্য্যাদির দ্বারাই সৃষ্টি
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও ছার খার করিতেছে। অতএ
এরূপ নিদারুণ পাপময় ভয়ানক ব্যবহার যাহা
শিঘ্র নিবৃত্তি পায়, তাহা করিতে অর্থাৎ বিধব
দিগের বিবাহ দিতে আমাদিগের দেশীয় ভ
তারা যে কি নিমিত্ত অবহেলা দ্বারা এতাদি
অযত্ন অনুদ্যোগ, অনুৎসাহ, এবং অনন্তরা
প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বলিতে পারি না
কলে বিলম্ব করা বিধেয় নহে। অতএব
হারা সকলে উদ্যোগী হইয়া বিধবাদিগের
বাহ প্রদান করুন। তাহা হইলে এই সম
কামিনীদিগের গর্ভে, যে সমস্ত সন্তানাদির উৎ
পত্তি হইবেক, তাহাদিগের প্রতি নৃশংস ব্য
হার করণে আর কাহারই মনে প্রবৃত্তি হই
বেক না।

আর দেখুন যৎকালীন জগদীশ্বর সকলকে
ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ করিতে দিয়াছেন, এব
কাহারও পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করেন নাই, তৎ
কালীন এক জনকে সেই সুখে বঞ্চিৎ রাখা

ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্য বলিতে হইবেক? কখনই না। কারণ পুরুষদিগের স্ত্রী বিয়োগ হইলে, তাঁহারা যদ্যপি পুনরায় বিবাহ করণান্তর ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করণে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে কামিনীরা এতই কি অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছে যে বিধবা হইলে ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ করা অন্তরে থাকুক, জগতের তাবৎ সুখেই বঞ্চিত থাকিবেক। আহা! এদেশের লোকদিগের মন কি সন্দিগ্ধজনক! এই সমস্ত কামিনী যদ্যপি এক পল মাত্র সময়ের নিমিত্ত অপর কোন ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করে, তাহা হইলে ইহাদিগের আর রক্ষা থাকে না। তদ্দণ্ডেই কলঙ্ক ও অপযশের অংশ গ্রহণ করিয়া সমুচিত তিরস্কার প্রভৃতি দণ্ড ভোগ করিতে হয়। হায়২ কি দুঃখের বিষয়, অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের কি পক্ষ পাতিত্ব! ইঁহারা আপনাদিগের সুখেই সদাকাল অভিরত থাকেন। ভাগ্যহীনা পতিবিহীনা কামিনীগণের অবস্থার প্রতি ভ্রমক্রমেও নেত্র নিক্ষেপ করেন

না। হা কি নির্দ্দয়তার কার্য্য! কামিনীদিগের কাল সুদ্ধ দুঃখেতেই বিগত হইল।

হা, দেশস্থ কামিনীগণ! তোমাদিগের এই অবস্থার পক্ষে বিলক্ষণ লক্ষ্য করিলে, বক্ষ মধ্যে কি প্রচুর প্রখর শোক প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে, তোমাদিগের সৌভাগ্য দিন আর কত দিনে সন্দর্শন করিয়া সংতৃপ্ত হইব জগদীশ্বর কি তোমাদিগকে দুঃখ দিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন? আহা! তোমরা কি সংসারাশ্রমের কোন সুখই সম্ভোগ করিতে পারিলে না? তোমরা কি কেবল কতকগুলি চির নিরূপিত গৃহ কার্য্য সমাধা করিয়াই এই পৃথিবী মণ্ডল হইতে অবসর গ্রহণ করি বা, তোমরা কি রন্ধনশালায় নিত্য ... প্রাপণে এই বঙ্গ ভূমিতে প্রেরিতা হইয়াছ? আহা, তোমরা কত কাল আর এইরূপ দুঃখে কালাতিপাত করিবা, হা! অবলা গণ, জগদীশ্বর তোমাদিগের সৌভাগ্য কাল আমাদিগকে বুঝি আর দেখিতে দিলেন না। জগদীশ্বরেরই বা কেন অপ্রামাণ্য গুণ সম্পন্ন

করিব, ইহা স্বদ্ধ অস্মদ্বঙ্গদেশী দ্বেষী তাহা দিগের অনৈক্য বশতঃই সংঘটিত হইয়াছে। হা, বঙ্গভূমি! তুমি কি এক্ষণে একেবারেই স্বামী হারা হইয়াছ? তোমার এই সমস্ত পুত্র গণে আর কত দিবস পরে বল্লালী পঞ্জর হইতে বিমুক্ত হইবেন!

হে দেশস্থ মহোদয়গণ? আপনাদিগকে আর কত যোড়হস্ত করিয়া নিবেদন করিব, আপ নারা যদ্যপি যথার্থ স্বদেশপ্রিয় হয়েন এবং স্বদে শের প্রতি যদ্যপি আপনাদিগের যথার্থ অনুরাগ থাকে তবে ত্বরায়ই এই সমস্ত কামিনীগণকে, তাহাদিগের অসীম যন্ত্রনা হইতে উদ্ধার করণে সচেষ্ট হউন।

এক্ষণে এই বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়া অনুধাবনা করিতে হইলে অকুল আকুলার্ণবে ভাসমান হইতে হয়। অস্মদ্দেশীয় সমস্ত বিষয়েই অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় এবং দুর্নীতি দৃষ্ট হয়। আমরা যত দিবস পর্য্যন্ত এই সমস্ত দুর্নীতি দূরীভূত করণে সক্ষম না হইব, তত দিবস পর্য্যন্ত আমা-

দিগের দেশ সুদ্ধ অসভ্যাবস্থাতেই অবস্থিতি করিবেক। এবং সক্ষম হইলেই

" সভ্যতা সরোজলতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
মানুষের মনো সরোবরে।
প্রমোদে প্রফুল্ল কায়, সুখ শতদল তায়,
ফুটিবেক জ্ঞান সূর্য্য করে ,,।

বর্ত্তমানে বাল্যবিবাহই এ দেশের এক প্রধান দুর্নীতি প্রতীক্ষিত হইতেছে। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের, প্রীতি, যত্ন ও সম্মতিক্রমে বিবাহ কার্য্য অবধার্য্য হইলেই সুখের কারণ হয়। কিন্তু আমাদিগের এই বঙ্গভূমিতে তাহার বিপরীতই বিলোকিত হইতেছে। সপ্তমোত্তীর্ণ অষ্টম বর্ষ বয়ক্রম হইলেই পিতা পুত্রের বিবাহ নিমিত্ত অতি মাত্র ব্যস্ত সমস্ত থাকেন। অর্থাৎ কহেন, যে " জীবিত থাকিতে২ ছেলেটার বিবাহটা দিয়ে যেতে পারিলেই একটা আপদ থেকে উদ্ধার হওয়া যায়," ফলে আপদ হইতে উদ্ধার হওয়া অন্তরে থাকুক, ছেলেটীকেই আপদে ফেলা হয়। যে সময়ে বিবাহটী দেওয়া হয়, সে সময়, বিবাহ

যে কি বস্তু-ইহার আকারই বা কেমন, ইহার অভিপ্রায়ই বা কি, এবং ইহা যে কি গুরুতর ব্যাপার তাহা সেই পুত্র বিন্দুমাত্রও জানিতে পারে না। এবং বোধকরি তাহার জনক জননীরও ততদূর দৃষ্টি থাকেনা। বাল্য কালই বিদ্যাশিক্ষার নির্দ্ধারিত সময়। এই কালে বিবাহ হইলে স্বল্প দিবস মধ্যেই বালক গণের মনে কামিনী রস আসিয়া প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং বিদ্যা শিক্ষার প্রতি তাদৃশ আশক্তি থাকে না। তাহাতে আলস্যেরই প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বাল্য বিবাহ দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কায়মানসিক এবং নীতি বিষয়ক শক্তি হ্রাস পায়। এই সময়ে যে সমস্ত সন্তানাদির উৎপত্তি হয়, তাহারা অতি কদাকার ক্ষুদ্রাকার দূর্ব্বল এবং মৃতু স্বভাব বিশিষ্ট হয়। এই অবস্থায় বিবাহিত হইলে স্ত্রী ও স্বামী উভয়েরই সুখ স্বচ্ছন্দতাদি বিনষ্ট হইয়া নানা প্রকার অমঙ্গল সংঘটিত হয়। এবং তাহাদিগের অপত্য সকল ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইবার ইহাই মাত্র মূল কারণ। আর

এই বাল্যকালে বিবাহ হইলে, পুত্রেরা অল্প বয়সেই লম্পট হইয়া উঠে। কারণ বাল্যকালে যে সংস্কার জন্মে তাহা শরীরের অঙ্গের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং শরীরের একটি অঙ্গ ভঙ্গ হইলে যাদৃশ ক্লেশানুভব করিতে হয় সংস্কারের পরিবর্ত্তেও তাদৃশ কষ্ট বোধ করে। এক্ষণে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে বাল্যকালে যে সংস্কার জন্মে, তাহা শীঘ্র দূরীভূত হয় না, এজন্য বাল্য বিবাহ দ্বারা পুত্রগণের মনে স্বল্প দিবস মধ্যেই ঐ সমস্ত সুখ সম্ভোগের ইচ্ছাজন্মে সুতরাং তাহাদিগের বয়ঃক্রোমপচয়ে ঐ সমস্ত সুখ সম্ভোগের ইচ্ছাও অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাতে তাহাদিগের মন লম্পটতা পাপেই সংলিপ্ত হয়। এবং তাহাদিগের কুৎসিতাচার সমূহ শ্রবণ বা দর্শন করিলে মনো মধ্যে যে কি পর্য্যন্ত আক্ষেপ জন্মে তাহা লেখনী লিখনে অশক্তা। যদ্যপি কোন গৃহস্থের পরমা সুন্দরী কন্যা অথবা কলত্র ইহাদিগের নয়ন গোচর হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বং মনাভিলাষ পুরণ জন্য সেই কামিনীকে বহুল

প্রকারে স্রোত প্রদর্শন করাইতে থাকে। পশ্চাৎ উক্ত রমণী যেই মহাপুরুষদিগের মতে সম্মতা হইলে অনেকানেক দুষ্ট উপায় দ্বারা তাহাকে বহির্গতা করে। তদনন্তর তাহারা এই ঘৃণিত ও কুৎসিত ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আর আহ্লাদে আটখানা হইয়া স্বং আত্মীয় সুহৃদ জনগণ সন্নিহিতে সানন্দে পুরুষার্থ প্রকাশ পূরঃসর আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে কতং ব্যক্তি, কুলবতী সতী নারী পরিহার পূর্ব্বক কুলটার কাম্পনিক প্রণয়পাশে দৃঢ় বদ্ধ হইয়া স্বীয় প্রিয়তমার সতীত্ব রূপ অমূল্য রত্নকে একেবারেই নষ্ট করিতেছেন। এবং কোনং ব্যক্তি বারবিলাসিনী সহ ইতরেতর প্রণয়াশক্তিতে অস্থির হইয়া সমুদয় নিশি নিদ্রাভাব বশতঃ পরদিবস প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেও সমর্থ হয় না। এইরূপ বাল্য বিবাহ দ্বারা তাহাদিগকে শারিরীক মানসিক ক্লেশে জর্জ্জরীভূত হইতে হয়। এবং সুখদেবী তাহাদিগের হৃদয়মন্দির হইতে অন্য স্থানে পলায়ন করেন।

এই কদর্য্য কার্য্য দ্বারাই রোগ শোক প্রভৃতি তাহাদিগের অঙ্গের ভূষণ হইয়া মনকে অস্থির রাখে। যেহেতু চিত্তে সততই সেই চিত্তহরার চিত্তহরা প্রতিমূর্ত্তিখানিই সুন্দর বিরাজিত থাকে এইরূপে তাহাদিগের জ্ঞানরূপ লৌহদণ্ডে ক্রমশঃ মরিচা ধরিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলে।

যে সমস্ত কুলবতী কামিনীরা স্বং কুলে কালি দিয়া অকুল বেশ্যাকুলকে উজ্জ্বল করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে স্বং ইচ্ছায় প্রায় কেহই বহির্গতা হয় নাই। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক; যে, কোন না কোন কামুক নরাধম ব্যক্তিকর্ত্তৃক এই অসম সাহসিক কার্য্য অবধারিত হইয়াছে। এস্থলে বিবেচ্য এই, যে যদিস্যাৎ পুরুষগণের মধ্যে, এই কাম রিপুর আতিশয্য ও তদ্দারায় কুব্যবহারের প্রাতুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে অস্মদ্দেশে বারাঙ্গনাগণের এতাধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি হইবার কিছুমাত্রই কারণ থাকিত না।

বাল্য বিবাহই এই সমস্ত কারণের মূল ইহার দ্বারা নানা প্রকার ঘৃণিত অনেক অপকার

উদ্ভব হয়। ইহার দ্বারাই মনুষ্যদিগের মনকে কুকার্য্যে লওয়ায়। কুকার্য্য সমস্ত বিষাক্ত মিষ্টান্ন স্বরূপ, ইহা ভক্ষণ কালে অতিশয় সুমিষ্ট রস যুক্ত বোধ হয় বটে, কিন্তু হলাহল গুণে ক্রমশঃই সাংঘাতিক হইয়া উঠে। ইহাই চিরপীড়ার নিদান এবং ইহার দ্বারাই মনুষ্যগণের অন্তরের সদসদ্ বিবেচনা প্রভৃতি অন্যান্য সদ্প্রবৃত্তি সমূহ একেবারেই প্রস্থিত হয়।

বাল্যবিবাহ এদেশের এক ভয়ানক দুর্নীতি, ইহার দ্বারাই কাম-রিপুর বল বৃদ্ধি হয়। ক্রোধই কাম রিপুর প্রধান দোষর, কেমনা অদ্যাবধিও আমাদিগের নয়নগোচর হইতেছে, যে, যদি কেহ অন্য কোন বেতনভোগী বারবিলাসিনীর ভবনে গমন করেন এবং সেই সময়ে সেই স্থানে বেতনদাতা যদ্যপি উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে ঘোরতর দ্বন্দ্বের উপক্রম হইয়া উঠে, এবং কোনং দ্বন্দস্থানে হয়তো উভয় বিবাদির মধ্যে এক জনকার প্রাণ পর্য্যন্তও নষ্ট হয়, এইং বিষয়ের বহু বহু দৃষ্টান্ত পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যাইতেছে

হিন্দু রক্ষোরাবণ নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন, যিনি নিতান্ত কামরিপুর অধীন ছিলেন বলিয়াই স্বল্পকাল মধ্যে অযোধ্যাধীশ্বর রামচন্দ্রের আক্রোশে পতিত হইয়া স্ববংশে নিধন হয়েন। গ্রীক দেশীয় পুরাবৃত্তে প্রতীত হইয়াছে যে, পেরিশ্-নামক এক রাজকুমার, মেনিলেয়স্ নামক রাজার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনিও ঐরূপ রাবণের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব দেখুন যৎকালীন বাল্য বিবাহরূপ এক দোষ হইতে ইত্যাদি সহস্র দোষের উৎপত্তি হইতেছে, তৎকালীন ইহাকে কি একেবারেই সমূলে উন্মূলন করা কর্ত্তব্য নহে? অবশ্যই, এবং তাহা হইলেই আমাদিগের অবস্থার অনেক সংশোধন হইবেক।

মদ্যপানও এদেশের এক প্রধান দুর্নীতি, ইহা মস্তিষ্কের জনিত পীড়া। ইহার দ্বারা মনুষ্যকে অচৈতন্য রাখে। এই মদিরা, ভিন্ন ভাবে ভিন্ন২ লোকের নয়নগোচর হয়, ইহা কখন কোন ব্যক্তিকে অপার সুখসাগরে সন্ত-

রণ করাইতে থাকে৷ কখন কোন ব্যক্তিকে অ- ত্যুগ্র করে, এবং কখন কোন ব্যক্তিকে নিরানন্দ নীরে নিক্ষেপ করে। ইহা দ্বারা নানা প্রকার অনিষ্টকারক ফলোৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ ইহা অনেকের প্রকৃতিকে অসঙ্গত ক্রোধে এবং লা- ম্পট্যপাপে বিলিপ্ত রাখিয়া বিশ্বাসঘাতকী করে। দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা মনুজগণের অন্তঃ রিন্দ্রিয়ের ক্ষণিক বৈপরিত্যে এবং অচৈতন্যে তাঁহাদিগের গুণাবলী সমূহ আচ্ছন্ন থাকে। তৃতীয়তঃ ইহাতে তাঁহারা যে সমস্ত অর্থ অন- র্থক ব্যয় করেন অথবা বিসর্জ্জন দেন; তাহা যদ্যাপি দেশের কোন উপকারোপযোগী বিষয়ে অবধারিত রাখেন, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা মহা- মঙ্গল ও আনন্দের বিষয় বটে, কিন্তু তৎকা- লীন তাঁহারা, যে, কি করিবেন; জ্ঞানাভাব বশ- তঃ কিছুই ঠিক থাকেনা। চতুর্থতঃ এই দোষ দ্বারা সুরাপায়ী ব্যক্তিদিগের পরিবারেতে ক্রমেং উদ্বেগের উপলক্ষ হইতে থাকে। পঞ্চমতঃ ইহার দ্বারা পরমায়ু হ্রাস পায় অ র্থাৎ মনুষ্যেরা পরমায়ু থাকিতেও অকস্মাৎ

কোন দারুণ রোগে রুগ্ন হইয়া, অকালে কালের হস্তে পতিত হয়। মদিরার এই সমস্ত কারণাবলোকনে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে ইহা কেবল দুঃখ, পীড়া, এবং বিপদের কারণ, জ্ঞান-লোপের মূলীভূত; এবং সুহৃদ্ভেদের হেতু।

অনেক ব্যক্তি এরূপ কহেন, যে, মদ্যপান করিলে শরীরে কোন পীড়া জন্মে না, শোণিত পরিষ্কৃত রাখে, দুঃখ নিবৃত্তি হয়, এবং ক্রমে ক্রমে দেহ মনেরও স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে; ইহা কেবল তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ভ্রান্তি মাত্র স্বীকার করিতে হইবেক। কারণ এই মদ্যপান দ্বারা তাঁহাদিগকে পশু পক্ষি অপেক্ষাও অধম ও হেয় হইতে হয়। তৎপ্রমাণে, যে হিতাহিত জ্ঞান দ্বারা তাঁহারা এই জগতী মণ্ডলে মহা মান্য এবং ধন্যরূপে গণ্য হয়েন, যে হিতাহিত জ্ঞানদ্বারা তাঁহারা পশু পক্ষি প্রভৃতি বহুবিধ জীবের উপরি প্রভুত্ব করিয়া থাকেন, যে হিতাহিত জ্ঞানদ্বারা তাঁহারা উত্তমাধম বিবেচনা করণে সক্ষম হয়েন, এবং যে হিতাহিত জ্ঞানদ্বারাই তাঁহাদিগের কীর্ত্তি-

রূপ কল্পপাদপের সুখ্যাতিরূপ কুসুম সৌরভ প্রবাহে মেদিনী আমোদিনী হয়েন, ইহাতে সে হিতাহিত জ্ঞানও প্রস্থান পরায়ন হয়। দেখুন্ পশু পক্ষিরা অকারণে বলপূর্ব্বক অন্য কোন স্বজাতীয়কে বলাৎকার বা তাহার সহিত দ্বন্দ্ব করণে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু সুরাপান দ্বারা মনুষ্যেরা ইহার কোন্ কার্য্যই-বা না করিয়া থাকেন। অতএব এমন দ্রব্য গলাধঃ করণ করাই কর্ত্তব্য নহে, যদ্দ্বারা পশু পক্ষি অপেক্ষাও অধম হইতে হয়। পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যক্তির দর্শন পাইলে, আমরা সাতিশয় চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইতাম, যাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে, আমাদিগের চিত্ত অপার সুখে নৃত্য করিয়া উঠিত, হায়, মদ্যপানের কি বিপরীত গুণ! তাঁহাদিগকে কি, না, এক্ষণে পথের রজের ন্যায়, পথে পতিত থাকিতে দেখা যায়। আহা কালের কি বিপরীত গতি! এক্ষণে মনুষ্যকে মাতাল বলিয়া সম্বোধন করিলে, তাঁহার অপার আনন্দের আর পরিসীমা

থাকে মা; অর্থাৎ তাঁহাতেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন।

মত্ততাই জনসমাজে নিন্দনীয় অপরাধ। সুরাপানোন্মত্ত ব্যক্তি ক্রমেং স্বীয় সদৃশ সুহৃদ সংগ্রহ করিয়া একত্রে আমোদাহ্লাদ করিতে থাকে, এবং সেই দলভুক্ত ব্যক্তিরাও প্রত্যেকে আপনাপন বন্ধুবর্গ একত্র করিয়া সেইরূপ সুখ সম্ভোগ করে, পরে এই প্রকারে এই ব্যাপার স্থানেং ব্যাপৃত হয়, এবং যাঁহা যাঁহারা ঐ দলে মধ্যে থাকেন, তাঁহা তাঁহারা স্বং পরিজন প্রতি বাসি এবং বন্ধুগণের অনিষ্টকারক হয়েন অর্থাৎ আপনাদিগের গুণেতে তাঁহাদিগকে কৃতাকর্ষণ করিতে থাকেন, এইরূপে প্রত্যেকেই অপরাপর ব্যক্তিকে আপনাপন গুণে টানিয়া আনিতে অথবা সমযোগ্য করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবেই সচেষ্টিত থাকে, পরিশেষে পরস্পরে পরস্পরের উদাহরণাবলোকনে ঐ সংস্পর্শে পীড়া প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সুরাপান করা অন্য দেশে স্থানেং প্রচলিত হওয়াতে অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে। যথা কেহ বা প্রাণিহত্যা,

বিষ প্রদান, ও অস্ত্রধারণাদি বিবিধ কুসাহসিক ব্যাপারে নিযুক্ত রহিয়াছেন, কেহবা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বান্ধবের প্রতি অহিতাচরণ করিতেছেন, কেহ২ বা স্বহস্তে স্ত্রী পুত্রাদিকেও বিনষ্ট করিতেছেন, এবং কেহ২ বা গর্ভধারিণী জননীর প্রতিও এরূপ কটুকাটব্য প্রয়োগ করিতেছেন, যে, তাহা প্রকাশ করিতে হইলে আর চৈতন্য থাকেনা।

হে মদিরে!

তব সুধা আস্বাদন, সুখে লয় যেই জন,
ভুলিতে সে কভু নারে প্রাণে।
মরি কি মহিমা তব, কার শক্তি কহে সব,
বিধি ভব পরাভব মানে॥
তুমি ঢোকো যার বাটী, ভিটে মাটি কর চাটি,
হর সুখ, শোকজ্বালা দিয়া।
দিয়া স্বর্গাধিক সুখ, পলাও অর্পিয়া দুঃখ,
মন, প্রাণ, ধন, জ্ঞান নিয়া॥
হায় হায় লাজ জল, অসামান্য তব বল,
তুমি স্বস্ন দেও যেই জনে।

পেটে তার, গেলে তার, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার,
নিজেই ঈশ্বর ত্রিভুবনে॥
যদি মাতা কোন ক্রমে, কটু কয় মন ভ্রমে,
তা হোলে কি রক্ষা আর থাকে।
একে মজা, তাহে ধূনা, কটু কহে কহে কতগুন
যাহা ইচ্ছা, তাহা নিজ মা কে॥
দেখি এই সমুদায়, হাসি কান্না দুই পায়
মন দুঃখ আর কই কায়।
হায় কি কালের ধর্ম্ম, কার সাধ্য বুঝে মর্ম্ম
ইহাতেই ধর্ম্ম নাশ পায়॥
দশ মাস দশ দিন, পেয়ে দুঃখ দিন দিন,
গর্ভে যেই করিল ধারণ।
পুত্রের হেরিলে দুঃখ, বিদরে যাহার বুক
করে যেই নিয়ত রোদন॥
না মানি এহেন মা রে, গিয়া তারে প্রাণে মারে
কেঁদে মাতা বলে মুখ চেয়ে।
হারে ও নির্ব্বোধ ছেলে, এবিদ্যা কোথায় পেলে,
মা রে মেলে কি গুবল খেয়ে॥
এ কথা কি সহে কাণে, অমনি ধরিয়া কাণে
মারে মা রে হোয়ে ক্রোধমন।

যত মাতা মা রে বলে, তত মা রে মারে বলে,
বলে আর কহিবি এমন ॥
এইরূপ সুরাপানে, কত জনে হত মানে,
হোয়ে গেছে ধনে প্রাণে সারা।
অতএব হেন কার্য্য, করা কভু নহে ধার্য্য,
যাহে জীর্ণ, হয় জ্ঞান হারা ॥

এই সুরাপানই এদেশের এক প্রধান দুর্নীতি। পুরাবৃত্ত পাঠে প্রতীয়মান হইতেছে, যে সুরাপান করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে, দেখুন, পুরাকালিক লেসিডিমোনিয়ানেরা, তাঁহাদিগের পুত্র পরিকরকে এই নিকৃষ্ট ব্যবহার হইতে বিরত রাখিবার নিমিত্ত কি পর্য্যন্ত বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ না করিতেন? তাঁহারা প্রত্যহ ভৃত্যাদিগকে সমীপে আনিয়া মদিরা পানে আদেশ করিতেন, অর্থাৎ উক্ত ভৃত্যাদিগের বিহিত কার্য্যে বিরতি, নিন্দিত কার্য্যে রতি, উন্মত্ততা, অচৈতন্যতা, চৌর্য্যক্রিয়া, আত্মহত্যা এবং মিথ্যা কথন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের গুণাবলী সন্দর্শনে তাঁহাদিগের পুত্রগণের মনে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঞ্চার হইতে পারিবেক, যে, এই

ঘৃণিত দুষ্ক্রিয়াতে কদাচ আসক্তি বা প্রবৃত্তি হই বেকনা; অতএব অস্মদ্দেশ হইতে শীঘ্রই এই দুর্নীতিটীর দূরীভূত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

কালের কি আশ্চর্য্য গতি! এক্ষণে সক প্রকারই গতি ছিন্ন বিছিন্ন হইয়াছে। সৎকর্ম্মে আর কাহারই রতি নাই। হায়! জ্ঞানের জ্যোতি বুঝি এত দিবস পরে অজ্ঞানান্ধকা আচ্ছন্ন রহিল, সদসদ বিবেচনা বুঝি সমস্ত ব ক্তিরই মন হইতে প্রস্থান পরায়ণ হইলেন আহা! বঙ্গমাতা কতকাল আর এই সমস্ত দু তির ভাব বহন করত বিপুল বিলাপ বিষা অতলস্পর্শ বিষাদাকূপারে বিমগ্ন থাকিবে কি আশ্চর্য্য! কত শত লোক স্বীয়গুণে দুঃ গুণে দগ্ধীভূত হইয়া অকারণে অখিলাধিপ প্রতি দোষারোপ করত তাঁহার নিয়ম পরিপা লনে পরাঙ্মুখ হওন প্রযুক্ত তাঁহার প্রণী পরমবস্তুকে একেবারেই পরিবর্জ্জন ক তেছে। কত শত ব্যক্তি মনের ক্ষুধা নিব করণ কারণ পাপরূপ সুরাকে সুধাজ্ঞানে করিয়া অলিকানন্দে অনবরতই মত্ত হই

সত্যরত্নকে যত্ন না করিয়া একেবারেই বিসর্জ্জন দিতেছে। কি চমৎকার! কি চমৎকার! এক্ষণে পরনিন্দাই কি সচরাচর লোক সমূহের প্রধান ধর্ম্ম? পরের অনিষ্ট বিষয়ানুসন্ধানে আরব্ধ হওয়াই কি সকলকার প্রধান কর্ম্ম? এবং পরের প্রতি অপ্রীতি-বাক্য প্রয়োগ করাই কি জনসমূহের প্রধান মর্ম্ম? এক্ষণে পাপকর্ম্মে আর কেহই তাপ প্রাপ্ত হয়েন না। পরধনে সকলকারই মনে লোভ জন্মিয়াছে, অপকর্ম্মে আর কাহারই ঘৃণা জন্মে না, সৎকর্ম্মে আর কাহারই মত নাই, এবং পরকালের ভয় প্রায় সকলকারই অন্তর হইতে অন্তর হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে যদ্যপি কেহ কোন ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্ত হিতজনক উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ক্রোধে জ্বলিতাঙ্গি হইয়া কত প্রকারই অপ্রিয়-বাক্যের অনুসূচনা করিয়া থাকেন। যথা " কি উপদেশক গো? আমাদিগের আর বুদ্ধি নাই, তাই উনি বুঝাইতে আসিয়াছেন," এইরূপ

কথোপকথন করিতে করিতে এতাধিক ক্রোধা-ন্বিত হইয়া উঠেন, যে, তাঁহাতে আর তিনিই থাকেন না, অতএব এদেশের দুর্নীতির বিষয় লিখিয়া শেষ করা যায় না।

অস্মদ্দেশীয় ভায়াদিগের আলস্যপরায়ন হওয়াও এক প্রধান দুর্নীতির কারণ বলিতে হইবেক। এই দুর্নীতির নিরাকরণ না হইলে এদেশের মঙ্গলসাধন কোন মতেই হইতে পারিবেকনা। ইহাই আমাদিগের জ্ঞান নেত্রে আবরণ স্বরূপ, ইহার দ্বারাই এই বিশুদ্ধা বঙ্গ ভূমিকে প্রসিদ্ধ অশুদ্ধ নরককুপ স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে, ইহাই আমাদিগের দেশের অকু-শলের এক মূল, ইহার দ্বারাই আমাদিগের দে ক্রমশঃ হীনাবস্থায় পতিতা হইতেছে। এব ইহাই অতিশয় শিথরী বেশধারী হইয়া আম দিগের দেশের সৌভাগ্য পথের কন্টিনতর ব ধক স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, অতএব এই আ স্যকে দূরীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত আমাদি গের দেশীয় ভ্রাতারা, যে, কি নিমিত্ত এতাধিক আলস্য করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না

অতএব হে দেশীয় ভ্রাতৃগণ! আপনারা চক্ষু থাকিতেও আর কত দিবস অন্ধের ন্যায় এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন। যদ্যপি স্বদেশের উপকার করা আপনাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে আলস্যকে একেবারেই অরুণ সুত-সদনে প্রেরণ করিয়া পরিশ্রমের অধীন হউন্‌। দেখুন, শস্যোৎপাদক ক্ষেত্রে এবং কণ্টকিলতা ঘেরিত প্রান্তরে যাদৃশ বিভিন্নতা, পরিশ্রম আলস্যেও তদ্রূপ, এক্ষণে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, যে, শুদ্ধ আলস্যের অনুরোধের অপেক্ষা অন্তর হইতে অন্তর করণে অক্ষম হওন প্রযুক্তই অস্মদ্দেশীয় ভায়ারা সৎকার্য্যের প্রশক্তিকে মানসমন্দিরে ভ্রমেও স্থান দান করেন না।

সর্ব্বশেষে এই বিষয় উল্লেখ করা যায়, যে, অস্মদ্দেশে সচরাচর লোকের সহিত ভোজ্যান্নতা না থাকাও এক বিষম অনিষ্টের হেতু হইয়াছে। কারণ, আমরা যদ্যপি সকলেই একত্রীভূত হইয়া ভোজনাদি করিতাম, অর্থাৎ জাত্যভিমান না রাখিতাম, তাহা হইলে, আমাদিগের মধ্যে কি এইরূপ পরস্পর অনৈক্য থাকিত? সুতরাং আমরা কি কখন পরাধীন হইতাম? কখনই না, কারণ, একত্রে ভোজনাদি করিলে যেরূপ মনের সংপ্রীতি পাওয়া যায়, তদ্রূপ

আর কিছুতেই নহে। সুতরাং আমাদিগের মধ্যে, তাহা না হওয়াতেই একতা রজ্জু একেবারে উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। দেখুন, যাহাদিগের মধ্যে এই ভোজ্যান্নতার একবার প্রচলন হইয়াছে, তাহারা স্বাধীনতা ও একতা সুখ অবশ্যই সম্ভোগ করে, তৎপ্রমাণে ইংরাজেদিগের মধ্যে এই ভোজ্যান্নতার প্রচলন থাকাতে তাহারা এতদুভয় সুখই ভোগ করিতেছে। মুসলমানদিগের মধ্যেও এই রীতির প্রচলন আছে, তজ্জন্য তাহারা এককালে স্বাধীনতা ও একতা উভয় সুখই উপভোগ করিয়াছিল। ফলে, এক্ষণে যদিও তাহাদিগের সে স্বাধীনতা নাই, তথাচ অদ্যাবধিও তাহাদিগের সে একতার অন্তর হয় নাই। হতভাগ্য হিন্দুগণের কথা কি কহিব! তাহাদিগের মধ্যে এই রীতি প্রচররূপ না হইবায় তাহারা উভয় সুখেই বঞ্চিত রহিয়াছে। হে স্বদেশীয় বন্ধুগণ! আপনারা সাহসরূপ কার্পাসে নির্ম্মিত, উৎসাহরূপ পাত্র মার্জ্জনীর দ্বারা বঙ্গমাতার গাত্র হইতে দুর্নীতিরূপ অপরিষ্কৃত ময়লা সমূহকে একেবারেই দূরীকৃত করুন। তাহা হইলে, তিনি, সুনীতিরূপ স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পুনরায়ই আপনকার সেই কলঙ্ক বিরহিত, শশাঙ্ক লজ্জিত, মনোমোহিত, মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিবেন। হা!

জগদীশ্বর! তুমি অশ্রুযুক্ত মাতার প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়াও কি পরিশেষে নিশ্চিন্ত হইলে!

নীতি।

প্রি য় ভাষী সুসরল সাধু যেই জন।
য ম সম জ্ঞান করে অন্যের গঞ্জন॥
মা সুখভাজন হই, যেই অর্থ ধ্যায় করে।
ধ ন-মদে মত্ত জন শূন্যজ্ঞান করে॥
ব দান্য যে জন তার পরহিতে মন।
ব হু দুঃখ সহে সেই পরের কারণ॥
সু হৃদয়, সুহৃদের, সুখে যেই রয়।
ক রে সে দুঃসহ শ্রম, দুঃখের সময়॥
বি ষয় মায়ার জালে জড়িত যে জন।
র ক্ষা তার নাহি বিনা ঈশ্বর স্মরণ॥
চি ত্তে যার নিজরূপ জাগে অনিবার।
ভক্তি পাপ বিফল কাযে, বিফল তাহার॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থ।

অশুদ্ধিশোধন।

পৃষ্ঠা	পাঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	৮	বত্নু।	যত্নু।
৮	৬	অসার।	আসার।
১০	৯	দুঃখ।	দুখ।
৩৮	১৮	মৃত্যুকে।	মৃত্যু।
৭৭	৫	প্রভাবাদি।	প্রভবাদি।
৮৪	৬	বিরূপতা।	বিরূপ।
৮৭	১৪	অসন্তোষ!	অসন্তোষী।
১১৮	৯	পাবে।	ভাবে।
১২৮	২	পারে।	পাবে।
১৫২	৭	শয়াঙ্ক।	সর্পের।
ঐ	১৯	সম্ভ্রমে।	সম্ভবে।
১৩৪	৪	জ্ঞানান্ধকারে।	অজ্ঞানান্ধকারে
ঐ	ঐ	প্রবেশ্ব।	প্রবেশ।
১৫৫	৩	হাতে।	তাহাতে।
ঐ	১৪	লক্ষ্ম।	লক্ষ্মী।
১৫৫	১১	মনুষ্যাদির।	মনুষ্যাদিগের।
ঐ	১৪	বণিজ্য।	বাণিজ্য।
ঐ	ঐ	অসভ্যতা।	ও সভ্যতা।
১৬৬	১০	কুঞ্চিত।	কিঞ্চিত।
১৬৮	১৩	দুনীত।	দুর্নীতি।
১৯২	১৭	এতাধিক্ষ।	এতাধিক্য।
[illegible]	৫	কহে কহে।	একটি দুইবার [illegible] একবা